Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

# ক্ষেপার ঝুলি

(প্রথম খণ্ড)

LIBRARY
Shri Shri
BANARAS

শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

# ক্ষেপার ঝুলি

(প্রথম খণ্ড)

শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

শ্রীরামাশ্রম

ডুমুরদহ, হুগলী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয় সংস্করণ
আশ্বিন, ১৩৬৫

প্রথম সংস্করণ
জন্মাষ্টমী, ১৩৫৮

দ্বিতীয় সংস্করণ
আষাঢ়, ১৩৬১

প্রকাশক :
শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীবিমলকৃষ্ণ বিদ্যারত্ন
শ্রীরামাশ্রম,
ডুমুরদহ, হুগলী

মুদ্রাকর :
শ্রীরামগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়
সার্ভিস প্রিণ্টার্স
৪১, বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৫

[ সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত ]

মূল্য ১৷৷০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

# প্রকাশকের নিবেদন

ক্ষেপার ঝুলি প্রথম খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ-মুহূর্তে শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে অসংখ্য প্রণাম জানাই।

শ্রীশ্রীঠাকুরের রচনাবলীর মধ্যে ক্ষেপার ঝুলির একটি বিশেষ স্থান আছে। এই গ্রন্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য ইহার দুর্বার মানবিক আবেদন। অতি দুরূহ তত্ত্বসমূহ অসীম ক্ষমা অশেষ ধৃতি ও অতলান্ত মমতার অমৃত-রসে অভিষিঞ্চিত হইয়া এমন সহজ সরল ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে যে ইহা পাঠ করিতে করিতে ভ্রান্ত মোহান্ধ মানুষের অনীহা নির্বেদের অন্ধ-তমসা অপসৃত হইয়া শুভবুদ্ধি ও কল্যাণবোধের পঞ্চপ্রদীপ জ্বলিয়া উঠিবে। এবং সেই কল্যাণ-আলোকে দেখা যাইবে যে ক্ষেপা ও ঠাকুরে ভেদ নাই।

জানি এই গ্রন্থ প্রকাশনে অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি আছে। তাহার জন্য করুণাময় সমীপে কোটি প্রণামান্তে প্রার্থনা—

যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ।
পূর্ণং ভবতু তৎ সর্বং ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বর॥

রাধাষ্টমী
১৩৬৫

বিনীত
প্রকাশকদ্বয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

# প্রকাশকের নিবেদন

## প্রথম সংস্করণ

শ্রীভগবানের কৃপায় 'ক্ষেপার-ঝুলি'র প্রথম খণ্ড আত্মপ্রকাশ করিল। গভীর ধর্ম্মতত্ত্বপূর্ণ এই গ্রন্থখানি ধর্ম্মপিপাসুর তৃষ্ণা মিটাইবে। যাঁহারা গল্প ভালবাসেন তাঁহারা যেন ইহাকে গল্প বোধেও পড়িয়া দেখেন।

এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াছেন আমাদের পরম ধর্ম্মনিষ্ঠ এবং পরম হিতৈষী বহু ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণেতা শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। এই গ্রন্থ মুদ্রণের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন ডুমুরদহ নিবাসী গুরুগতপ্রাণ শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র মোদক। বিখ্যাত কাগজ ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর দত্ত (ভোলানাথ দত্ত এণ্ড সন্স-এর অন্যতম স্বত্বাধিকারী) এই দুর্ম্মূল্যের বাজারে কণ্ট্রোল মূল্যে কাগজ দিয়া পরম উদারতার পরিচয় দিয়াছেন। কলিকাতা হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট শ্রীশ্রীঠাকুরের নিষ্ঠাবান শিষ্য শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত মুখোপাধ্যায় বহুদিক দিয়া আমাদের সাহায্য করিয়া গুরুভক্তির পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহাদের প্রতি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। ইতি—

বিনীত প্রকাশক।

৭ই ভাদ্র, ১৩৫৮

## দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীভগবানের কৃপায় ও শ্রীশ্রীঠাকুরের করুণায় ক্ষেপার ঝুলি প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। গ্রন্থখানি অধ্যাত্মজ্ঞানপিপাসু সুধীমণ্ডলীতে সমাদৃত হইয়াছে জানিয়া আমরা উৎসাহিত বোধ করিতেছি।

রথযাত্রা, ১৩৬১ — বিনীত প্রকাশকদ্বয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. ২৮০
Ashram
BENARAS

# ভূমিকা
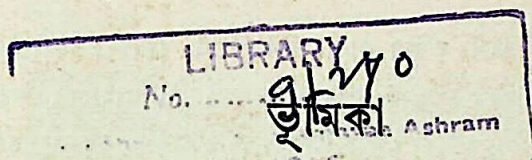
যে সকল মহাত্মা বর্ত্তমান যুগে বাঙ্গলার ধর্ম্মজগৎ আলোকিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ অন্যতম। তাঁহার ঐকান্তিক নিষ্ঠা অসাধারণ ত্যাগ, অলৌকিক তপস্যা এবং অবিরত প্রচার তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করিয়াছে। সর্ব্বসাধারণের জন্য তিনি নামের মহিমাই প্রচার করেন। এরূপ সুন্দরভাবে, যুক্তি সহকারে এবং শ্রদ্ধার সহিত প্রচার করেন যে সকলেই তাহাতে প্রভাবান্বিত হয়। তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞানও অসাধারণ। ভক্তিপথের সুগমতা এবং নামমাহাত্ম্য তিনি বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে বহু উৎকৃষ্ট শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থন করেন। আবার তত্ত্বজ্ঞান এবং অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধেও তাঁহার উক্তিসকল অত্যন্ত প্রাণস্পর্শী। তাঁহার জীবনীতে আমরা কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির আশ্চর্য্য সমন্বয় দেখিতে পাই।

'ক্ষেপার ঝুলি' তাঁহার কতকগুলি প্রবন্ধসমষ্টি। প্রবন্ধগুলি সরল ভাষায় গল্পের ছলে লিখিত। কিন্তু ইহাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক তত্ত্বসকল উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সংসারে ভগবান ব্যতীত কেহ নাই, কিছু নাই। ভগবানই আমাদের আত্মীয় স্বজন স্ত্রী পুত্র পরিবার রূপ ধারণ করেন, ভগবানই সুন্দর জগৎরূপে শোভা পান,—আমরা তাহা ভুলিয়া যাই, আত্মীয় স্বজনকে, স্ত্রী পুত্র পরিবারকে স্বতন্ত্র বস্তু মনে করিয়া তাহাদের প্রতি আসক্ত হই, ফলে হর্ষ-বিষাদ শোক ভয় প্রভৃতি নানাবিধ ভাবে অভিভূত হই এবং সংসার-সমুদ্রে নিমগ্ন হই। আমাদের উদ্ধার লাভের উপায় সর্ব্বদা নাম করা। আত্মা যে দেহের গুণ হইতে পারে না, ইহার যে দেহ ভিন্ন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আছে তাহা তিনি যুক্তির দ্বারা সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। ক্ষমা, সরলতা, দয়া, সন্তোষ, সত্য ও ভক্তিই যে আমাদের প্রকৃত মূল্যবান সম্পত্তি,—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি দস্যুরূপে সেই সম্পত্তি হরণ করিয়া লইয়া যায় ইহাও তিনি এরূপভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন যাহাতে এই সকল তত্ত্ব আমাদের হৃদয়ে সুগভীরভাবে অঙ্কিত হয়। তাঁহার সাধনাময় জীবন হইতে বহু অনুভূত সত্য তিনি এই গ্রন্থে পরিবেশন করিয়াছেন। আশা করি ভাগ্যবান বাঙ্গালী পাঠক এই গ্রন্থের যথোচিত সমাদর করিবেন।

৩, শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট
কলিকাতা—২০

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৭।৭০ PRESENTED

শ্রীগুরুদেব ৺দাশরথি দেব যোগেশ্বরের আশীর্ব্বাণী
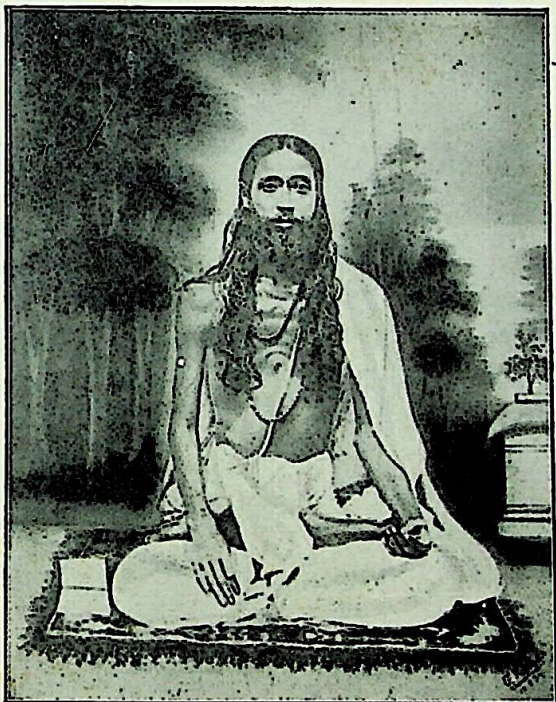
৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

.........শ্রীশ্রী৺মঙ্গলময় সমীপে প্রার্থনা করি, দীর্ঘজীবী হইয়া সত্যধর্ম্মপ্রচার দ্বারা লোকোপকারে নিরত থাক, এবং শ্রীশ্রী৺মঙ্গলময়ের বিশেষ কৃপাভাজন হও।

দিগম্বুই চতুষ্পাঠী
৯ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩২ সন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

# উৎসর্গ

LIBRARY
No.............
Shri Shri ॥ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ ॥ Ashram
BANARAS.

আমার প্রিয়তম প্রেমময়

শ্রীরাধা আলিঙ্গিত

আনন্দ ঘন শ্যাম সুন্দর

ব্রজনাথ

'ক্ষেপার ঝুলি' তুমিই দিয়াছ

তুমি গ্রহণ করিয়া

প্রীত হও।

শ্রীরামাশ্রম
ডুমুরদহ
জন্মাষ্টমী ১৩৫৮

তোমারই
শ্রীসীতারামদাস
ওঙ্কারনাথ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

# সূচিপত্র



—০—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কামিনী-কাঞ্চন

ক্ষেপা। ওঃ কি ভীষণ অন্ধকার! আমায় কোথায় নিয়ে এলে! আমার শ্বাস রোধ হ'য়ে আসছে, ওগো! আমায় কোন্ নরকে রেখে' তুমি কোথা চলে' গেলে! আমি তোমার! আমায় রক্ষা কর। কি বললে—ভয় নাই? তবে চোখ খুলি!

বাঃ—বাঃ এ তো বেশ সুন্দর দেশ! বৃক্ষ-লতাগুলি বড় সুন্দর! আহা কি সুন্দর পাখীর গান! মনে হচ্ছে যেন নদীর প্রতি তরঙ্গে স্বর-লহরী খেলা করছে! এ দেশেও দেখছি মাটি, জল, আগুন, বাতাস, আকাশ আছে। প্রতি প্রভাতে পূর্ব্বাকাশ আলোকিত ক'রে এ দেশেও দিনমণি উদিত হন—শশধরও এ দেশের লোককে অমৃতধারায় অভিষিঞ্চিত করেন। নদীর ধারে ধারে এই পথ—যাই, এই পথ ধরে যাই। ঐ একটা লোক কি বল্‌তে বল্‌তে আসছে। হাঁ বাপু! এ রাস্তা কোথায় শেষ হয়েছে?

আগন্তুক। অর্থ, অর্থই জগতের মধ্যে সাধনার ধন। অর্থ ভিন্ন কোন কার্য্য হয় না। ধর্ম্ম-কর্ম্ম যা'ই বল না কেন, অর্থ না হ'লে কিছুই হয় না। যা'র অর্থ নাই, সে কুকুর-শৃগাল অপেক্ষা হীন। তা'র পিতামাতা তা'কে যত্ন করে না, স্ত্রী-পুত্র তা'র কাছে আসে না, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, অর্থহীনকে দেখলে দূর হ'তে পলায়ন করে।

ক্ষেপা। হাঁ বাপু! এ রাস্তা কোথায় গেছে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



আগন্তুক। সুখ বল, শান্তি বল, অর্থ না হ'লে হ'তে পারে না। য'ার অর্থ নাই তা'র মরণই মঙ্গল। চাই অর্থ—চাই অর্থ! চুরি, ডাকাতি, প্রবঞ্চনা, শঠতা যেমন করেই হোক অর্থ সংগ্রহ করতে হবে। অর্থ—অর্থ—অর্থ।

ক্ষেপা। এ কি! লোকটা পাগল না কি! আমার কথার উত্তর না দিয়েই অর্থ অর্থ করতে করতে চ'লে গেল। এই যে আর একটি ভদ্রলোক আসছেন—হাঁ মহাশয়, এ রাস্তা ধরে কোথা যাওয়া যায়?

ভদ্রলোক। অর্থ যে দেয়, সে হাড়ী, মুচি, চণ্ডাল, বিধর্ম্মী যা'ই হোক না কেন সে প্রণম্য। অর্থ যা'র আছে সেই ত দেবতা! যে দিন-কাল পড়েছে অর্থ ভিন্ন এক পা চল্‌বার উপায় নাই। দাসত্ব করেই হোক আর যা' করেই হোক—যে অর্থ উপার্জ্জন করতে পারে, সেই সার্থক-জন্মা। ওরে যদি মানুষ ব'লে পরিচয় দিতে চাস্—অর্থ সগ্রহ কর্। অর্থ—অর্থ—অর্থ।

ক্ষেপা। এ ব্যক্তিও ত আমার কথা শুনতে পেলে না। অর্থ অর্থ করে' চলে' গেল। এই যে একজন ব্রাহ্মণ আসছেন—গায়ে নামাবলী দীর্ঘ ফোঁটা, শ্রীভগবানের নাম করছেন বলে' বোধ হচ্ছে। না—না—এ ভগবানের নাম ত নয়—ইনি যে অর্থ-অর্থ জপ করছেন। হাঁ মহাশয়—

ব্রাহ্মণ। ধনেন বলবান্ লোকে ধনাদ্ভবতি পণ্ডিতঃ। ধনের দ্বারাই মানুষ বলবান হয়, ধনের দ্বারাই মানুষ পণ্ডিত হয়। "অর্থেন তু বিহীনস্য পুরুষস্যাল্পমেধসঃ। ক্রিয়াঃ সর্ব্বা বিনশ্যন্তি গ্রীষ্মে কুসরিতো যথা।"—গ্রীষ্মে যেমন ক্ষুদ্র পুষ্করিণী শুকিয়ে যায়, সেইরূপ অর্থহীন ব্যক্তির সমস্ত কর্ম্ম নষ্ট হয়। যস্যার্থাস্তস্য মিত্রানি যস্যার্থাস্তস্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



PRESENTED

বান্ধবাঃ। যস্যার্থাঃ স পুমাংল্লোক যস্যার্থাঃ স হি পণ্ডিতঃ।— শাস্ত্রকারগণ যা' বলে' গেছেন অকাট্য সত্য। যা'র অর্থ আছে তা'রই মিত্র-বন্ধু-বান্ধব। 'সে হাসিলে মুক্তা পড়ে, কাঁদিলে মাণিক ঝরে'। অর্থহীনের জগতে কেহ নাই। যে ধনবান—ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ তা'র করতলগত। যেমন ভোজন করলেই ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়, সেইরূপ অর্থ থাকলেই শান্তি লাভ করা যায়। ইহকালেই যদি শান্তি না পেলুম, পরকাল নিয়ে কি করব! 'ন শ্ববৃত্ত্যা কদাচন'—ব্রাহ্মণের চাকরী করতে নাই' ও সব বাজে কথা। বেদ বিক্রয় করেই হ'ক, চাকরী করে' হ'ক, চুরি করে' হ'ক মিথ্যা কথা বলে' হ'ক, জাল করে' হ'ক, জুয়াচুরি করে' হ'ক—যে কোনও উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন কর। এই শাস্ত্র—এই ধর্ম্মের আমি একনিষ্ঠ সেবক। আমার আদর্শ—অর্থমর্থং ভাবয় নিত্যং।

ক্ষেপা। যাঃ, ইনিও আমার কথার উত্তর না দিয়ে চলে' গেলেন। সকলের মুখে সেই এক কথা—অর্থ আর অর্থ। এ কি ব্যাপার, সকলেই কি পাগল? এই যে একজন সাধু আসছেন—আহা! কি সৌম্য মূর্ত্তি! পরিধানে গৈরিক বস্ত্র, বাম হস্তে কমণ্ডলু, দক্ষিণ হস্তে মালা জপ করতে করতে এখানে আসছেন। ও হরি! এঁর মালা জপের মন্ত্র 'অর্থ'।

সাধু। অর্থ—অর্থ—অর্থ—আমি ত নিজের ভোগের জন্য বলছি না, আপনার ভোগের জন্য চাচ্ছি না, আমার কুটীরে সাধু-বৈষ্ণবগণ পদধূলি দেন—তাঁদের সেবার জন্যই অর্থের প্রয়োজন। এই দেখ আমার গৈরিক, এই দেখ আমার কমণ্ডলু, এই দেখ আমার জপের মালা,—আমি সমস্ত ভোগ ত্যাগ করেছি। আমার সবই পরের জন্য। আমি তীর্থ যাত্রা করব, দাও অর্থ দাও।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



ক্ষেপা। ও হরি! সাধুজী একবার আমার দিকে দৃষ্টিপাতও করলেন না। "দাও অর্থ—দাও অর্থ" বলে' চলে গেলেন! এ কোথায় আনলে ঠাকুর? ঐ যে দূরে হরি সংকীর্ত্তন হচ্ছে, খোল-করতালের শব্দ পাচ্ছি—যাক্ এই দিকেই হরিনামের দল আসছে। যাই হ'ক ঐ দলে মিশে একটু ভগবানের নাম করি। ও গুরুদেব! এ কি হরি সংকীর্ত্তন!

অর্থ অর্থ অর্থ অর্থ অর্থ অর্থ জপনা।
অর্থ অর্থ অর্থ অর্থ অর্থ অর্থ বলনা॥
(বল বলরে অর্থ অর্থ মহামন্ত্র বল বলরে)

ক্ষেপা। এ কি হ'ল, সকলের মুখে এক কথা! শত শত কণ্ঠে শুধু অর্থ অর্থ চীৎকার! ওই যে সহস্র ব্যক্তি অর্থ অর্থ বলতে বলতে ছুটছে পড়ি কি মরি জ্ঞান নাই—সবাই ছুটছে, আমি শুধু অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি। সকলে পাগল কি আমি পাগল বুঝতে পারছি না। কে আছ! একবার বলে দাও আমি পাগল কি না—ওগো আমার তুমি! বল—বল—বল!

"স্বপ্নোঽয়ং স্থিরো ভব"

স্বপ্ন! ও হরি, আমি এই সকালবেলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখলাম! যাক্ ও রাস্তায় আর যা'ব না, এই বিপরীত পথ ধরে যাই। এই যে একটি সুন্দর যুবক—হাঁ ভাই! লোকালয় কত দূর?

যুবক। মানুষ হওয়া গেছে স্ফুর্ত্তি করতে। যদি নেশা ভাঙ্ করা না হ'ল স্ত্রীলোক নিয়ে আমোদ আহ্লাদ করা না হ'ল, তা মানুষ না হ'য়ে পশু-পক্ষী হওয়াই উচিত ছিল। ভগবান যখন মানুষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



করছেন তখন স্ফূর্ত্তি কর, গান বাজনা কর, নারী সঙ্গ কর—চক্ষু কর্ণ সার্থক কর।

ক্ষেপা। ও দুর্গা! এ আবার নূতন উপসর্গ! এ আমার কথার উত্তর না দিয়েই চলে গেল'। এই যে একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি আসছেন—হাঁ মহাশয়, গ্রামের পথ কোন দিকে?

প্রৌঢ়। এ বিশ্বের রাণী নারী। নারীকে যে সন্তুষ্ট করতে পারে তা'র জীবন সার্থক সে-ই কৃতকৃত্য, সে-ই প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি। পিতা মাতা আজ বাদে কাল দেহ ত্যাগ করবে—তাদের সেবা করে লাভ কি! স্ত্রীর সেবা কর, তিনি তোমার চতুর্ব্বর্গ দান করবেন। ফুল-তুলসী-চন্দন লয়ে' ঠাকুর পূজা না ক'রে নারীর পূজা কর। অন্ধকার স্যাঁতস্যেঁতে ঘরে চামচিকের আড্ডায় যে ঠাকুর থাকে, তার বাসন ইনি কি মাজতে পারেন? সেই চামচিকের সর্দ্দার ঠাকুরের এই কোমলাঙ্গী কি পাচিকা—যে রোজ ভাত রেঁধে দেবে? কুঁড়োশুদ্ধ চালের ব্যবস্থা কর। যেন অতিথি ব্রাহ্মণের সেবা ইহার দ্বারা করিয়ে ইঁহাকে কষ্ট দিও না। তুমি সযতনে সঙ্গোপনে নারীর সেবা কর। নারী তুষ্ট হ'লে জগৎ তুষ্ট হ'বে। নারী—নারী—নারী!!

ক্ষেপা। এ ভদ্রলোকও ত নারী নারী করে চলে' গেলেন। আমি এখন কোন দিকে যাই! এই যে একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আসছেন। নামাবলী আর তিলকে বিশ্বাস নাই বাবা। যাই হ'ক জিজ্ঞাসা করি। হাঁ মহাশয়, কতদূর গেলে গ্রাম পাওয়া যাবে?

ব্রাহ্মণ। সম্পর্কের বাচ বিচার করতে গেলে চলে না। ভোগের জিনিস ভোগ করে যাও। কোন্ দিন মরবে তা'র স্থির নাই—যতক্ষণ বেঁচে আছ ভোগ কর। ভোগ কর, ভোগ কর, ভোগ কর! যদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



ধ্যান করতে হয়, নারী-মূর্ত্তি ধ্যান কর। যদি জপ করতে হয় 'নারী' এই মন্ত্র জপ কর। যদি পূজা করতে হয়, নারীর চরণ পূজা কর। যদি দাসত্ব করতে হয়, নারীর দাসত্ব কর।

ক্ষেপা। নারী—নারী বলতে বলতে ব্রাহ্মণ ঠাকুর চলে' গেল। এ কি হল? এ আমি কোথায় এলাম! সহস্র সহস্র বালক, বৃদ্ধ, যুবক, 'নারী নারী' ক'রে ছুটছে। এই কি সেই ব্রহ্মচারীর লীলানিকেতন পবিত্র আর্য্যভূমি, না—মহাশ্মশান? এরা মানুষ না প্রেত! কি ভীষণ স্রোত! রক্ষা কর, রক্ষা কর, আমি তোমার শরণাগত। জগৎকে রক্ষা কর। আমার মনে হচ্ছে আমি পাগল হ'য়ে গেছি। সত্যই কি তাই? এ কি দেখছি বলে দাও!

কিমত্র হেয়ং কনকঞ্চ কান্তা।
দ্বারং কিমেকং নরকস্য নারী॥
উত্তিষ্ঠত জাগ্রত। স্বপ্নোহয়ং স্থিরোভব॥

ক্ষেপা। রাম রাম আবার স্বপ্ন দেখলাম। যাক আর কোথাও যাব না। যা' থাকে অদৃষ্টে, এইখানে বসি। ঐ একটী রমণী আসছেন আর কথা কব' না। ইনি কি বলতে বলতে আসছেন!

রমণী। পুরুষ পশু, আমার ইঙ্গিতে উঠবে, বসবে, হাসবে কাঁদবে, নাচবে। আমাদের যা' ইচ্ছা তা'ই করব। জগৎ ধ্বংস করবার জন্যই আমাদের সৃষ্টি। দেবসেবা, অতিথিসেবা সংসারে হ'তে দিব না। একমাত্র আমাদের সেবা করেই পুরুষ কৃতার্থ হবে। গৃহ হ'তে আত্মীয়-স্বজনকে দূর করে দিয়ে, গৃহের কর্ত্রী হ'য়ে, স্বামীরূপী বানরকে দাস করে রাখব। সে সমস্ত ত্যাগ করে আমার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকবে। আমার হাসিমুখ দেখলে সে ধন্য হ'বে। তা'র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



সমস্ত শক্তি, সমস্ত চেষ্টা দ্বারা আমার পূজা করবে। তা'দের ইহকাল পরকাল নষ্ট করবার জন্যই আমাদের জন্ম। যতদিন পুরুষ নারীর দাসত্ব না করবে ততদিন পুরুষ পশুতুল্য।

ক্ষেপা। ওঃ এসব কি! কি বিশ্বব্যাপী ভীষণ চীৎকার! ভোগ কর, ভোগ কর—ভোগ কর—দুদিনের জন্য সংসারে এসেছ ভোগ করে নাও। যেন পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষ-লতাদিও ভোগ কর বলছে। বায়ু যেন ভোগ কর ভোগ কর ব'লে ছুটে যাচ্ছে, নদীর তরঙ্গ যেন ভোগ কর ভোগ কর ব'লে কূলে আছাড় খেয়ে পড়ছে। তাই কি! এত বড় মানবজীবনের কি এই উদ্দেশ্য? আমার যে বড় ঘুম আসছে! আমি যেন খুব ছোট হয়ে গেছি। আমায় কোলে ল'য়ে স্তন্য পান করাতে চাও কে তুমি?

—আমি তোর মা। খা বাবা মাই খা।

ক্ষেপা। কি করে তুমি আমার মা হলে? আমি তো এইমাত্র এদেশে এসেছি! সব যেন ভাঙ্গা ভাঙ্গা—সবই যেন গোলমাল! আমার যেন কে একজন ছিল—সে বড় ভালবাসত। সমুদ্রে জলবিন্দুর মত তারই বুকে আমি যেন খেলা করতুম। বড় ঘুম আসছে। তুমি আমার কে?

—আমি তোমার পিতা।

ক্ষেপা। পিতা—মাতা—কি যেন একটা কথা মনে করতে পারছি না, মনে করতে গিয়ে ভুলে যাচ্ছি। আমার একজন কে ছিল, সর্ব্বদা সে আমায় বুকে ক'রে রাখত। আচ্ছা বল বল—তোমরাই বল, কি করব বল!

—লেখাপড়া শিখতে হয়। পিতামাতার সেবা করতে হয়। অর্থোপার্জ্জন করতে হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



ক্ষেপা। তাই কি? আমার সে কোথা গেল? ও; বড় ঘুম আসছে। তুমি আবার কে?

—আমি তোমার স্ত্রী।

ক্ষেপা। সেই পুরাণ কথা—মনে করতে পারছি না, আমার একজন কে ছিল। সে কোথায় গেল! এ'রা সব কা'রা এল! বল, আমায় কি করতে হবে?

—আমি স্ত্রী; আমার ভরণপোষণ করতে হয়, আমায় আদর যত্ন করতে হয়, অর্থোপার্জ্জন ও সুখভোগ করতে হয়।

ক্ষেপা। পিতা, মাতা, স্ত্রী অর্থের কথা বলছে। আমার যেন এক স্বপ্নরাজ্যের কথা মনে পড়ছে। সে যেন কি সুন্দর দেশ। সে ছিল আর আমি ছিলাম। আমিও যেন ছিলাম না। বড় ঘুম আসছে! কে তোমরা?

—আমরা তোমার পুত্র-কন্যা, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন। আমরা তোমার প্রতিপাল্য, এরূপ উদাসীন ভাবে থেক না—অর্থোপার্জ্জন কর।

ক্ষেপা। রাস্তার মাঝখানে আমার এত লোক জুটে গেল কোথা থেকে। সবাই অর্থের কথা বলছে—অর্থের অত্যন্ত প্রয়োজন—আচ্ছা তা'ই করব। আচ্ছা সে কোথা লুকাল? সেই যে আমার কে হ'ত, আমায় কত ভালবাসত!

ওরে বাপরে ওকি? স্ত্রী একটা সাপ হ'য়ে গেল, ছুটে এসে বুকে ছোবল মারছে—গেলুম—গেলুম—ও মাতাপিতা, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, কোথায় তোমরা? আমায় রক্ষা কর—গেলুম। দেখতে দেখতে সবাই সাপ হ'য়ে গেল—ছেলেটা সাপ হ'ল, মেয়েটা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



সাপ হ'ল, চতুর্দ্দিক হ'তে অবিরত আমায় ছোবল মারছে—গেলুম গেলুম জলে পুড়ে, বিষের জালায় জলে মলুম। কে আছ? আমায় রক্ষা কর। আমি তোমার শরণাপন্ন—আমি তোমার, রক্ষা কর—রক্ষা কর। ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ হরে সংসারসাগরাৎ।

হরি ওঁ—হরি ওঁ—হরি ওঁ।

—কি রে ক্ষেপা, আমার রূপ দেখে ভয় খেয়েছিস? ভয় নাই।

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ো ভাবো।
দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্‌ মমেদম্‌॥

ক্ষেপা। এই যে এসেছ! এ কি সব তোমার রূপ? কে তুমি গুরুরূপে আমায় উদ্ধার করতে এসেছ! তবে বলি—হরি ওঁ, হরি ওঁ, হরি ওঁ

—কি রে ক্ষেপা নাচছিস না কি?

ক্ষেপা। আবার নাচব না! তুমি যখন শব্দব্রহ্মরূপে দেখা দিয়েছ—আবার নাচব না! শুধু আমি নাচিনি। আমার হাত নাচছে—আমার পা নাচছে—জিহ্বা নাচছে—শিরায় শিরায় রক্ত কণিকা সব নাচছে। আমার গাত্র-রোম সকল নাচছে। আমি নাচের সাগরে ডুবে গেছি। হরি ওঁ হরি ওঁ হরি ওঁ। বেশ ত তুমি?

—কি রে! হরি ওঁ হরি ওঁ হরি ওঁ।

ক্ষেপা। ও হরি! তুমিই ত সব সেজেছ! তুমি পিতামাতা, স্ত্রী পুত্র সব সেজেছিলে! দেখ আমি তোমায় একটুও চিনতে পারিনি। কি যন্ত্রণা! তুমি যদি এ যন্ত্রণা অনুভব করতে তা'হলে এমন খেলা খেলতে না। তুমি ত দেখছি বহুরূপী। একলা তুমি এত সাজতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



পার? নরনারী, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, বৃক্ষলতা—সব সেজে খেলা কর! বাঃ, বেশ ত—এ কথা ব'লে দাওনি কেন?

—দেখ্, সবই আমি। এ দেশে এসে যে ঘুমিয়ে পড়ে সে-ই স্বপ্ন দেখে যন্ত্রণা পায়। তুই জেগে থাক—সকলি আমি এ জ্ঞান স্থির থাকবে।

ক্ষেপা। বড় ঘুম আসে যে!

—জপ কর্। সর্ব্বদা হরি ওঁ হরি ওঁ জপ কর্, অনিবার উচ্চৈঃস্বরে বল হরি ওঁ হরি ওঁ হরি ওঁ। তোর আর কিছুতেই ঘুম আসবে না। যা'রা ঘুমিয়ে আছে তোর চীৎকারে তাদেরও ঘুম ভেঙ্গে যাবে। তোর সুরে সুর মিশিয়ে তা'রাও গাইবে—হরি ওঁ হরি ওঁ হরি ওঁ। যতই বিভীষিকা আসুক না কেন, নাম ছাড়বি না।

ক্ষেপা। কিসের বিভীষিকা! তুমি আছ আর আমি আছি। হরি ওঁ হরি ওঁ হরি ওঁ। জয় গুরু।

—o—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

# ভীষণ ডাকাতি

বেণীদার বড় বিপদ। বাড়ীতে ডাকাতি হ'বে ব'লে ডাকাতেরা পত্র দিয়াছে। আহা শুনছি বেণীদা বড় চিন্তিত। শুনে একটু দুঃখ হল। আমি দরিদ্র বলে যে মনঃক্ষোভ ছিল তা' আর রইল না। আমার আর ডাকাতের ভয় নাই। কি নিতে আসবে! কিছুই নাই! থাকবার মধ্যে অভাব আছে। তা ডাকাতদেরও অভাবের অভাব নাই। তা না হলে ডাকাতিই বা করবে কেন? ভগবান দরিদ্র করে কি সুবিধাই করেছেন। চোর ডাকাতের আর ভাবনা নাই। এ'রূপ ভাবতে ভাবতে আমি যেন কোথায় চ'লে গেলুম।

সহসা ঘরের ভিতর পানে চেয়ে দেখে ডাকাতি আরম্ভ হয়েছে। ছয়টা ডাকাতে ছয় কলস মোহর নিয়ে পালাচ্ছে। যা—সব গেল—সব গেল। আমার মোটে পুঁজি ছয় কলসী মোহর—তা' সব ডাকাতে নিয়ে গেল! ওগো! কে আছ গো!—আমার যথাসর্ব্বস্ব—যা' কিছু ছিল সব নিয়ে গেল। আমি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে লাগলাম।

এমন সময় দেখি না একজন সাদা মতন লোক, পরনে সাদা কাপড়, গলায় সাদা ফুলের মালা, গায়ে শ্বেত চন্দন মাখা,—হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন—কে রে তুই কাঁদছিস কেন?

আমি যে ঠিক করতে পারছি না, আমি ভুলে গেছি। 'আমি-ভুলো' আমি। আপনি কে মশাই?

তিনি বললেন—আমার নাম গুরু। তোর কাঁদবার কারণ কি?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



—দেখুন গুরুঠাকুর! আমার ছয় কলসী মোহর ছয়টা ডাকাতে মাথায় করে পালাচ্ছে। আমি কি করি? ওগো আমি কি করি গো?

গুরুঠাকুর বললেন—আচ্ছা, আমি এর উপায় করে দিচ্চি। তোর কলসী ছ'টা চিনে নিতে পারবি?

—হঁা পারব বৈ কি! আমার কলসীর গায়ে নাম লেখা আছে।

তিনি বললেন—কি কি নাম?

আমি বললাম—ক্ষমা, আর্জ্জব, দয়া, তোষ, সত্য, ভক্তি—ওই যে ডাকাতগুলার পিঠেও নাম লেখা রয়েছে—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য।

গুরুঠাকুর বললেন—দেখ্ দেখি কোন কলসীটা কে মাথায় করে পালাচ্ছে?

আমি—ওই যে আর্জ্জব মাথায় ক'রে কাম পালাচ্ছে, ক্ষমা মাথায় ক'রে ক্রোধ পালাচ্ছে, দয়া মাথায় ক'রে লোভ পালাচ্ছে, তোষ মাথায় ক'রে মোহ পালাচ্ছে, সত্য মাথায় ক'রে মদ পালাচ্ছে, ভক্তি মাথায় ক'রে মাৎসর্য্য পালাচ্ছে। যা—যা, সব গেল, ও গুরুঠাকুর একটা উপায় করুন বাবা—দোহাই বাবা।

তিনি বললেন—আচ্ছা এই নে, নামের বন্দুক নিয়ে ছয়টা ডাকাতকে তাড়া কর। দিবারাত্র নামের বন্দুকের আওয়াজ করতে করতে ওদের পেছু পেছু ছোট্ আর মার ওই ডাকাতগুলাকে। তোর চীৎকারে, ওরা যে পথ ধরেছে, আর বেশী দূর যেতে পারবে না! কিছুদূর গেলেই বৈরাগ্যের এক অতলস্পর্শ গর্ত্ত এবং তার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



উপরেই দুরারোহ জ্ঞানের পাহাড় দেখে, তা'রা আর অগ্রসর হ'তে পারবে না। যা' তুই দেরী করিস না।

আমি না সেই নামের বন্দুক নিয়ে তা'দের লক্ষ্য ক'রে আওয়াজ করতে করতে সেই ছ' বেটা ডাকাতকে তাড়া করলাম। তা'রাও ছোটে আমিও ছুটি। কখন বন্দুক ধরা অভ্যাস নাই। অনেক আওয়াজ ব্যর্থ হ'তে লাগল। তাদের গায়েও লাগতে লাগল। কি দুর্দ্দান্ত ডাকাত, গুলি খেয়েও ছুটছে। আমিও মুহুর্মুহুঃ প্রতি শ্বাসে-শ্বাসে গুলি করতে লাগলাম। খানিক দূর যাওয়ার পর, তা'রা সেই বৈরাগ্যের অতল-স্পর্শ গর্ত্ত ও জ্ঞানের দুরারোহ পাহাড় দেখে দাঁড়াল। সম্মুখে যাবার আর উপায় নাই, এবং পিছুতে নামের আগ্নেয় অস্ত্র হাতে আমাকে দেখে উভয় সঙ্কটে পড়ে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি পরামর্শ করল। সহসা ঘড়া ছয়টা নামিয়ে নিজেদের কাছ থেকে এক এক খানা ঢাল বের ক'রে, ছ'খানা ঢাল এক ক'রে কি মন্ত্র ব'লে জুড়ে ফেলল, সেই ঢাল চাপা-দিয়ে ছয় জনে বসে পড়ল। আমি ঢালের উপরই গুলি করতে লাগলাম। দেখলাম ঢালের গায়ে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে— "সংসারাসক্তি"। ঢাল চাপা ডাকাত কয়টার উদ্দেশে ঢালের উপরই অনবরত গুলি চালালাম। ক্রমশঃ ক্লান্তি এল। আবার ডাকলাম—ও গুরুঠাকুর, ও গুরুঠাকুর! সেই ছটা বেটা ডাকাত 'সংসারাসক্তি' ঢাল চাপা দিয়ে প'ড়ে র'য়েছে। কি করি —কি করি—আমি কাছে যাই কি দূর হ'তে গুলি করি?

গুরুঠাকুর একখানি তরবারি দিয়ে বললেন যাও এই ধ্যানের তরবারির দ্বারা দস্যু ছয়টাকে দমন কর।

আমি বাম হাতে নামের বন্দুক, ডান হাতে ধ্যানের তরবারি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



ল'য়ে বাঘের মত আক্রমণ করলাম। ঢাল কেড়ে নিলাম। দেখলাম ঢাল ভেদ ক'রে নামের গুলি তা'দের শরীর ক্ষত বিক্ষত করেছে। তা'রা শীর্ণ হয়ে পড়েছে। আমি বললাম পাজি বেটারা, ছুঁচো বেটারা, আমার ছ' ঘড়া মোহর চুরি ক'রে পালাবে? তোদের খুন করব। সবাই পায়ে লুটিয়ে পড়ল—"আমরা তোমার শরণাপন্ন আমাদের মেরো না, যা' বলবে তাই করব।" আমি বললাম—করবি? আচ্ছা তোর নাম কি?—"আমার নাম কাম।" আচ্ছা তুই সর্ব্বদা বল্ "আমার মোক্ষ হ'ক, আমার মোক্ষ হ'ক।" অপরকে বললাম তোর নাম কি? —"আমার নাম ক্রোধ"। তুই ধর্ম্ম অর্থ, কাম—এই ত্রিবর্গের উপর আপন পরাক্রম দেখা। তোর নাম কি? —"আমার নাম লোভ।" আজ হ'তে তোর প্রতাপ শ্রীভগবানের সেবায় দেখা। তোর নাম কি? —"আমার নাম মোহ"। আচ্ছা তোর পরাক্রম শ্রীভগবানের রূপের উপর দেখা। তোর নাম কি? —"আমার নাম মদ"। আচ্ছা তোর পরাক্রম 'আমি সকলের ক্ষুদ্র' এই বাক্যের উপর দেখা। তোর নাম কি? —"আমার নাম মাৎসর্য্য"। আচ্ছা, 'আমি কিছু নই, আমি শ্রীভগবানের দাস,' এই বাক্যের উপর নিজের কৃতিত্ব দেখা। তা'রা বাম হাতে বন্দুক ডান হাতে তরবারি দেখে তাহাই স্বীকার করল! আমি ঘড়া ছ'টা তাদের কাঁধে চাপিয়ে আসছি, পথের মাঝে গুরুঠাকুরের সঙ্গে দেখা হ'ল। বললাম—ঠাকুর! এই আপনার নামের বন্দুক ও ধ্যানের তরবারি নিন। দস্যু জয় করেছি, অপহৃত ধন উদ্ধার হ'য়েছে। তিনি বললেন—না বাবা এখনও হয় নাই। ওদের জয় করা খুব কঠিন—জয় হ'য়েছে মনে ক'রো না। অনবরত ওরা অবসর খুঁজছে—সুবিধা পেলেই তোমার গলা টিপে সর্ব্বনাশ করবে। ওই নামের বন্দুক জিহ্বার কাছে জমা রাখ, আর ধ্যানের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



তরবারিখানা মনের কাছে রাখ, কোন ভয় থাকবে না। যেদিন অস্ত্র ফেরৎ দেবার সময় হবে সেদিন আমায় খুঁজে পাবে না। তোমারও কথা ক'বার শক্তি থাকবে না। যাও বাবা—দিন রাত আওয়াজ করতে ভুলো না। দু'টো দশটা ফাঁকা আওয়াজ হ'লেও ক্ষতি নাই, কিন্তু আওয়াজ করা চাই। তবে এরা বশে থাকবে।

হঠাৎ চমক ভেঙ্গে দেখি—কোথায় ডাকাত আর কোথায় বা মোহর। হরি হরি! এ কি জেগে স্বপ্ন দেখলাম? যা'ই হ'ক, যখন গুরুঠাকুর বলেছেন তখন যতক্ষণ বেঁচে আছি আওয়াজ করি—

জয় জয় রাম সীতারাম
গৌরী শঙ্কর রাধে শ্যাম।
রাধে শ্যাম সীতারাম
গৌরী শঙ্কর জয় জয় রাম॥

—০—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

# স্বরাজ

ক্ষেপা তখন তুলসী কাষ্ঠের মালা ঘুরাইতে ঘুরাইতে রাম রাম জপ করিতেছিল। দেশভক্ত এক ভদ্রলোক তাহার নিকটস্থ হইয়া বলিল—হঁা মহাশয়! সকলেই স্বরাজের জন্য চেষ্টা ক'রছেন আর আপনি শুধু নীরবে বসে আছেন?

ক্ষেপা। না বাবা, আমি স্বরাজের জন্য খুব চেষ্টা করছি, তবে ফলাফল শ্রীভগবানের হাতে।

দেশভক্ত। কৈ আপনি মহাত্মার কোন আদেশই ত পালন করেন না, কি করে স্বরাজের চেষ্টা করছেন?

ক্ষেপা। মহাত্মা কি আদেশ করেছেন বাবা?

দেশভক্ত। তিনি বলেছেন "এ দাসত্বের যদি প্রতিবিধান চাও তা'হলে অসহযোগী হও। হিংসা বর্জ্জন কর, অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন কর, চরকা কাট, তাঁত বোনো—ইহার দ্বারাই স্বরাজ লাভ করতে পারবে।"

ক্ষেপা। মহাত্মার এ বাণী প্রচারের পূর্ব্ব হ'তেই আমি স্বরাজ লাভের জন্য ঐ উপায়ই অবলম্বন করেছি। ছদ্মবেশী, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সম্রাট শ্রীগুরু স্বরাজ লাভের জন্য ঠিক ঐ আদেশগুলিই ক'রেছেন। আমি তখন হতেই সে আদেশ পালন ক'রে স্বরাজ লাভের চেষ্টা করছি।

দেশভক্ত। আপনার কথা ঠিক বুঝলাম না।

ক্ষেপা। আচ্ছা বুঝিয়ে বলছি। কতদিন হতে যে আমি দাস হয়েছি তা' মনে পড়ে না, দাসখৎ লিখে দিয়ে শুধু দাসত্ব করছি! তাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



কি একজনকার? শত শত লোকের, শত শত ভাবের, শত শত দ্রব্যের দাসত্ব করছি। স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলের দাসত্ব করছি। "আমি রাজা" একথা ভুলে গিয়ে, ক্রীতদাসের মত কুকুরের মত, তা'দের পিছু পিছু ঘুরে বেড়াচ্ছি, তাদের হাসিমুখ দেখলে কৃতার্থ হয়ে যাই. একটা মিষ্ট কথা শুনলে আপনাকে ধন্য বলে মনে করি। সারাদিন পরিশ্রম ক'রে যা' পেলুম—তা'দের চরণে অকুণ্ঠিতচিত্তে উৎসর্গ করলাম। তার বিনিময়ে আমি পেলাম দড়ির উপর দড়ি, বাঁধনের উপর বাঁধন। এই ত গেল মানুষের দাসত্ব। তারপর ঘর-বাড়ী, বাগান-পুকুর, জামা-জুতা ছাতি, ঘটি-বাটি-থালা, গরু-বাছুর, ধান-চাল-খড় সকলের দাস আমি। দিন নাই রাত নাই লাঠি কাঁধে সকলের পাহারায় নিযুক্ত থাকি। সকলের যেন বিনা মাহিনার দেহরক্ষক! কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! একদিন দেব মন্দিরের বাইরে জুতা রেখে আরতি দেখ্‌তে গেলাম! ও হরি! সেখানে জুতা গিয়ে চোখ রাঙিয়ে বললে —আমি বাইরে পড়ে আছি, তুই আরতি দেখছিস, আয় শীগগির চলে আয়। চোখ উদাসভাবে দেব প্রতিমা দেখলেও মন জুতার ধ্যান করতে লাগল। কি করব—জুতার দাস আমি! তাড়াতাড়ি জুতার কাছে ছুটে এলাম। সে দিন হ'তে দাসত্বে কেমন ঘৃণা এল।

ইচ্ছায় অনিচ্ছায়—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পাঁচটি বিষয়ের দাসত্ব করছি। শোত্র, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ, বাক, পাণি, পাদ পায়ু, উপস্থ, মন—এই একাদশ ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব মুহূর্ত্ত কাল না ক'রে থাকতে পারি না। তারপর কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য- —এদের ত কথাই নাই। এরা পায়ের তলায় ফেলে অবিরত পদাঘাত করছে। উঃ, কি কষ্ট! এইরূপ দাসত্ব করতে করতে



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



মনে অত্যন্ত ঘৃণা এল। ভাবলাম এর কি কোন উপায় হয় না? সম্মুখে দেখি শ্রীগুরু। তাঁর চরণ জড়িয়ে ধরলাম! বললাম—ঠাকুর! আমার দাসত্ব ঘুচিয়ে দাও আমার একটা উপায় কর। তখন তিনি উপদেশ করলেন—'অসহযোগী হও। নিঃসঙ্গ নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ—তবে তোমার দাসত্ব ঘুচবে।' সেই কথা শুনে আমি চুপি চুপি—স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, বাড়ী ঘর, টাকাকড়ি, রূপ, রস, গন্ধ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ক্রোধ প্রভৃতির সঙ্গে অসহযোগিতা করতে লাগলাম। তা'তে অনেক ফল পেলাম। দেখ বাবা আমি মহাত্মার আদেশ পালন করছি কি না। এই মিত্রবেশী শত্রুদের জয় করতে হ'লে সহযোগিতা বর্জ্জন ছাড়া উপায় নাই। তাই বাবা এই মালা নিয়ে রাম রাম ক'রে সহযোগিতা বর্জ্জন করছি।

তারপর শ্রীগুরু দ্বিতীয় আদেশ করলেন—"অহিংস হও। তুমি সহযোগিতা বর্জ্জন কর কিন্তু কারও হিংসা কোরো না; দূরে থাক, কাহাকেও মারবার চেষ্টা কোরো না, বরং রাম রাম করতে করতে মার খাও। এই অসহযোগিতাতে তোমার পূর্ব্ব প্রভুর দল, এমন ক্রীতদাসটী যায় দেখে তোমায় ভীষণ আক্রমণ করবে, খুব প্রহার করবে। তুমি কোন রকম প্রতিকার না করে, পড়ে পড়ে মার খাবে আর রাম রাম করবে। তা'রা নিজেরাই ক্লান্ত ও প্রহার করতে অক্ষম হয়ে পলায়ন করবে। হিংসা ত্যাগ কর কেহ তোমার শত্রুতা করতে পারবে না—"অহিংসা প্রতিষ্ঠায়াং তৎ সন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ"। প্রাণ যায় তা'ও স্বীকার তথাপি অসহযোগিতা অহিংসতা ত্যাগ করবে না।" বাবা, আমার কথা বুঝতে পারছ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED


দেশভক্ত। সব হেঁয়ালি ব'লে বোধ হচ্ছে।

ক্ষেপা। প্রথম সবই হেঁয়ালি ব'লে বোধ হয় পরে সব সরস হয়। তারপর শ্রীগুরু আদেশ করলেন—অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন কর অর্থাৎ ভেদ জ্ঞান নষ্ট ক'রে দাও। সবই আমি স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য কি বিচার করবে? তুমি সমদর্শী হও। "বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি। শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।" যতদিন পর্য্যন্ত তুমি ব্রাহ্মণ, গো, হস্তি, কুক্কুর, চণ্ডাল—সকলকে এক না দেখবে ততদিন তোমার রাগ দ্বেষ যাবে না। তুমি সকলের মধ্যে এক আমায় দেখে শান্ত হও। হাঁ তারপর বাবা, মহাত্মা কি বলেছেন?

দেশভক্ত। বিদেশী বস্ত্র ত্যাগ করতে ও খদ্দর পরতে বলেছেন।

ক্ষেপা। হাঁ, আমার শ্রীগুরু ঐ কথাই বলেছেন—"তুমি তিনখানা বিদেশী বস্ত্র পরিধান করছ। স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীররূপ তিনখানি বিদেশী বস্ত্র ত্যাগ করতে না পারলে স্বরাজ লাভ করতে পারবে না।" তাই এই কাপড় তিনখানা পোড়াবার চেষ্টা করছি। ধ্যানের খদ্দর ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছি। তারপর কি করতে বলেছেন?

দেশভক্ত। নিত্য চরকা চালাতে বলেচেন।

ক্ষেপা। আমার শ্রীগুরুও তাই বলেছেন—'মনোময় চরকা অবিরাম চালাও, সূতা কাট'। তাই আমি মনোময় চক্রে, সংস্কার তুলা দিয়ে, নামের সূতা অনিবার কাটতে লাগলাম। প্রথম প্রথম মোটা হয়, থাই হারিয়ে যায়, ছিঁড়ে যায়—এইরূপ হ'তে লাগল। বেশীদিন সে রকম রইল না। প্রথমে হৃদয়ে তারপর ভ্রূমধ্যে, শেষে সহস্রারে গিয়ে চাকা চালাতে আরম্ভ করলাম। একদিন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



দেখি না গুহ্যদেশ হতে মস্তক পর্য্যন্ত লম্বা খুব বড় একগাছা সূতো হ'য়ে গেছে। কি উজ্জ্বল দেখতে! অন্ধকার ঘরে যেন আলো জ্বলে উঠল। এত সরু, ধ্যান না করলে সে সরু ঠিক বোঝা যায় না। ওই যা—খাই হারিয়ে গেল। হাঁ হাঁ, তারপর ভক্তি নলীতে সেই সূতা জড়াতে লাগলাম। সে সময় মনে হ'তদূরে যেন বড় ঘণ্টা বাজছে। ঘণ্টার শব্দ শুনতাম আর সূতা জড়াতুম। ওই যা—খাই হারিয়ে গেল। হাঁ তারপর, মহাত্মা আর কি বলেছেন?

দেশভক্ত। তাঁত বুনতে বলেছেন।

ক্ষেপা! আমিও শ্রীগুরুর আদেশে গুহ্যদেশ হতে মস্তক পর্য্যন্ত সেই সূতা দিয়ে প্রেমের তাঁতে ধ্যান খদ্দর বুনতে আরম্ভ করলাম। ওই যা—খাই হারিয়ে গেল। হাঁ, সেই ধ্যানের মোটা খদ্দর যখন পরলাম তখন এমন ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকতে লাগল শরীরটা যেন অবশ হ'য়ে —ওই যা খাই হারিয়ে গেল। ধ্যান হল খদ্দর, দিগম্বর হ'ল ব্রহ্ম —সম্ভব,—এই উত্তম নয়? আপন ভাবে আপনি হাসে, আপনি গায়, আপনি কাঁদে, আপনি আবার যায় গো ডুবে। কেমন বাবা দেখ দেখি আমি স্বরাজের জন্য চেষ্টা করছি কি না? হাঁ বাবা, তোমরা স্বরাজ পাচ্ছ না কেন?

দেশভক্ত। 'অনুপযুক্ততা'ই কারণ—ইহা বিদেশীরা দেখায়।

ক্ষেপা। ওই গো বাবা, 'অনুপযুক্ততা' বিন্দুটা পার হ'তে পারলেই স্বরাজ। ঐ বিন্দুতেই গোলমাল, ঐ বিন্দুটা ভেদ করতে পারছি না।

দেশভক্ত। আপনার কথা আধ্যাত্মিক—এখন বুঝতে পারলাম।

—০—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

# আত্মার কথা

ক্ষেপা নির্জ্জন গঙ্গাতীরে সায়ংসন্ধ্যা সারিয়া আপন মনে অনেকক্ষণ গাহিল—রাম কৃষ্ণ রাম কৃষ্ণ রাম কৃষ্ণ হরে হরে। গাহিতে গাহিতে কাঁদিল, হাসিল শেষে নীরব হইয়া বসিয়া রহিল। সহসা পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল একটি ব্রাহ্মণ যুবক বসিয়া আছে। ক্ষেপাকে পশ্চাৎ ফিরিতে দেখিয়া যুবক প্রণাম করিয়া বলিল— "ক'দিন আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।" ক্ষেপা বলিল—আমাকে! কেন? ব্রাহ্মণ বলিল—আপনার সেদিনকার কথা শুনে গুটি কতক কথা জিজ্ঞাসা করব বলে খুঁজছি। ক্ষেপা—কি কথা বাবা?

ব্রাহ্মণ। দেখুন আমি শাস্ত্র পড়িনি বা সাধু সঙ্গ করিনি। আমি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত; অন্ধ-বিশ্বাস করি না। আমায় বুঝিয়ে দিন আত্মা স্বীকার ক'রে লাভ কি?

ক্ষেপা। বাবা, তুমি এক ছটাক ঘটিতে দশ সের দুধ চাচ্ছ। এ আত্ম-তত্ত্ব খুব শক্ত জিনিষ এবং আমি তা' নিজেই বুঝতে পারিনি— তোমাকে কি ক'রে বোঝাব বল? তা'র উপর তুমি শাস্ত্রের কথা শুনবে না, সাধুর কথা মানবে না।

ব্রাহ্মণ। আমি কিছু জানি না, দেহ ছাড়া আত্মা আছে এটা সোজা কথায় বুঝিয়ে দিন।

ক্ষেপা! তুমি জড় ও চৈতন্য এ দু'টা স্বীকার কর ত?

ব্রাহ্মণ। চৈতন্য আবার কি, জড়ই ত সব।

ক্ষেপা। যদি সব জড় হয় তবে তুমি দেখছ, চলছ, শুনছ—কা'র শক্তিতে? জীবিত আছ কি ক'রে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



ব্রাহ্মণ। জড়ের সংমিশ্রণে স্পন্দনশক্তি স্বতঃই প্রকাশিত হ'য়েছে, আত্মা স্বীকার করব কেন? যেমন চুণ আর হলুদ একসঙ্গে করলে লাল রং হয়, তেমনি রক্ত, মাংস, মেদ, মজ্জা, অস্থির সংমিশ্রণেই জীবন —এখানে আত্মা কোথায় পেলেন আপনি?

ক্ষেপা। তা'ই যদি হয়, চুণ হলুদের রং যেমন স্থায়ীভাবে থাকে, তেমনি জীব চিরদিন থাকে না কেন? সুখ, দুঃখ, রোগ, শোক, বিভিন্ন প্রকার হয় কেন? এবং কেহ কানা, কেহ খোঁড়া, কেহ ধনী, কেহ নির্ধন এরূপ হয় কেন? এক রক্ত-মাংস-অস্থির সংমিশ্রণে যে-সমস্ত জীব স্পন্দনশক্তিবিশিষ্ট তা'দের দেহত্যাগের সম্বন্ধে এত পার্থক্য দেখা যায় কেন? কেহ বাল্যে, কেহ যৌবনে, কেহ বা বৃদ্ধাবস্থায় প্রাণত্যাগ করে কেন?

ব্রাহ্মণ। উপাদানের বেশী-কমই এর কারণ।

ক্ষেপা। সকলের উপাদান সমান না হ'য়ে বেশী কম হয় কেন? আরও দেখ, মৃতদেহ পড়ে আছে—তা'র দেহের সব উপাদানই রয়েছে তবে তা'তে স্পন্দনশক্তি কেন নাই? তুমি যে চুণ-হলুদের উপমা দিলে তা' হ'তেই পারে না—কেননা চুণ-হলুদ একত্রিত হ'লেই তার স্বরূপের নাশ হ'য়ে অন্য স্বরূপে প্রতিভাত হয়, কিন্তু রক্ত মাংসের একত্র মিশ্রণে এদের কোন রূপান্তর হ'ল না, অধিকন্তু স্পন্দনশক্তি জন্মাল—এ কি কথা! তোমার উপমা-উপমেয়ের সঙ্গতি কোথায়?

ব্রাহ্মণ। আপনি ন্যায়ের ফাঁকিতে অথবা পাঁচটা বড় বড় কথা ব'লে আমায় বোঝাতে চেষ্টা করবেন না। সোজা কথায় বুঝিয়ে দিন।

ক্ষেপা। আচ্ছা যদি জড়ের সংমিশ্রণই জীবন তা হ'লে কতকগুলো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



রক্ত-মাংস একত্র করলে তা' জীবিত হয় না কেন? তা'কে জীবন দিতে পার না কেন?

ব্রাহ্মণ। ও কথা বলবেন না, কারণ জড়ের এখনও চরম উন্নতি হয় নাই। আমি আজ জীবিত করতে পারি না ব'লেই যে আত্মা স্বীকার করতে হবে—এর মানে কি? পরে কেহ হয়ত পারবে।

ক্ষেপা। কবে কে পারবে না পারবে এই ব'লে স্বতঃসিদ্ধ পদার্থকে ত্যাগ করি কি করে? আচ্ছা, তোমার বাড়ী বললে তুমি বোঝ ত তোমার বাড়ী ও তুমি আলাদা জিনিষ?

ব্রাহ্মণ। আজ্ঞে হাঁ!

ক্ষেপা। তোমার হাত, তোমার পা, তোমার চোখ, তোমার নাক, তোমার রক্ত, তোমার মাংস, তোমার দেহ—সবই তোমার। তুমি তাহ'লে তোমার দেহ হতে স্বতন্ত্র? যেমন তোমার বাড়ী তুমি নও, এ সবও তুমি নও—তোমার দেহাদির অতীত যে 'তুমি' তাহাই আত্মা!

ব্রাহ্মণ। ঐ ন্যায়ের ফাঁকি দিয়ে বোঝাতে চান?

ক্ষেপা। দেখ, যেখানে আর তুমি তর্ক করতে পারছ না, সেইখানেই বলছ ন্যায়ের ফাঁকি। আচ্ছা বাবা, তুমি যখন ঘুমাও তোমার দেহ অচেতন থাকে কেন? জড়ের মিশ্রণই যে জীবন, তার জাগ্রত-স্বপ্ন-সুষুপ্তিতে ভিন্ন ভিন্ন ভাব হয় কেন? জাগ্রৎ হ'তে কে স্বপ্নে লয়ে যায়? স্বপ্ন হ'তে কে সুষুপ্তিতে খেলা করে? কে আবার জাগ্রৎ অবস্থায় লয়ে আসে—বলতে পার কি?

ব্রাহ্মণ। ও স্বভাব। স্বপ্নও কিছুই নয়, দিবাভাগে যা' করা যায়, তা'ই মস্তিকে সুপ্ত থাকে—সে সব প্রকাশ হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



ক্ষেপা। এমনও ত হয়—যা' চিন্তা করা হয় নাই, যা' কখনও দেখা যায় নাই, তাই স্বপনে দেখলাম। আবার কোন কোন দিন স্বপনই দেখা যায় না। স্বভাব যদি হ'ত, নিত্য একরূপই দেখা যেত। কখন হয় কখন হয় না, এ কেমন স্বভাব? স্বভাব মানে কি?

ব্রাহ্মণ। স্বভাব মানে প্রকৃতি।

ক্ষেপা। বেশ বেশ, ওই প্রকৃতির যিনি ভোক্তা তিনিই আত্মা।

ব্রাহ্মণ। প্রকৃতির আবার ভোক্তা কি! প্রকৃতিই সব।

ক্ষেপা। না—না, প্রকৃতিই সব নয়। চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বময়ী প্রকৃতি ভোগ্যা—তারই ভোক্তা আত্মা। যেমন তোষক, চাদর, বালিশ দিয়ে বিছানা করা হয়েছে, তা' দেখলেই বোঝা যায় এতে শয়ন করবার লোক আছে, সেরূপ প্রকৃতির দ্বারা বোঝা যাচ্ছে—ভোগ্যা প্রকৃতির ভোক্তা পুরুষ আছে।

ব্রাহ্মণ। আপনি বুঝি শাস্ত্রের কথা বলছেন?

ক্ষেপা। বাবা, শাস্ত্রের কথা বলব না ত কোথা থেকে অশাস্ত্রীয় কথা বলি?

ব্রাহ্মণ। আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

ক্ষেপা। এই মনে কর সম্মুখে গঙ্গা—এই হ'ল বিষয়, চক্ষু হ'ল করণ—ইহার দ্বারা যিনি দেখেন তিনি আত্মা। ফুলের গন্ধ হ'ল বিষয়, নাসিকার দ্বারা যিনি সেই গন্ধ গ্রহণ করেন তিনি আত্মা! কুলু কুলু শব্দে গঙ্গা সাগরের দিকে চলেছেন—এই শব্দ বিষয়, কর্ণ করণ, সেই কর্ণের দ্বারা যিনি শব্দ গ্রহণ করেন তিনিই আত্মা।

ব্রাহ্মণ। ও আপনি কি বলছেন? প্রত্যক্ষ দেখিয়ে দিন যে "এই আত্মা।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৭৭৬০



ক্ষেপা। প্রত্যক্ষ কা'কে বলে?

ব্রাহ্মণ। চোখের উপর যা' দেখা যায় তাই প্রত্যক্ষ। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই প্রত্যক্ষ ছাড়া বিশ্বাস করতে পারে না। যা' অপ্রত্যক্ষ তা' নাই।

ক্ষেপা। হাঁ বাবা বুদ্ধিমান, তুমি যে অন্ধ, কেমন করে দেখবে?

ব্রাহ্মণ। আজ্ঞে এই আমার চোখ রয়েছে।

ক্ষেপা। কে বললে চোখ রয়েছে, চোখ প্রত্যক্ষ করছ?

ব্রাহ্মণ। আজ্ঞে—আজ্ঞে—

ক্ষেপা। আজ্ঞে আজ্ঞে নয়—প্রত্যক্ষ ছাড়া যদি বিশ্বাস না কর, তা'হলে তুমি স্বীকার কর তুমি অন্ধ, তোমার পিতামহকে তুমি দেখ নাই—তা'হলে তোমার পিতামহ ছিলেন না? তোমার স্ত্রী-পুত্রকে এখন দেখতে পাচ্ছ না—তাহ'লে তোমার স্ত্রী-পুত্র নাই? তোমার ক্ষুধা-তৃষ্ণাকে তুমি দেখতে পাও না—তোমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা নাই?

ব্রাহ্মণ। আজ্ঞে আরসি সম্মুখে ধরলে চক্ষু দেখতে পাই, আমি যখন রয়েছি তখন আমার পিতামহ ছিলেন ইহা বেশ অনুমান হয়। বাড়ীতে গেলেই স্ত্রী-পুত্রকে দেখতে পাব—তাহ'লে, চক্ষু পিতামহ, স্ত্রী-পুত্রাদি—অপ্রত্যক্ষ কিসে?

ক্ষেপা। বেশ বেশ! তাহ'লে তুমি অনুমান স্বীকার করলে! শাস্ত্রোজ্জ্বলা বুদ্ধিরূপ আরসি ধরলে, আত্মাকে দেখতে পাবে। তোমায় দেখলে যেমন তোমার পিতামহের অনুমান হয়, সেইরূপ ইন্দ্রিয়-অশ্ব; মন-লাগাম এবং বুদ্ধিরূপ সারথিযুক্ত দেহরথ দেখলে, আত্মা-আরোহীর অনুমান কেন না হবে? যেমন স্ত্রী-পুত্রের নিকট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



গেলে স্ত্রী-পুত্রকে প্রত্যক্ষ করবে, সেইরূপ আত্মার নিকটস্থ হ'লে আত্মাকে প্রত্যক্ষ করবে।

ব্রাহ্মণ। দেখুন তর্কে আপনার কাছে পরাজিত হয়েছি সত্য, কিন্তু আত্মা বুঝতে পারছি না।

ক্ষেপা। তা' পারবে না বাবা। আমার গোড়ায় ভুল হয়েছিল আত্মার সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে কথা কওয়া। অন্ধকে যদি বলা যায়, 'ওই দেখ সূর্য্য উঠেছেন', সূর্য্য স্বতঃসিদ্ধ পদার্থ হ'লেও সে যেমন দেখতে পায় না আত্মারূপ সূর্য্য স্বতঃসিদ্ধ হলেও—তোমার দেখবার কোন উপায় নাই। সহস্রবার শ্রুতি, যুক্তি, অনুভব দিয়া বুঝালেও তুমি বুঝতে পারবে না। এ জন্মটা তোমার পশু জন্ম—আবার জন্মান্তর না হ'লে আত্মতত্ত্ব অনুভব করতে পারবে না।

ব্রাহ্মণ। আমায় পশু বলছেন কেন?

ক্ষেপা। 'আহারনিদ্রাভয়মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণম্'—আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন তোমারও আছে পশুরও আছে, তা'হলে তোমাতে পশুতে প্রভেদ কোথা?

ব্রাহ্মণ। তাহ'লে মানুষ মাত্রই পশু?

ক্ষেপা। না। যে ধর্ম্মপরায়ণ, যে দ্বিজাতি, সে পশু নয়।

ব্রাহ্মণ। আমি দ্বিজাতি—তবে কেন পশু হ'ব?

ক্ষেপা। দ্বিজাতি বটে—তবে সন্ধ্যা-উপাসনাদি না করায় আঁতুর ঘরে ক্লেদ-রক্তযুক্ত হ'য়ে পড়ে আছ, এখনও নাড়ী কাটা হয় নাই। দ্বিজাতি বলতে পারতে, যদি সন্ধ্যা-উপাসনা, শুদ্ধ-আহার করতে। এখন যে-পশু সে-পশুই আছ। গুরু: বেদান্ত-বাক্যে বিশ্বাসরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



শ্রদ্ধা নাই—আছে শুধু সংশয়—ঘোর সংশয়! 'সংশয়াত্মা বিনশ্যতি' —বিনাশের জন্য প্রস্তুত থাক।

ব্রাহ্মণ। আচ্ছা আমার কি কোন উপায় নাই? আমি কখন সন্ধ্যা উপাসনা করি নাই, কখন শুদ্ধ আহার করি নাই, জাতি বিচার করি নাই—যথেচ্ছভাবে ভোজন করেছি, কখনও ভগবানকে ডাকি নাই, ম্লেচ্ছেরও অধম আমি—আমার কি কোন উপায় নাই? আমার ভক্তি নাই, শ্রদ্ধা নাই, বিশ্বাস নাই—আমার জীবনটা কি এইরূপ ব্যর্থ হ'য়ে যাবে? আপনার পায়ে পড়ি, আমার একটা উপায় করুন—এই বলিয়া ব্রাহ্মণ ক্ষেপার পা জড়াইয়া ধরিল।

ক্ষেপা। আরে পা ছাড়—পা ছাড়! নাম আছে ভয় কি?—

তন্নাস্তি কর্ম্মজং লোকে বাগজং মানসমেব বা।
যন্ন ক্ষপয়তে পাপং কলৌ গোবিন্দ কীর্ত্তনম্?

—স্কন্দ পুরাণ।

মহাপাতকযুক্তোঽপি কীর্ত্তয়ন্ননিশং হরিম্।
শুদ্ধান্তঃকরণো ভূত্বা জায়তে পঙ্ক্তি পাবনঃ॥

—ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ।

নাম্নোঽসৌ যাবতী শক্তিঃ পাপ নির্হরণেক্ষম্।
তাবৎ কর্ত্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকিজনঃ॥

—বৃহদ্ বিষ্ণু পুরাণ।

ব্রাহ্মণ। আঁ, নামের দ্বারা আমার উপায় হবে?

ক্ষেপা। নিশ্চয়ই হ'বে! যে-নামে রত্নাকর, যে-নামে অজামিল উদ্ধার হ'য়েছে—সে নাম আশ্রয় কর, নিশ্চয় শান্ত হ'বে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



ব্রাহ্মণ। দেখুন আমি কিছু জানিনা, আমার মন্ত্র হয় নাই, আমায় কি করতে হবে বলে দিন।

ক্ষেপা। রাত্রি চারটার সময় উঠবে, শৌচে যা'বে, তারপর স্নান ক'রে—মাথার উপর দ্বিভুজ, শ্বেতবর্ণ গুরু আছেন চিন্তা করবে। সূর্য্যোদয়ের ২৪ মিনিট পূর্ব্ব হ'তে ২৪ মিনিট পর পর্য্যন্ত প্রাতঃ-সন্ধ্যার কাল—ইহার মধ্যে সন্ধ্যা করা চাই। বেশী ক'রে গায়ত্রী জপ করবে, গীতা পড়বে, শিবপূজা, বিষ্ণুপূজা করবে—আর সর্ব্বদা নাম, এই ল'য়ে কার্য্য আরম্ভ ক'রে দাও—নিশ্চয়ই শ্রীভগবানের কৃপা লাভ করবে—শুদ্ধ আহারটীর খুব দরকার। নাম কর বাবা, নাম কর। এ কলিযুগে নাম করলেই শান্তি অনিবার্য্য।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

ক্ষেপা হাততালি দিয়া গাহিতে লাগিল—

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে॥

তাহার স্বরলহরী গঙ্গাতরঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া খেলা করিতে লাগিল। শান্তিঃ।

—•—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

# কুকুর সংবাদ

কাল যখন চণ্ডীগাছা হইতে আসিতেছিলাম, সেই সময় সাঁওতাল পাড়ায় তিন চারিটা কুকুর ডাকিতে ডাকিতে পিছু পিছু আসিতে লাগিল। কামড়ায় আর কি! আমি করমালায় রাম রাম জপ করিতে করিতে, ধীরভাবে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। প্রতি মুহূর্ত্তে মনে হইতেছে এইবার বুঝি কামড়াইল, আর স্মরণও হইতেছে—কুকুর, তাহাও ত তুমি! কিন্তু সেই ভাব থাকিতেছে না। ভয় এবং 'সবই তুমি'—এই দুই-ই মনে হইতেছে! পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলাম না। কোন চেষ্টা করিলাম না। খানিক দূর ডাকিতে ডাকিতে আসিয়া তাহারা ফিরিয়া গেল।

কুকুর সাজিয়া খুব উপদেশ দিয়া যাইলে। তখন বুঝি নাই—পরে বুঝিলাম যে—বিশ্বাস দৃঢ় না হইলেও সব সময় তোমাকে মনে পড়ে তাহা হইলে সুখ দুঃখ অভিভূত করিতে পারে না, "সব তুমি" এই বিশ্বাস দৃঢ় হইলে ত কথাই নাই।

এই সংসারে শোক, দুঃখ, রোগ, অভাব, ঋণ, সুখ, ঐশ্বর্য্য, সাধুবাদ, নিন্দাবাদ ইত্যাদি কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করিবেই। তাহাদিগকে গ্রাহ্য না করিয়া, রাম রাম করিতে করিতে অগ্রসর হইতে পারিলে, তাহারা কিছুক্ষণ চীৎকার করিয়া পশ্চাদ্ধাবন করিবে, তাহার পর, আপনা আপনি নীরব হইয়া যাইবে।

রোগ, শোক, দুঃখ, জ্বালা, অভাব, ঋণ, ধন, ঐশ্বর্য্য, সুখ, শান্তি—"সবই তুমি"—এই বিশ্বাস স্থির হইলে, আর মন আকুল হইতে পারে না। এই কথা ধ্রুব সত্য—বিশ্বাস দৃঢ় হয় নাই, "সব তুমি" মনেও হইতেছে আবার বিক্ষেপ আসিতেছে, এই অবস্থাতেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



যদি রাম রাম জপ করা যায়, তাহা হইলেও তোমার কৃপা লাভ করিতে পারা যায় এবং রকম বিরকম কুকুরের চীৎকার ও আক্রমণের হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যায়। এ সংসার-কুকুর চীৎকার করিবেই—সুখে বল, দুঃখে বল, ঐশ্বর্য্যে বল, মানে বল, অপমানে বল, অর্থাগমে বল, অর্থ ব্যয়ে বল—এ চীৎকার না করিয়া কিছুতেই থাকিতে পারিবে না। এ করুক চীৎকার! তাহা গ্রাহ্য না করিয়া নাম করা আর 'সব তুমি সব তুমি' মনে করা, তাহা হইলে সব স্বতঃই শান্ত হইবে।

দেখ তুমি কত রূপ ধারণ করিয়া আমায় এ উপদেশ দিতেছ অভয় দিতেছ—তথাপি আমি স্থির হইতে পারি না। কি নিত্য-কর্ম্মে, কি পূজাপাঠে, যদি প্রাণের ভিতর তোমার সাড়া না পাই প্রাণটা বড় খারাপ হয়। মনে হয় সবটাই ব্যর্থ হইল। পরক্ষণে যখন মনে হয় সবই তুমি—পূজাপাঠে আনন্দও তুমি, নিরানন্দও তুমি, তখন সে ভাব আর থাকে না। তুমি আমার পাঠ শুনিতেছ —স্মরণ করিয়া পাঠ করিলে খুব আনন্দ হয়, তোমায় ভুলিয়া পাঠ করিলে মোটেই আনন্দ পাই না। আবার যখন মনে হয় সবই তুমি, তুমি ছাড়া কিছু নাই, তোমার বিস্মরণও তুমি, তখন মন একটু শান্ত হয়।

আমার চেষ্টায় কিছু হইবে না আমি বেশ বুঝিয়াছি। সাধনা করিয়া তোমায় পাইবার আশা করা উন্মত্ততা ভিন্ন আর কিছু নয়। আমার সাধন ভজন কিছু নাই, আমার যোগ ধ্যান কিছু নাই, আমার কিছুই নাই; তাহা হইলে আমি কি করিব? কাহাকে আশ্রয় করিব? কাহাকে মনের বেদনা জানাইব? কে আমার কথা শুনিবে? কে আমার ব্যথা বুঝিবে?—কেহ বুঝিবে না, কেহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



একটা কথার আশ্বাস দিবে না, সবাই ভয় দেখাইতেছে, আমাকেই কর্ত্তা সাজাইয়া নিন্দা-সুখ্যাতি করিতেছে, আমি এখন দেখিতেছি তুমি ভিন্ন আমার গত্যন্তর নাই। তাই তোমাকে জানিতে চাই, তাই তোমাকে ধরিতে চাই, তাই তোমার সঙ্গে কথা কহিতে চাই। মনের কথা কওয়া বন্ধ করিতে পারি না, মন যখন কথা কহিবেই তখন আজ হইতে তোমার সঙ্গেই কথা কহিব। আচ্ছা তোমার কি কথা কহিতে ইচ্ছা করে না? কথা কওনা! রাগ করিয়াছ? কেন গা রাগ করিয়াছ? আমি তোমার কথা শুনিনা বলিয়া রাগ করিয়াছ? আর আমি তোমার অবাধ্য হইব না। যাহা বলিবে তাহাই করিব। বল কি করিব? সন্ধ্যা, পূজা, পাঠ করিব, শাস্ত্র পথে চলিব, তোমার প্রীতির জন্য কর্ম্ম করিব—কেমন? দেখ অনেকবার তোমায় একথা বলিয়াছি কিন্তু কথা রাখিতে পারি নাই। আমার কর্ম্ম আমি ঠিক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে পারি না, তাহাতে অনেক দোষ থাকিয়া যায়।

আমি সংসারে-সংগ্রামে বার বার যাতায়াতে এবং কামাদির পীড়নে পরাজিত, ক্লান্ত ও অত্যন্ত পীড়িত হইয়া আজ তোমার আশ্রয় চাহিতেছি। দাও আশ্রয় দাও, কও কথা কও, কথা কহিতেই হইবে। এই আমি লিখিতেছি—তুমি আমার ঊর্দ্ধে, অধে, সম্মুখে, পশ্চাতে, পার্শ্বে রহিয়াছ, তুমি কি আমার কথা শুনিতে পাইতেছ না? যদি শুনিতে পাইতেছ তবে সাড়া দিবে না কেন? তুমি কোথায় নাই! তুমিই ত মাটি তুমিই জল, তুমিই ত আগুন, তুমিই ত বাতাস, তুমিই ত আকাশ। তুমি কর্ণ, তুমি ত্বক্, তুমি চক্ষু, তুমি জিহ্বা, তুমি ঘ্রাণ, তুমি বাক্, তুমি পাণি, তুমি পাদ, তুমি পায়ু, তুমি উপস্থ, তুমি মন-বুদ্ধি-চিত্ত-অহঙ্কার, তুমি দিক-বায়ু,-সূর্য্য-বরুণ-অশ্বিনীকুমার, তুমি ইন্দ্র-উপেন্দ্র-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



যম-প্রজাপতি, তুমি রক্ত-মাংস-বসা-মজ্জা-অস্থি-মেদ, সবই তুমি—ওই ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকিতেছে তাহাও তুমি, খাট তুমি, বিছানা তুমি, এ কাগজ তুমি, এ লেখনী তুমি, আলো তুমি, ভাব তুমি, ভাষা তুমি। যাহা কিছু ছিল তাহা তুমি, যাহা আছে তাহা তুমি, যাহা থাকিবে তাহা তুমি, যাহা থাকিবে না তাহা তুমি, সব তুমি—সব তুমি! তুমি ত আমার কথা শুনিতে পাইতেছ—আমার ভাল মন্দ আমি জানি না. তুমি আমার ভালই করিতেছ তাহা জানি! সব সময় তোমার ভালর মর্ম্ম গ্রহণ করিতে না পারিয়া আমি কেমন হইয়া যাই, ঠিক তোমার আমি থাকিতে পারি না, যেন আমার আমি হইয়া যাই। তুমি আমায় তোমার করিয়া লও—লইতেই হইবে, কেন লইবে না?

শোন শোন এখন ত কেহ নাই, একবার এস না। একবার কথা কও না!

ওকি, কে কাহাকে ডাকিতেছে? আমাকে ডাকিতেছ? ও নাম ত আমার নয়? আমার নাম কি জান না? জান যদি ও ন্যমে ডাকিতেছ কেন? ওঃ—আমি আমার যে-নামটা জানি তাহা এই দেহটার? এই পাঁচ ভূতের ধার করা বোঝাটার?—সেই জন্য বুঝি আমায় আসল নামে ডাকিতেছ? হাঁ হাঁ—ডাক ডাক, খুব ডাক, তোমার ডাক শুনিলে আমি যেন কোথায় চলিয়া যাই, আমি যেন আর একজন হইয়া যাই, আমার যেন কত কথা মনে পড়ে, কত কাজ মনে পড়িয়া যায়। চুপ করিও না, ডাক—আমিও ডাকি তুমিও ডাক।

রাম রাম রাম রাম রাম রাম হরে হরে।
রাম কৃষ্ণ রাম কৃষ্ণ রাম কৃষ্ণ হরে হরে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu  Trust. Funding by MoE-IKS



তোমার ডাক বড় মিষ্ট। মনে মনেই ডাক—মন-রূপেই ডাক—তোমার ডাক শুনিলে আমার শরীরটা শিহরিয়া উঠে, যেন অবশ হইয়া আসে। আবার ডাক আবার ডাক। তোমার ডাক শুনিতে শুনিতে আমি ঘুমাইয়া পড়ি—বেশ বেশ!

রাম কৃষ্ণ রাম কৃষ্ণ রাম কৃষ্ণ হরে হরে।

—০—

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

# পরশমণি

## [ ক ]

আহা কি মধুর পরশ তোমার! আমাকে নূতন ক'রে তুলল! সুখে-দুঃখে আকুল, সে পুরাণ-আমি আর নই। সব মধুর—সব মধুর! ঐ সংসার দুঃখের কারণ, ঐ স্ত্রী-পুত্র দুঃখের কারণ; ঐ অভাব দুঃখের কারণ, ঐ বিষয়-বাসনা দুঃখের কারণ, ভত দুঃখের কল্পনা ক'রে রাম রাম জপতে জপতে দুঃখ ভোগ করছিলাম, তারপর সরস পরশ সেজে কোথা দিয়ে তুমি এলে, আমায় পরশ করলে, সব কোথায় চ'লে গেল। শুধু আনন্দ! আহা ডুবিয়ে রাখ —তোমার পরশ মাঝে আমায় ডুবিয়ে রাখ, আমায় ছেড়ে যেও না, এ পরশ কেড়ে নিও না। তোমার পরশে সব নূতন হ'য়ে যায়—এক পল পূর্ব্বে যা' দুঃখের ব'লে মনে হচ্ছিল, পরশের সঙ্গে সঙ্গে তা' আর খুঁজে পাই না।

আর যদি পাই, দেখি তোমার মঙ্গল হস্ত। যখন মনে হয় তোমার কোলে বসে আছি, তুমি আমায় দৃঢ় করে ধ'রে রেখেছ, তখন কেমন হয়—বেশ হয়, নয়? আচ্ছা তোমার অনেক কাজ— নয়? তুমি অমন ক'রে ছুঁয়ে ছুঁয়ে পালিয়ে যাও কেন? একবারে ছুঁয়ে থাক না। না না তুমি পালাবে কেন, আমার মন পালায়। হাঁরে দুষ্ট মন—কেন পালাস? কেহ কথা কবে না। মন কথা কবে না, তুমিও কথা কবে না! শোন শোন—তোমার পরশের সঙ্গে সঙ্গে যেন আমি আর একজন হ'য়ে যাই। সুখ দুঃখের বস্তু যা' কিছু ছিল ত'ার পরিবর্ত্তন হয় না, কিন্তু আমার আর হাহাকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



থাকে না। থাকে শুধু আনন্দ আর আনন্দ। তোমার পরশের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কত আকুলি-ব্যাকুলি, কত সঙ্কল্প-বিকল্প, কত হাসি-কান্না—যেমন পরশ আর কিছুই নাই। যদি জোর ক'রে দুঃখ চিন্তা করতে যাই, দুঃখ খুঁজে পাই না। সত্যই তুমি একজন বড় ঐন্দ্রজালিক। যেমন পরশ করবে—আর কিছুই নাই। ছেড়ে দিলেই হাহাকার। তোমার মনের ইচ্ছা—সবাই তোমায় ধ'রে থাকুক, নয়? বেশ ত, তা'তে আমার আপত্তি কি? আমি কি তোমায় যেতে বলি, না—ছেড়ে থাকতে চাই? তুমি এমনি ক'রে ধ'রে অনন্ত—অনন্তকাল থাক না, আমি তোমাতে ডুবে থাকি। আমি তোমায় ছেড়ে অন্য জিনিষ চাই—এ কথা যদি বল—সে কথা আমি শুনব না। আমি ত তোমায় চাচ্ছি। আজ ব'লে কেন—কতদিন তা' মনে করতে পারছি না। কত সাজ সেজে তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছি। স্ত্রী-পুত্র অর্থ-সম্পদ এ সকলকে ভালবাসি আনন্দ হবে ব'লে, এই ত সেই—সে আনন্দ ত তুমি; আমি ত আনন্দই খুঁজছি। তবে আমি মণি খুঁজতে গিয়ে কাঁচ নিয়ে আনন্দ করছি—এই যা, তবু তুমি বলবে আমি তোমায় চাই না। দেখ অপরে এ কথা বললে শোভা পায়, তোমার কিন্তু এ কথা বলা সাজে না। তুমি অন্তর্য্যামী—তুমি ত অন্তরের ভাব বোঝ! আমি না হয় জিনিষ ভুল করেছি, কিন্তু আনন্দরূপী তুমি—আমি তোমাকেই ত চাচ্ছি।

—কি রে ক্ষেপা! কি লিখছিস?

—কি আর লিখব—তোমার গুণের কথা।

—লিখে কি করবি?

—জগতে প্রচার করব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



—তা'তে তোর লাভ ?

—কেহ আর তোমায় চাবে না, তখন একা হ'য়ে থাকতে হ'বে, যেমন দুষ্ট তেমনি হবে !

—আমি ত একাই রে !

—তবে এই যে নরনারী, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষলতা, এই যে জগৎ সংসার দেখছি—এ সব কি ?

—ও কিছু নয় আমি একাই আছি, ও সব ভ্রম।

—বা, বেশ বুঝিয়ে দিলে, আমি সব দেখতে পাচ্ছি তুমি বললে কিছু নাই !

—না কিছু নাই। আমিই আছি। তুই বেশ ক'রে দেখ দেখি। তুই দেখ না—বৃক্ষলতা, কীট-পতঙ্গকে জিজ্ঞাসা কর না—সব আমি কি না। তুই ক্ষিতি, অপ্, মরুৎ, ব্যোমকে জিজ্ঞাসা কর না—সব আমি কি না। তুই শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধকে জিজ্ঞাসা কর না আমি সব কি না। চুপ ক'রে রইছিস ? দশ ইন্দ্রিয়, মন-বুদ্ধি চিত্ত-অহঙ্কারকে জিজ্ঞাসা কর না—সব আমি কি না।

—আচ্ছা আমি স্বীকার করছি তুমিই সব, তা'হলেও তুমি একা নও আমি ত আছি।

—কৈ তুই ?

—তুমি ত মজার লোক—আমার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ করতে চাও,—এই ত আমি রয়েছি।

—কে তুই ?

—এই তুমি ভগবান আমি তোমার—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



—বল তুই আমার কে?

—আমি—আমি তোমার—তুমি বড় দুষ্টু, বলতে দিলে না, জিভটাকে চেপে ধরলে, কি করে বলি?

—বুঝলি ত? আমিই আছি। এবার আমাতে ডুবতে চেষ্টা কর্।

—তাই ত রাম রাম করে চীৎকার করি।

—দেখ, যে দূরে আছে, তা'কে চেঁচিয়ে ডাকতে হয়, যে কাছে থাকে, তা'কে ত চেঁচিয়ে ডাকতে হয় না—একথা সাধুমুখে বলেছি, তুই এখন মনে মনে ডাক।

—তুমি আমার কাছে আছ, এ কথা যখন ভুলে যাই তখন চীৎকার করা ছাড়া উপায় থাকে না।

—বেশ ত, কাছে আছি যখন বুঝতে পারবি তখন আর ডাকতেও হ'বে না—এও সাধুমুখে বলেছি। এখন নাম, লীলা, স্বরূপ —ইহার একটা না একটা চিন্তায় মনকে নিযুক্ত রাখবি, নচেৎ তোর মন সংসার পাতিয়ে, বড় সংসারী হ'য়ে—হাহাকার করতে থাকবে।

—সত্যই তোমায় ভুলে' গেলে মনটা হাহাকার করে ত!

—তাই ত বলছি একবারও ভুলিস না। মনে ভুলিস ত জিভে ভুলিস না। ডাক ডাক, খুব ডাক।

—আচ্ছা ডাকি—

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

[ খ ]

—পরশমণি তুমি বড় দুষ্ট।

—কেন রে আমায় দুষ্ট বলছিস ?

—দুষ্ট বলব না, এই তোমায় নিয়ে, তোমার হ'য়ে কত কাজ করছিলাম ; ও মা, পিছু ফিরে দেখি তুমি সরে গেছ—অত পালাই পালাই মন কেন তোমার ? তোমায় এবার বেঁধে রাখব।

—আমায় কি দিয়ে বাঁধবি ?

—কেন, দড়ি দিয়ে বাঁধব।

—সে দড়ি কোথায় পাবি ?

—তুমি দেবে।

—আমি তোকে দড়ি দোব!—আর তুই আমায় বাঁধবি ? বেশ কথা !

—দেখ, এ দড়ি তুমি না দিলে পা'বার উপায় নাই, মনে করেছিলাম বুঝি শ্রবণ কীর্ত্তনের দ্বারা এ দড়ি মেলে—কিন্তু এখন বেশ বুঝতে পারছি তা' মেলে না। তোমার কৃপা ব্যতীত কিছু হ'বে না। বহু অপরাধে অপরাধী আমি, আমায় ক্ষমা কর—আমি তোমার শরণাপন্ন, আমায় তোমার ক'রে নাও।

—চুপ কর্—কাঁদিস না। দেখ্ লোকের দিকে চাহিস না, আমার দিকে চেয়ে থাক, তোর চোখ যেন আমায় ছাড়া অন্য কোন জিনিষ না দেখে। সকল জিনিষে আমায় দেখতে আরম্ভ কর্। সকল শব্দে আমায় শোন্, সকল স্পর্শে আমায় স্পর্শ কর্, সকল রসে আমায় আস্বাদ কর্, সকল গন্ধে আমায় আঘ্রাণ কর্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



দেখ্ আমি তোকে বড় ভালবাসি। আমি তোকে কোলে ক'রে রেখেছি—শুধু ফিরে দেখ্।

—আবার চ'লে যাচ্ছ কেন?

—কোথায় চ'লে যাব? বল্ দেখি, আমি কে?

—তুমি আমার সর্ব্বস্ব, তুমি আমার প্রাণের প্রাণ।

—তুই ত জীবিত, আমি তবে তোকে ছেড়ে গেলাম কি ক'রে? আমি ছেড়ে গেলেই ত তুই মরে যেতিস। আমি ঠিক আছি রে, আমি আছি। আমি কে বল্ দেখি?

—তুমি আমার ইষ্ট।

—তোর ইষ্ট কি খুব ছোট?

—কেন?

—সকলের ইষ্ট ত একজন—তোর ইষ্ট সে-কি নয়?

—আমার ইষ্টও তিনি।

—তাই যদি হয় তবে আমি ছাড়া জগতে কিছু নাই। আমি আবার যাব কোথায়? আমিই শুধু আছি, আর কিছু নাই—আর কিছু নাই। বাহ্য ভাব উপেক্ষা কর্, সব উপেক্ষা কর্, আমার দ্বারা আচ্ছাদন কর্—"ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং" "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন"। তোর সম্মুখে-পশ্চাতে, উর্দ্ধে-অধে, ভিতরে বাহিরে, মনে-ইন্দ্রিয়ে, শত্রুতে-মিত্রে, রোগে-শোকে, অভাবে-স্বচ্ছলতায়—আমি আছি। সব আমি—সবে আমি। মাভৈঃ মাভৈঃ! সুখ দুঃখ মাথা পেতে নিয়ে সর্ব্বদা রাম রাম কর।

—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

[ গ ]

—পরশমণি! কোথায় তুমি?

—ডাকছিস?

—হাঁ, তোমায় ডাকছি। ক্রমশঃ সব যেন কেমন হ'য়ে যাচ্ছে—

—কোন চিন্তা নাই, সব আমি। তোর সে ভাবও আমি, এ ভাবও আমি। তোর সঙ্কীর্ত্তনও আমি, তোর মানস জপও আমি। কোন বিষয়ে চিন্তার কিছু নাই। নিশ্চিন্ত হ'য়ে আমার নাম কর্, আর সকল ভূতে, সকল দ্রব্যে, আমায় দেখ। চোখে তুই বাইরের ভূত দেখিস না, ভিতর দেখতে অভ্যাস কর্। নানা সাজ-পোষাক দেখে ভুলিস না, যে সাজ-পোষাক পড়েছে তাকে, দেখ্। ওই পাখী ডাকছে—ওর স্বর কোথায় মিলিয়ে গেল—ওই আমি।

এ কি ব্যাপার, হঠাৎ কুকুর সেজে এসে—এ কি ব্যাপার! আমি কি অপরাধ করলাম—জপটা নষ্ট করে দিলে?

—কৈ? তুই আমায় ধরতে পারলি না। তুই থাক্ থাক্ করলি কেন? যাক কোন চিন্তা নাই। তুই ডাকা ছাড়িস না—ডাক্ ডাক্ কেবল ডাক্।

—ডাকলে তুমি যদি এস তা হ'লে ডাকতে ইচ্ছা করে—তা' না হ'লে ডেকে ডেকে চুপ ক'রে যেতে হয়।

—আসি বৈ কি! তুই কি সাড়া পাস না?

—সব সময় ত পাই না। সে সাড়া তোমার সাড়া কি মনের কীর্ত্তি—কি ক'রে বুঝব?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



—যে সাড়ায় তুই সব কথা ভুলে যাবি, শরীর রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠবে, নয়নের জল ঝর ঝর ক'রে পড়বে, প্রাণ পূর্ণ হ'য়ে যাবে, সেই আমার সাড়া—তুই কি এ কথা শুনিস নি?

—শুনেছি অনেক। এ সব ভুলিয়ে দিয়ে তোমার ক'রে লও দেখি?

—তুই ত আমারি! তুই তোর কোনখানটা বল।

—সবটাই। এই আমার দেহ, আমার গেহ, স্ত্রী, পুত্র, সংসার, সবই আমার, আমি তা'দের। তবে আর আমি তোমার কি ক'রে?

—যে জিনিষ যা'র, তা'তে তা'র অধিকার আছে। তোর দেহ, গেহ, আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রী-পুত্র, এদের উপর কি তোর কোনও অধিকার আছে? সকলকে কি তুই ইচ্ছামত চালিত করতে পারিস? অথবা তোকে কেউ ইচ্ছামত চালিত করতে পারে? বেশ ক'রে বুঝে বল।

—না, কাউকেও ইচ্ছামত চালিত করতে পারি না, আমাকেও কেউ ইচ্ছামত চালিত করতে পারে না। আত্মীয়-স্বজন কেউ আমার বশ নয়।

—তোর দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, তা'রা তোর বশ ত?

—না, তা'রাও বশ নয়!

—যা'রা তোর বশ নয়, তা'রা তবে তোর কি করে হ'ল? ও সব আমার—আমিই। তোর দেহ, গেহ, আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রী-পুত্রকে ইচ্ছামত চালিত করি, তবে তুই আমার নহিস কিসে?

—তা'ও ত বটে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



—তা'হলে তোর কিছু নাই—সবই আমার। কেমন—এখন বুঝেছিস ত? কোন চিন্তা নাই, আমার কোলে আছিস ভয় কি? এ জগৎ-রঙ্গমঞ্চে আত্মীয়-স্বজন, অভিনেতা, একা আমিই—নানা সাজে তোর সঙ্গে খেলা করছি। তোর রোগে-শোকে, দুঃখে-দৈন্যে মানে-অপমানে, শত্রুতে-মিত্রে, উর্দ্ধে-অধে, সম্মুখে-পশ্চাতে, বামে-দক্ষিণে, তোর স্ত্রী-পুত্রে, দেহে-গেহে, ইন্দ্রিয়ে, মন-বুদ্ধি-চিত্ত-অহঙ্কারে আমি আছি—আমি আমি—শুধু আমি আছি।

—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

[ ঘ ]

—তুই আমায় ডাকছিস ?

—কৈ না তোমায় ত ডাকিনি।

—ঐ যে জপ করছিস ?

—জপ করলে কি হয়, জপও করছিলাম এ দেহটার কথাও ভাবছিলাম, কৈ তোমায় ত ডাকিনি ? তোমায় ডাকতে হ'লে যেরূপ একাগ্রতার প্রয়োজন আমার তা' নাই, তথাপি তুমি এসেছ ! এস এস—দেখ তুমি আমার পূজা লও ; এই ফুল, এই চন্দন—এই সব তুমি লও।

—তোকে আর পূজা করতে হ'বে না।

—না না পূজা করব বৈ কি ! ও রকম লুকিয়ে লুকিয়ে বললে শুনব না। যদি কিছু বল্‌তে হয় রূপ ধ'রে এসে বল।

—"হে চৈতন্যময় পুরুষ জাগরিত হও, আর দেহাভিমানে ভুলে থেক না, তুমি দেহ নও, তুমি মন নও, তুমি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-সত্য, হে চৈতন্যময় পুরুষ জাগরিত হও।"

—কে কা'কে কি বলছে ? কে তুমি ? কে ঘুমায়েছে, কা'কে জাগাচ্ছ ?

—"হে চৈতন্যময় পুরুষ জাগরিত হও।"

—এ কি ! কে তুমি ? কা'কে ডাকছ ? আমার শরীরটা রোমাঞ্চিত হচ্ছে কেন ? আমার চোখে জল আসছে কেন ? ওগো ! তুমি কা'কে ডাকছ ? তিনি কোথায় থাকেন ?

—অন্তর্হৃদয়ে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



—কি নাম তাঁর ?

—আত্মারাম।

—তাঁকে দেখতে কেমন ?

—অণু হ'তেও অণু, মহৎ হ'তেও মহান্।

—কতদিন ঘুমায়েছেন ?

—বহুদিন। তিনখানা কাপড় গায়ে জড়িয়ে ঘুমাচ্ছে। আমি কতদিন ধ'রে ডাকছি, ঘুমের ঘোরে শেষে স্থূল কাপড়খানা ফেলে দেয়, নূতন একখানা কাপড় লয়, আবার ঘুমায়। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কত স্বপ্ন দেখে আর কাঁদে, কথন পশু, কখন পক্ষী, কখন বৃক্ষ, কথন লতা, কথন ব্রাহ্মণ, কথন ক্ষত্রিয়, কথন বৈশ্য, কথন শূদ্র, কথন পুরুষ, কথন স্ত্রী, কথন অমর, কথন কিন্নর, কথন গন্ধর্ব্ব, কথন অপ্সর,—এই সব আপনাকে মনে করে আর কাঁদে। আহা! তা'র কান্না দেখে বড় দুঃখ হয়. তাই আমি পিছু পিছু ডাকতে ডাকতে চলেছি।

—আচ্ছা কাপড় তিনখানার নাম কি ?

—শেষের খানার নাম স্থূল, মাঝের খানার নাম সূক্ষ্ম, প্রথম খানার নাম কারণ।

—স্থূল কাপড়খানা কি দিয়ে তৈরী ?

—ভূত দিয়ে। ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোম—এই পঞ্চীকৃত পাঁচ ভূত দিয়ে তৈরী। মাঝেরখানা অপঞ্চীকৃত পঞ্চ প্রাণ, মন, বুদ্ধি, দশ ইন্দ্রিয় দিয়ে তৈরী। প্রথমখানা সত্ত্ব, রজঃ তমঃ তিন গুণ দিয়ে তৈরী। এবার; স্থূলখানার নাম ব্রাহ্মণ। এই স্থূলখানা স্বপ্নে বিভোর হ'য়ে গেছে। স্বপ্নে ঘর-দ্বার, ঠাকুর দেবতা, আত্মীয়-স্বজন—কত কি দেখছে। কথন হাসছে কখন কাঁদছে, কথন সাধু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



সেজে রাম রাম করছে, কখন গৃহস্থ হ'য়ে কোদাল পাড়ছে, কখন গঙ্গার ধারে বসে গঙ্গা দেখছে, কখন পয়সার জন্য ছুটাছুটি করছে। যাই করুক, সে রাম রাম করে কি না, তাই তা'কে ডাকছি।—"হে চৈতন্যময় পুরুষ জাগরিত হও—তুমি পরিচ্ছিন্ন মন নও, তুমি স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ শরীর নও—তুমি নিত্য-বুদ্ধ, নিত্য-মুক্ত। সচ্চিদানন্দময়—অবাঙ্‌মনসগোচর পুরুষ—জাগ জাগ—হরি ওঁ।"

আহা! বড় মিষ্ট তোমার ডাক—হরি ওঁ হরি ওঁ। আহা আহা! হরি ওঁ হরি ওঁ—বল বল তা'র ঘুম কি ক'রে ভাঙবে?

সদা সর্ব্বদা হরি ওঁ হরি ওঁ জপ করলে।

—স্থূলে হরি ওঁ হরি ওঁ বললে কি হবে?

—আত্মারামের স্থূল অভিমান যাবে। তখন সূক্ষ্মে হরি ওঁ হরি ওঁ করবে, তা'র দ্বারা সূক্ষ্মের অভিমান যাবে, তারপর কারণে হরি ওঁ হরি ওঁ করবে কারণের অভিমান গেলেই আর কি, আনন্দের রাজ্য—হরি ওঁ হরি ওঁ।

হাঁ গা! আমি বলব?

—বল্ না—হরি ওঁ হরি ওঁ।

হরি ওঁ হরি ওঁ আহা আহা। হরি ওঁ হরি ওঁ আহা আহা। ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওম্, ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওম্—ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওম্।

—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



—পরশমণি! সাধ ক'রে কি তোমায় দুষ্ট বলি!

—কেন দুষ্টামির কি দেখলি?

—সবটাই দুষ্টামি—কত রকম বিরকমের তরঙ্গ তুলছ, দেখতে দেখতে যেন কেমন হ'য়ে যাই। যেন এ তরঙ্গের মধ্যে আপনাকে হারিয়ে ফেলি। কি দুরত্যয়া তোমার মায়া—বলিহারি যাই!

—তুই অভিনয়কে সত্য মনে ক'রে যদি কাঁদিস হাসিস, সে দোষ কি আমার? তুই যদি স্বপ্নে রাজা হ'য়ে পাগলের মত নৃত্য করিস্, সে দোষ কার?

—তোমার। তুমি অভিনয় দেখাও কেন? তুমি স্বপ্নকে সত্য ব'লে মনে করাও কেন? তুমি কি ইচ্ছা করলে আজই এ অভিনয় শেষ ক'রে দিতে পার না? তুমি কি স্বপ্নের ঘোর কাটিয়ে দিতে পার না? তুমি দেবে না, মাঝে মাঝে এসে মজা দেখবে।

—কেন, আমি ত বলছি—"নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" এখানে নানা কিছু নাই। এক আমি আছি। সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারা আমি; ক্ষিতি. অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম আমি; বৃক্ষ-লতা, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ আমি; নর-নারী, পাপী-পুণ্যবান আমি; সাধু-অসাধু আমি; সুখ-দুঃখ, পাপ-তাপ, রোগ-শোক আমি; হাসি-কান্না, তিরস্কার-পুরস্কার আমি; উদ্যম-আলস্য, সুন্দর-কুৎসিৎ সব আমি; অভাব-অভিযোগ, স্বাচ্ছল্য-অনটন—সব আমি; সব আমি। দেখ দেখি কেমন রূপ আমার?

সুন্দর! সুন্দর! বড় সুন্দর তুমি! এ এক অভিনব রূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



তোমার। বড় সুন্দর! বড় সুন্দর! দেখ, আমার বলবার কথা যেন সব ফুরিয়ে যাচ্ছে, কাজ আর নাই। তোমার পরশের সঙ্গে সঙ্গে যেন সব ফাঁক হ'য়ে যায়—কিছু যেন করবার থাকে না। কি এক রকম হ'য়ে যাই। জপ আর করতে পারছি না—তুমি সব কেড়ে নিচ্ছ কেন? দেখ, তখন একটা প্রাণভরা আনন্দ থাকত —সে আনন্দ আর পাচ্ছি না কেন? লীলা চিন্তায় তেমন আনন্দ পাই না। যেন সব সরে যাচ্ছে—চুপ ক'রে থাকতে ইচ্ছা করছে। কিছু নিজে কল্পনা করতে ইচ্ছা করছে না। চুপ ক'রে বসে থাকি, তুমি যা' হয় কর।

—স্বাধ্যায় কর্, যে-মন্ত্র আসছে জপ কর্। আমার স্বরূপ শ্রুতির সাহায্যে জেনে নিয়ে স্বরূপ চিন্তা কর্। জগৎটা মায়া জেনে আমার আশ্রয় কর।

—এই 'তুমিই সব' বললে—আবার বলছ জগৎটা মায়া, তা'হলে কি আশ্রয় করব?

—জগৎ হ'তে নাম-রূপ বাদ দে। সব আমি ইহা ঠিকই, তবে নাম-রূপ আমি নই। সকল দ্রব্য হ'তে নাম-রূপ বাদ দিলে যা' থাকবে তা'ই আমি। যা দেখা যায়, শোনা যায়, গ্রহণ করা যায়, স্পর্শ করা যায়—তা' আমি নই। যা' দেখা যায় না, যা' শোনা যায় না, স্পর্শ করা যায় না, গ্রহণ করা যায় না, আস্বাদ করা যায় না তা'ই আমি। বাক্য আমাকে প্রকাশ করতে পারে না, আমি বাক্যের বাক্যস্বরূপ।

—দেখ আমার ইচ্ছা করে—মূর্ত্তি ধরে তুমি এস। আমার এ ক্ষুদ্র আধারে তোমার ও নিগুর্ণ, নির্ব্বিকার, নিরাকার রূপ আমি ধরতে পারি না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



—তুই কিসের অধিকারী, তোর চেয়ে আমি বেশী জানি। ক্ষুদ্র বা বৃহৎ আধার—তা' আমি বুঝব।

—আর আমি কি করব ?

—তুই জপ করবি—হরি ওঁ হরি ওঁ হরি ওঁ।

—তবে বলি—হরি ওঁ হরি ওঁ হরি ওঁ। তুমি কি করবে ?

—আমি নিদ্রিত পুরুষকে জাগরিত করব—"হে চৈতন্যময় পুরুষ জাগরিত হও। তুমি দেহ নও, তুমি পরিচ্ছিন্ন নও; উত্তিষ্ঠত—জাগ্রত—ওঠ জাগ।"

—দেখ তোমার ঐ আহ্বানের মধ্যে কি শক্তি লুকানো আছে জানি না—আমার শরীরটা রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠছে।

—'হে চৈতন্যময় পুরুষ জাগরিত হও'।

—যেন কিসের একটা আবরণ, বল বল কি ক'রে এ আবরণ যায় ?

—হরি ওঁ হরি ওঁ হরি ওঁ জপ কর—সব আবরণ দূর হ'য়ে যাবে।

—হরি ওঁ হরি ওঁ হরি ওঁ। ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওম্। ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওম্—ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওম্।

—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

[ চ ]

—কেন এমন হয়?

—যতদিন অহংতা-মমতা থাকবে, ততদিন এ যন্ত্রণা ভোগ করতেই হবে। তুই সব ত্যাগ কর্; ত্যাগ ভিন্ন মানুষ শান্তি লাভ করতে পারে না। একমাত্র ত্যাগের দ্বারা মানুষ মোক্ষ লাভ করে—তুই সব ত্যাগ কর্। অসত্য ত্যাগ ব্যতীত কেহ সত্য লাভ করতে পারে না। যেমন স্বপ্ন মিথ্যা, তেমনি জাগ্রৎ মিথ্যা—এ দুটোই উপেক্ষার জিনিষ।

—ওগো! আমি যে ত্যাগ করতে পারি না, কি করব? কি উপায় করলে ত্যাগের যোগ্যতা আসবে?

—নাম করলে। অবিরাম নাম কর্ আর কা'রও কথা কানে নিস না, আর কা'কেও কোনও কথা বলিস না—শুধু রাম রাম কর্, আমি সব সুব্যবস্থা করব! যা' দুঃখের বলে মনে করছিস তা' স্বপ্ন। যে অভিনয় চলছে. এ অভিনয়ের তুই অভিনেতা ন'স—দ্রষ্টামাত্র। তোর অশান্তির তীব্র দাবদাহ আমি, তোর শান্তি মলয় পবন আমি। স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ—এ ভাব-তিনটাকে উপেক্ষ ক'রে মহাকারণ আমায় দেখ, আমি—আমি—আমি। সব আমি, দ্রষ্টা তুই, অভিনয় দেখে আর হাসিস না, কাঁদিস না, স্বপ্নকে সত্য বলে আর হাহাকার করিস না, তুই ক্ষণমাত্র ভুলিস না—তুই দ্রষ্টা। তুই অভিনেতা ন'স ইহা যেন স্থির থাকে। ভয় কি রে, আমায় যে আশ্রয় করে তা'কে যে আমি বুকে ক'রে রাখি। যা' দেখে চঞ্চল হচ্ছিস—তা' যে আমার মঙ্গল হস্ত। এ বিশ্ব যে মঙ্গল দিয়ে গড়া—এ বিশ্বে বিন্দুমাত্র অমঙ্গল নাই। নাম কর্।


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



রাম রাম রাম। আঃ, প্রাণটা জুড়িয়ে গেল!

—হাঁ, আমার আশ্রিত যে, সে ভোগের দিকে চাইবে কেন? আমার ভক্ত ভোগ-বিষ্ঠার ক্বমি হ'তে পারে না। ভোগের উপাদান —অর্থ, স্ত্রী, পুত্র ইত্যাদি। তোর স্তূপীকৃত অর্থ তোকে মৃত্যু-সংসার হ'তে উদ্ধার করতে পারবে না। অর্থে কেবল অনর্থ আনবে, অর্থকে উপেক্ষা কর্। ঐ যে পচা-গলা নারীদেহ—মরে গেলে যা'তে পোকা বিজ বিজ করে, ঐ নারীদেহ কি ভোগের জিনিষ? ছি ছি, ওটা নরক—নরক। ওদিকে অমন ক'রে তাকাস না, ফিরে আয়—ফিরে আয়। ওই যে শত রোগের আকর, দুঃখ কষ্টের আগার, পচা গলা তোর দেহ, ও দেহ কখন যাবে তার স্থির নাই; আর তুই নিশ্চিন্ত হ'য়ে আছিস! মাঝে মাঝে অভিনয় দেখে শিউরে উঠছিস? ছি ছি সাজ্ সাজ্—মরণের জন্য প্রস্তুত হ। কি করছিস সব ছেড়ে দে।

—সব ছাড়া যায়?

—যায় বৈ কি। সব আমি, একা আমি সব সেজে তোর কর্ম্ম ক্ষয় ক'রে দিচ্ছি। আমিই তোর আত্মীয়-স্বজন, মাতা-ভগ্নী, স্ত্রী-পুত্র আদি। আমিই তোর গুরু, আমিই তোর শিষ্য ভক্ত। আমিই নিন্দা ক'রে তোর দুষ্কর্ম্ম ক্ষয় করে দিই, আমিই সুখ্যাতি ক'রে তোর সুকর্ম ক্ষয় করি। কার উপরে রাগ করবি? আমি-আমি-আমি—কা'কে ভালবাসবি? আমি-আমি-আমি। আয়, উঠে আয় স্থূলের রাজ্য ছেড়ে সূক্ষ্মে আয়, চোখ বুজে তোর দ্বিদলে দৃষ্টি স্থির কর —ঐ যে নীচের তলায় পাগলা মেয়ে ঘুমাচ্ছে—দে ধাক্কা মেরে তুলে দে। ওর সঙ্গে উপরি উপরি সাজান ছ'তলার ঘরগুলা বেশ ক'রে দেখ্। আর ছ'তলার ঘরখানার উপরেই প্রণবের স্থান। ঐ আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



প্রিয় নাম প্রণব। দেখতে দেখতে আমার ডাক। ঐ বিন্দু—ঐ নাদ। যা' ছ'তলার উপর চুপ ক'রে বসগে—ওখানে থাকতে পছন্দ হচ্ছে না? যা' সহস্রারে সূর্য্যরশ্মি আছে, ঐ রশ্মি ধ'রে সূর্য্যমণ্ডলে যা। যদি সহস্রারে সূর্যরশ্মিতে ধ্যান রাখতে পারিস তা'হলে তোর ইচ্ছামৃত্যু হবে। স্বেচ্ছায় ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ ক'রে, যখন ইচ্ছা তখন দেহত্যাগ করতে পারবি।

অনেক কথাই বলছ—আমি ত কিছু কুল কিনারা পাচ্ছি না।

—আমিই কুল—আমিই কিনারা। জপ কর। জপান্মুক্তিঃ। বল—ও ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ।

বলি—ও ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ

বল—ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ম্ ম্ ম্

বলি—ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ম্ ম্ ম্

ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ম্ ম্ ম্

ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ম্ ম্ ম্

শান্তিঃ। শান্তিঃ। শান্তিঃ।

---

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



—আমি তোকে বড় ভালবাসি।

—কেন ভালবাস?

—আমার ভালবাসার কোন কারণ নাই; আমি নিষ্কারণ ভালবাসি।

—আমি ত এমন কিছু করি না যা'তে তুমি আমায় ভালবাসতে পার?

—তথাপি আমি তোকে বড় ভালবাসি।

—শুধু কি আমায় ভালবাস?

—না, আমি সকলকে ভালবাসি।

—তুমি যদি সকলকে ভালবাস তবে তা'রা এত কষ্ট পায় কেন?

—ও সব আমার ভালবাসা।

—ওঃ কি মর্ম্মান্তিক ভালবাসা তোমার! এ কেমন ভালবাসা আমি বুঝতে পারি না।

—দেখ্ আমি সকলকে আমার কাছে রাখতে চাই। তা'রা যখন পার্থিব পদার্থে ভুলে উন্মাদ হ'য়ে যায়, আমাকে আর স্মরণ করতে পারে না, তখন আমি তা'দের মনঃকল্পিত মিথ্যা ভোগ কেড়ে নিয়ে, আমার স্মৃতি দিয়ে তা'দের কাছে রাখি। এ কি ভালবাসা নয়?

—ভোগটা কি মনঃকল্পিত?

—শুধু ভোগ কেন, এ জগৎটাই মনঃকল্পিত। জগতের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



কোন সত্যতা নাই। বন্ধ্যা-পুত্রের মত এ জগৎটা অলীক।

—যা' দেখছি তা' অলীক বলি কি ক'রে?

—ও দেখাটা ভুল!

—চক্ষু দুইটা ভুল দেখছে?

—হাঁরে! চোখ কি ভুল দেখতে পারে না? সেই আজিমগঞ্জে পশ্চিমদিকে সূর্য্যোদয়ের কথা মনে পড়ে না? তো'র যে চক্ষু আজীবন পূর্ব্বদিকে সূর্য্য ওঠা দেখেছে, সে সেদিন পশ্চিমদিকে সূর্য্য ওঠা দেখল কি করে?

—সেটা দিক-ভ্রম হয়েছিল।

—চোখ বুঁজে, পশ্চিমদিকে সূর্য্য ওঠে না, ইহা মনে মনে বিচার করে' যখন চোখ খুলেছিস তখনি পশ্চিমদিকে সূর্য্য উঠেছে, কেমন নয়?

—এ চোখ দুটোর দেখার ভ্রম গেল না।

—যেমন মানস প্রত্যক্ষ হল—সে ভ্রম কোথায় গেল তুই তা' জানতে পারলি না। তেমনি দিকভ্রমের মত এ জগৎ ভ্রম। পশ্চিমে সূর্য্য ওঠার মত—ব্রহ্মে জগৎ দর্শন। যতক্ষণ মানস প্রত্যক্ষ না হ'বে, ততক্ষণ জগৎ দর্শন যা'বে না, জগৎ দর্শন না গেলে শান্ত হ'তে পারবি না।

—মানস প্রত্যক্ষ হ'বে কি ক'রে?

—তোর মনটাকে আমার নামে, রূপে, গুণে, স্বরূপে ডুবিয়ে দে—তা'হলেই মানস-প্রত্যক্ষ হ'বে।

—কেমন করে' ডোবাবো?

—নাম করে' ডোবাবি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



—ওই যে চতুর্দ্দিক হ'তে হাহাকার এসে নাম করবার ব্যাঘাত করতে চায়?

—সাধ্য কি রে। জগতে এমন কোন ব্যাঘাত নাই যে—আমার আশ্রিতকে পথচ্যুত করতে পারে। অন্য পরে কোন কথা? রাম রাম গর্জ্জন শুনলে যমের হাতের যমদণ্ডও শিথিল হ'য়ে পড়ে। তুই ভাবিস তোর ভিতর অনেক দুর্ব্বলতা, অনেক ত্রুটি আছে, থাক না দুর্ব্বলতা, থাক না ত্রুটি—নাম করনা। সব চলে' যা'বে—যাবেই। যখন আমার কাছ থেকে স'রে যাবি তখন খুব চীৎকার করে' রাম সীতারাম বলিস; তোর দেহস্থ ছয়টা শত্রু, ভয়ে জড়সড় হ'য়ে পড়বে। কিছুতেই ভীত হ'স না। একবার পিছু ফিরে চেয়ে দেখ, তোকে আমি বুকে করে' রেখেছি। তোর শরীরের রক্ত কণায় যেমন কত জীবাণু আছে, সে সব জীবাণুর উর্দ্ধে, অধে, সম্মুখে, পশ্চাতে, ভিতরে, বাইরে, তুইই আছিস; তেমনি বিশ্বশরীরী আমি—আমার শরীরের মধ্যে তুই রয়েছিস।

তোর উর্দ্ধে, অধে, সম্মুখে, পশ্চাতে শুধু আমি আছি। আমি—আমি—আমি।

—কতদিন তোমার এই আমি আমি শুনছি। আর কতদিন এই আমি আমি বলবে?

—যতদিন না তোর—'আমি' আমার—আমিতে মিশে যায়—ততদিন বলব।

—যা' খুশী কর।

—তুই বসে' থাকিসনে—জপ কর্।

—কি জপ করব?

—আমার প্রিয় নাম!

—০—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

# ভগবান যাহা করেন মঙ্গলের জন্য

ক্ষেপার আনন্দের সীমা নাই। ক্ষেপার গুরু ক্ষেপাকে একটি কথা শিখাইয়াছেন, সে কথাটী ক্ষেপা যখন মনে করে তৎক্ষণাৎ দুঃখ-কষ্ট; রোগ-শোক, মান-অপমান, সব ভুলিয়া যায়। সে রাম রাম করিলে তবে সেই কথাটী তাহার মনে থাকে, রাম রাম ভুলিলেই গুরুদেবের সে কথাটী আর স্মরণ থাকে না। বড় কষ্টে পড়িয়া একদিন সে তাহার গুরুদেবকে বলিল—"ঠাকুর! আমায় এমন একটী কথা বলিয়া দিন যাহা মনে হইলে আমার কোন দুঃখ থাকিবে না।" শ্রীগুরুদেব বলিলেন "সর্ব্বদা রাম রাম জপ করিবে আর 'ভগবান যাহা করেন মঙ্গলের জন্য'—এই কথাটীতে স্থির বিশ্বাস রাখিবে; তোমায় রোগ, শোক, দুঃখাদি অভিভূত করিতে পারিবে না।" ক্ষেপা সেই অবধি ঐ কথাটী মনে করে আর রাম রাম করে, রাম রাম করা কম হইলে আর ঐ কথাটীতে বিশ্বাস রাখিতে পারে না। সে সর্ব্বত্র গুরু বাক্যটী প্রয়োগ অভ্যাস আরম্ভ করিল।

সে চিন্তা করিতে লাগিল—এই যে কঠিন কঠিন রোগ হয়, ঔষধে সারে না, চিকিৎসক হার মানিয়া যান—ইহাতে ভগবান কি মঙ্গল করেন? তাহার একজনের কথা মনে পড়িল—সেই লোকটী দারুণ রোগগ্রস্ত হইয়াই রাম রাম করা অভ্যাস করিয়াছে। তাহা হইলে রোগ দিয়া ভগবান মঙ্গল করেন বৈ কি। রোগও ভাল, রোগে মানুষ রাম রাম করিতে শিখে। স্বপ্নময় সংসারের জন্য হাহাকার করিতে ভুলিয়া যায়। রাম রাম রোগও ভাল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



রোগে-শোকে ভগবানের ভক্ত হয়। এই মিলিয়া গিয়াছে—ভগবান যাহা করেন মঙ্গলের জন্য। রাম রাম সীতা রাম।

আচ্ছা এই যে মানুষ গরীব হয়, খাইতে পায় না, একবেলা জোটে হয়ত একবেলা জোটে না, কাল খাইবার সংস্থান নাই—ইহাতে ভগবান কি মঙ্গল করেন? ক্ষেপা ভাবিতে লাগিল—মানুষ দরিদ্র হইলে অহঙ্কারশূন্য হয়, দরিদ্রের ব্যথা বুঝিতে পারে, দরিদ্র ব্যক্তিকে লোকে ঘৃণা করে, সে লোকের কাছে যাইতে পারে না, যাহার কাছে যায় সেই-ই ভাবে বুঝি কিছু চাহিবার জন্য আসিতেছে, ঐ বুঝি বলে আমায় কিছু দাও, সকলেই দরিদ্রের নিকট হইতে পাশ কাটাইতে চায়। দরিদ্রের নির্জ্জন ভিন্ন উপায় থাকে না। সে নির্জ্জনে থাকাতে প্রাণের মাঝে আপনার জনের সাড়া পায়, তখন তাঁহারই সঙ্গে কথা হয়, তাঁহারই সঙ্গে আলাপ করে, তাঁহাকে লইয়া দিবারাত্র আনন্দে থাকে। সাধুগণ দরিদ্রকে বড় ভালবাসেন। দরিদ্রের গৃহে সাধুগণ পদার্পণ করিয়া তাহাকে কৃতার্থ করেন! ভগবানের নিকটবর্ত্তী করিয়া দেন। সে ভগবানের কৃপা লাভ করে। ঠাকুরটী অকিঞ্চনের ধন কিনা। যতক্ষণ কিছু আপনার বলিয়া থাকিবে ততক্ষণ ঠাকুরটী দূরে দূরে থাকেন, যেমন আপনার বলিবার সব ফুরাইয়া যায়, অমনি ঠাকুরটী আসিয়া বুকে তুলিয়া লন। ঠাকুরটীর চিরকাল ঐ একই ধারা। ক্ষেপা একজনের কথা জানিত, সে ব্যক্তি দরিদ্র হইলেও কত আনন্দ ভোগ করিয়া থাকে এবং কিরূপ আশ্চর্য্যভাবে দ্রব্যাদি আসিয়া তাহার বিগ্রহের সেবা হয়। দারিদ্র্যই মানুষকে ভগবানের পথে লইয়া যায়! এই মিলিয়া গিয়াছে—ভগবান যাহা করেন মঙ্গলের জন্য। ক্ষেপা ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল ঘটনাতেই মিলাইতে লাগিল। প্রত্যেক ঘটনায় 'ভগবান যাহা করেন মঙ্গলের জন্য' এই কথার অসঙ্গতি সে দেখিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



পায় না। রোগে-শোকে, দুঃখে-যন্ত্রণায়, সে দেখে ভগবান যাহা করেন মঙ্গলের জন্য। সময় সময় কি মঙ্গল করেন সে বুঝিতে না পারিলেও সে স্থির জানে ভগবান যাহা করেন মঙ্গলের জন্য।

সে একটি স্ত্রীলোককে জানিত। যৌবনেই বিধবা হইয়া পিতার গৃহে আশ্রয় লইয়াছিল, সংসারে দারুণ কষ্ট—সর্ব্বদা হাহাকার, ইহাতে সে বুঝিতে পারিল না ভগবান কি মঙ্গল করিলেন। কিছুদিন পরে ক্ষেপা শুনিল—মেয়েটি সর্ব্বদা গুরু গুরু জপ করিতেছে, আর কিছুদিন পরে দেখিল মেয়েটি সমাধি লাভ করিয়াছে। তাহার কথা মিলিয়া যাইল, সে নাচে আর বলে—ভগবান যাহা করেন মঙ্গলের জন্য। রাম রাম সীতারাম।

সে একজন দুশ্চরিত্র মণ্ডপকে দেখিয়া প্রথমে মিলাইতে পারে নাই—ভগবান কি মঙ্গল করিয়াছেন। কিছুদিন পরে মণ্ডপের মদে অরুচি আসিল, নারীসঙ্গে ঘৃণা আসিল। সে মহা হরিভক্ত হইয়া সর্ব্বদা ভগবৎ কথার প্রসঙ্গে দিন যাপন করিতে লাগিল। সে শ্রীভগবানের দাস হইয়া ধন্য হইল। ক্ষেপার আনন্দের সীমা নাই। ক্ষেপা নাচে আর বলে—ভগবান যাহা করেন মঙ্গলের জন্য।

ক্ষেপা দেখিল একজন পাওনাদার দেনাদারকে অত্যন্ত কটূক্তি করিতেছে। দেনাদার নীরবে ভগবানকে ডাকিতে ডাকিতে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। উপস্থিত তাহার দেনা শোধ করিবার কোন উপায় নাই। এখানে ভগবান কি মঙ্গল করিলেন? ক্ষেপা কিছু স্থির করিতে না পারিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—ভগবান যাহা করেন মঙ্গলের জন্য। দেনাদার বলিল—ঠিক বলিয়াছ, মনিব আমার বড় বিশ্বাস করিতেন, আমি মনিবের অনেক টাকা চুরি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS


করিয়াছিলাম—সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে। ভগবান যাহা করেন মঙ্গলের জন্য, জয় ভগবান।

ক্ষেপা একদিন ভাবিল আচ্ছা দরিদ্র হইলে মানুষ যদি সৌভাগ্য থাকে তাহা হইলে ভগবানকে ডাকে, নচেৎ চুরি জুয়াচুরিও ত করে, এখানে ভগবান কি মঙ্গল করিলেন? ক্ষেপা এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে না পারিয়া, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শ্রীভগবানের চরণ দুইখানি চিন্তা করিতে লাগিল। সে দেখিল মনের মধ্যে লেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে—'ইহারা চুরি জুয়াচুরি করিয়া কর্ম্মক্ষয় করিতেছে'। ক্ষেপা উচ্চৈঃস্বরে বলিল—ভগবান যাহা করেন মঙ্গলের জন্য।

ক্ষেপা রাম রাম করিতে করিতে মনে করিতেছে, আচ্ছা ঐ যে ডাকাত লোকের মাথায় লাঠি মারে, সর্ব্বস্ব অপহরণ করে, সর্ব্বনাশ করে, লোককে পুড়াইয়া মারে, লোকের উপর অমানুষিক অত্যাচার করে—ইহাতে ভগবান কি মঙ্গল করিলেন? ক্ষেপা কোন কুল কিনারা না পাইয়া মনের দিকে চাহিয়া দেখিল—এক নির্জ্জন তুলসী কাননে বসিয়া ডাকাত হরিনাম জপ করিতেছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গে রাম নামাঙ্কিত, কণ্ঠে তুলসীমালা, হস্তে তুলসী মালাতে জপ করিতেছে—

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে॥

নয়নজলে তাহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইয়া যাইতেছে। ক্ষেপা বলিল—বারে ডাকাত, তুই বুঝি কর্ম্মক্ষয় করিতেছিস? বেশ বেশ। জয় ভগবান। ভগবান যাহা করেন মঙ্গলের জন্য।

ক্ষেপা একদিন দেখিল, একজন বৃদ্ধকে তাহার পুত্র ও পুত্রবধু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



মারিতে মারিতে বাটী হইতে বাহির করিয়া দিতেছে, বৃদ্ধ উচ্চৈঃ-স্বরে ক্রন্দন করিতেছে! ক্ষেপা ভাবিল এই রে, এইখানে বুঝি অমিল হয়। কিন্তু সে পিছাইবার ছেলে নহে। ভগবান যাহা করেন মঙ্গলের জন্য—বলিয়া সে বৃদ্ধের নিকট উপস্থিত হইল। বৃদ্ধ অশ্রু মুছিয়া আনন্দের সহিত বলিল—সত্যই, ভগবান যাহা করেন মঙ্গলের জন্য। আমি আমার পিতামাতার উপর এইরূপ ব্যবহার করিয়াছিলাম; আমার প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে। ভগবান তুমি সত্যই যাহা কর মঙ্গলের জন্য।

ক্ষেপা কোনদিন মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল—আচ্ছা এই যে নূতন নূতন রোগ, কালাজ্বর, বেরিবেরি, ক্ষয়কাশ, অজীর্ণ, অম্বল, ওলাউঠা, বসন্ত, প্লেগ ও আর কত রকম বিরকমের কুৎসিৎ কুৎসিৎ রোগে কত লোক পীড়িত হইতেছে—ইহাতে ভগবান কি মঙ্গল করিলেন?

ক্ষেপা, ক্ষেপা কি না—সে যেমন চোখ বুজিয়া রাম রাম করিতে বসিল, দেখিল সম্মুখে হাওড়া ষ্টেশন লোকে লোকারণ্য, একাকারের মহাতীর্থ, চায়ের দোকানে বড় ভীড়। একজন বসন্ত রোগী মুচি এক পেয়ালা চা পান করিয়া যেমন চলিয়া যাইল, এক ব্রাহ্মণ যুবক সেই মুচির উচ্ছিষ্ট পেয়ালায় চা পান করিয়া বসন্ত রোগকে আহ্বান করিল। সে এইরূপে বসন্ত রোগের বীজ লইয়া দেশে গিয়া বীজ ছড়াইয়া দিল; নিজে মরিল, গ্রামটাকে মারিল। ক্ষেপা ভাবিল ও হরি, ঐ মুচি-মুদ্দফরাসের প্রসাদ ভোজন করিয়াই বুঝি এত বাড়াবাড়ি। যেমন রোগ তাহার তেমনি প্রায়শ্চিত্ত। ক্ষেপা দেখিল কলেরা, যক্ষা, বেরিবেরি, কালাজ্বর, বসন্ত প্রভৃতি কঠিন কঠিন রোগের বীজাণু সকল চতুর্দ্দিকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



ঘুরিতেছে। ঐ চা-বিস্কুট-কেক দিয়া শরীরে প্রবেশ করত দেহকে ধ্বংস করিয়া দিতেছে। ক্ষেপার কথার মীমাংসা হইয়া যাইল। এই অনাচার-ব্যভিচার জনিত পাপ ক্ষয় করিবার জন্য ভগবান রোগরূপ মঙ্গল করেন। জয় সীতারাম।

ক্ষেপার সম্মুখ হইতে সে দৃশ্য সরিয়া যাইল। ক্ষেপা দেখিল সম্মুখে একটা দোকান, তাহাতে কত রকম মাছ, ডিম ও মাংসের তরকারী সজ্জিত রহিয়াছে। ক্ষেপা সেই সব তরকারীর নামও জানে না। সেই সব ব্যঞ্জনের উপর কুকুর, কাক, ভিক্ষুক, লোভী এরূপভাবে দৃষ্টি দিয়াছে যে—সেই সব ব্যঞ্জন জলিয়া গিয়াছে। যে, যেমন ভোজন করিতেছে তৎক্ষণাৎ তাহাকে অজীর্ণ, অম্ল, অম্লশূল ইত্যাদি রোগে গ্রাস করিতেছে। ক্ষেপা ভাবিল—এই সব পেটুকদের রোগ মঙ্গলই বটে, ইহাদের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া যাইতেছে। ক্ষেপা আবার একটি নূতন দৃশ্য দেখিল—একটি অস্থি-চর্ম্মসার দন্তহীন ব্রাহ্মণ যুবক উদরের যন্ত্রণায় চীৎকার করিতেছে, তাহার কিছু ভোজন করিবার উপায় নাই, যাহা ভোজন করে জীর্ণ হয় না, অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়। এখানে ভগবান কি মঙ্গল করিলেন—ক্ষেপা স্থির করিতে না পারিয়াও বলিল 'ভগবান যাহা করেন মঙ্গলের জন্য'। ব্রাহ্মণ যুবক বলিল—সত্য, তাঁহার কোন অবিচার নাই। আমি ব্রাহ্মণ—মুখ না ধুয়ে, বিছানায় বসে' চা খেয়ে তবে উঠেছি। কখন সন্ধ্যাহ্নিক কিছু করিনি, চিরদিন কেবল উদর সেবা করেছি, তাই আজ ভোজনের শক্তি নাই—অজীর্ণে ও অম্লে প্রাণ যায়। দিবারাত্র ছাগলের মত দোক্তা দিয়ে পান খেয়েছি, যেখানে সেখানে যা'র তা'র হাতের সাজা পান খেয়ে নিজের উদারতা দেখিয়েছি, তা'র ফলে দাঁতগুলা সব গেছে। সর্ব্বদা মাথা ঘুরছে, একটা কথা মনে থাকে না, কেহ মিষ্ট বাক্য বললেও রূঢ় কথা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



ব'লে ফেলি। যুবক কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল—ওগো তোমরা বিষ খেয়ে আত্মহত্যা কোরো সেও ভাল, তথাপি আমার মত পান-দোক্তা-চা খেয়ো না। ক্ষেপার আর কোন সংশয় নাই। সে সহর্ষে বলিল—ভগবান যাহা করেন মঙ্গলের জন্য। ক্ষেপা মনে মনে করিল, আচ্ছা, নিষ্ঠাবান আচারপরায়ণ লোক যাঁহারা, তাঁহাদেরও রোগ হয়। তৎক্ষণাৎ সে কথার মীমাংসা হইয়া যাইল। দুষ্কর্ম্মই রোগের কারণ—সে ইহজন্মকৃত না হইলেও ফল যাইবে কোথায়? পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম, রোগরূপে আসিয়া নিষ্ঠাবান ব্যক্তিগণকেও পাপমুক্ত করে। এই মিলিয়া গিয়াছে, ভগবান যাহা করেন মঙ্গলের জন্য।

ক্ষেপার মাথাটা ক্রমশঃ খারাপ হইয়া যাইল। সে আর অমঙ্গল খুঁজিয়া পায় না। যাহাকে অমঙ্গল মনে করিয়া আকুল হয়, কিছুক্ষণ রাম রাম করিলে তাহাই মঙ্গল হইয়া যায়। ক্ষেপা আনন্দসাগরে ভাসিতেছে। একদিন ক্ষেপা একটা রাস্তা দিয়া যাইতেছে, এমন সময় দেখিল, একটা বৃদ্ধা কাঁদিতে কাঁদিতে আসিতেছে—ওরে বাপরে—কোথা গেলিরে—আমার যে আর কেউ নেই রে—আমায় কে দেখবে রে—আমায় কে খেতে দেবে রে—তোর জন্য সর্ব্বস্ব খোয়ালাম, তোর জন্য পথে বসলাম, তোর জন্য আমার ভিক্ষা সার হ'ল রে! ক্ষেপা বুঝিল বৃদ্ধার একমাত্র পুত্র দেহত্যাগ করিয়াছে। আহা! বৃদ্ধার কি উপায় হইবে? আচ্ছা ভগবান এখানে কি মঙ্গল করিলেন? কিন্তু ক্ষেপা বলিতে ছাড়িল না, সে বৃদ্ধার কাছে যাইয়া বলিল—ভগবান যাহা করেন মঙ্গলের জন্য। বৃদ্ধা এই নিদারুণ সময়ে অদ্ভুত কথা শুনিয়া ক্ষেপার মুখের দিকে চাহিল। ক্ষেপা সেইস্থানে বসিয়া শ্রীভগবানের চরণ চিন্তা করিতে লাগিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



ধীরে ধীরে ক্ষেপার অন্তরাকাশে একটী পুরুষ, একটী স্ত্রীলোক আসিয়া দাঁড়াইল—পুরুষটী বলিল আমার সুদ শুদ্ধ সমস্ত টাকা শোধ করে দাও, নচেৎ ভাল হবে না—তোমার মহা অনিষ্ট হ'বে। স্ত্রীলোকটী বলিল—কোথা থেকে দিব বাবা, আমার কিছু নাই, আমি খেতে পাই না, ভিক্ষা করে খাই, এ অবস্থায় তোমায় কি করে' টাকা দিই? পুরুষটী বলিল—কি করে' দেবে কেমন করে' জানব? আমার টাকা না দিলে নিস্তার পা'বে না, আমি যেমন করে' পারি, সুদ শুদ্ধ টাকা আদায় করব; আমায় যেমন কাঁদাচ্ছ তোমায় তেমনি কাঁদাব। স্ত্রীলোকটী বলিল—কি করে' আদায় করবে বাবা, আমার যে কিছু নাই! পুরুষটী বলিল—আগামী-জন্মে আমি তোমার পুত্র হ'ব—সমস্ত নষ্ট করে', বুকের রক্ত দিয়ে আমায় মানুষ করবে। তারপর আমি সমস্ত টাকা আদায় করে' দেহত্যাগ করব। যেমন টাকার শোকে আমি কাঁদছি, তেমনি তোমায় আমার শোকে বৃদ্ধ বয়সে কাঁদতে হ'বে।

ক্ষেপার চটকা ভাঙিয়া গেল। রাম-রাম—রোক-শোধ। 'ভগবান যাহা করেন মঙ্গলের জন্য' বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

বৃদ্ধা এতক্ষণ ক্ষেপার মুখপানে চাহিয়াছিল। ক্ষেপার মুখ দেখিয়া সে বুঝিয়াছিল তাহার দেহ এখানে থাকিলেও সে এখানে ছিল না। বৃদ্ধা ক্ষেপার পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—রোক-শোধ বললে কেন বাবা? ক্ষেপা বলিল—আরে পা ছাড়—পা ছাড়, আমি ক্ষেপা মানুষ। আমি স্বপ্ন দেখিলাম তুই যেন দেনাদার আর তোর ছেলে পাওনাদার, সে টাকা আদায় করিতে আসিয়াছিল। এই কথা বলিয়া ক্ষেপা যাহা দেখিয়াছিল বলিল। বৃদ্ধা বলিল—ঠিক তাই, ও আমার ছেলে নয়, পাওনাদারই বটে বাবা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



আমি এখন কি করব? কোথায় দাঁড়াব? আমার যে কেউ নেই! ক্ষেপা আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল—"সবাই ছেড়েছে নাহি যার কেহ, তা'রও আছ তুমি আছে তব স্নেহ। নিরাশ্রয় জন পথ যা'র গৃহ, সেও আছে তব ভবনে।" ওরে মা! তুই রাম রাম কর, তোর যে সে আছে রে; জগৎ জুড়ে তাঁর ঘর, তুই তাঁকে ডাক্— ঐ দেখ কেমন চোখ দুটা। বৃদ্ধা রাম-রাম করা আরম্ভ করিল। ক্ষেপা রাম-রাম করিতে করিতে ছুটিল। শুধু আনন্দ। কেবল মঙ্গল। ভগবান যাহা করেন মঙ্গলের জন্য।

ক্ষেপা একদিন শ্মশানঘাটে যাইয়া দেখিল—ধূ-ধূ করিয়া চিতা জ্বলিতেছে, চটপট করিয়া মাঝে মাঝে শব্দ হইতেছে, দাহকারিগণ এক একবার বাঁশের দ্বারা চুলীতে আঘাত করিতেছে, আর একটী পরমা সুন্দরী যুবতী সেইস্থানে পড়িয়া আকুল হইয়া কাঁদিতেছে। ক্ষেপা বুঝিল এই রমণীরই স্বামী মরিয়াছে। ক্ষেপার অভ্যস্ত জিহ্বা উচ্চারণ করিল—ভগবান যাহা করেন মঙ্গলের জন্য। কি মঙ্গল জানিবার জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ক্ষেপা রাম রাম করিতে করিতে অন্তরাকাশে উপস্থিত হইয়া দেখিল একটী যুবক ম্লানবদনে দাঁড়াইয়া আছে, আর একটী যুবতী তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে—তোমার মত হাড় হাবাতের হাতে পড়ে' আমার খোয়ারের সীমা নাই। না একখানা ভাল কাপড়, না একখানা সেমিজ, না একশিশি এসেন্স, না একখানা সাবান, না একখানা গহনা—কিছুই নেই। ছি-ছি কোনও সখই আমার মিটল না। পেটে খাওয়া, এ কে না খায়? শেয়াল কুকুরেও খায়।

যুবক ব্যথিত কণ্ঠে বলিল—দেখ আমি যা' উপার্জ্জন করি— সব তোমার পাদপদ্মে অর্পণ করি। তোমার জন্য আমার মা-বাবা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



ভাই বোন কখনও সুখী হয়নি, তোমার জন্য আমার সোনার সংসারে আগুন জ্বলে উঠেছে, সব চলে' গেছে—আর কেহ নাই—শান্ত হও, এস পবিত্রভাবে ভগবানকে নিয়ে সংসার করি। যুবতী আরও ক্রুদ্ধা হইয়া বলিল—মুখে আগুন, মুখে আগুন—অমন সোয়ামির মুখে আগুন। বিয়ে করেছিলে কেন? বাপ মা নিয়ে থাকলেই হ'ত। ভগবান—ভগবান—বড় ভগবান-ওয়ালা হ'য়েছিস! কৈ তোর ভগবান আমায় গয়না, কাপড়, সাবান দিক দেখি—কেমন ভগবান? মর্ মর্—এমন সোয়ামী থাকার চেয়ে সাতজন্ম রাঁড় হয়ে' থাকা ভাল। যুবক বলিল—তথাস্তু। তা'ই হ'বে। সাত-জন্ম তুমি বিধবা হ'য়ে থাকবে, যেমন বয়ঃপ্রাপ্ত হ'বে—অমনি বিধবা হ'বে!

ক্ষেপার চমক ভাঙিল। কোথায় যুবক কোথায় যুবতী। চুলী খুব বেশী জ্বলিয়া উঠিল। ক্ষেপা—ভগবান যাহা করেন মঙ্গলের জন্য বলিয়া নাচিতে লাগিল। ক্ষেপার অমঙ্গল হারাইয়া গিয়াছে, সে শুধু মঙ্গল দেখিতেছে। সব মঙ্গল, সব মঙ্গল। রোগ মঙ্গল, শোক মঙ্গল, অর্থাভাব মঙ্গল, অর্থস্বাচ্ছল্য মঙ্গল, মান মঙ্গল, অপমান মঙ্গল, সুখ মঙ্গল, দুঃখ মঙ্গল, বিধবা মঙ্গল, সধবা মঙ্গল, পুত্র মঙ্গল, কন্যা মঙ্গল, কেবল মঙ্গল। মঙ্গলময় ঠাকুরটী কেবল মঙ্গল দিয়াই এই বিশ্ব গড়িয়াছেন। জয় মঙ্গলময় শ্রীভগবান। জয়—ভগবান যাহা করেন মঙ্গলের জন্য।

—০—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

# দ্বার ও পথ

চেলা। ঠাকুর, বলিতে পারেন এইবার মরিয়া কোথায় যাইব?

ক্ষেপা। খুব পারি তুমি যদি আমার কথার সত্য উত্তর দাও।

চেলা। বলুন কি কথা?

ক্ষেপা। বলিতেছি। দেখ, কালো ঠাকুরটি বলিয়াছেন যে নরকের বড় বড় তিনটা দরজা আছে, সেই তিনটা দরজার নাম কাম, ক্রোধ লোভ। তাহা ত্যাগ করিয়াছ কি বাপু?

চেলা। আজ্ঞে তাহা ত পারি নাই।

ক্ষেপা। এইবার মরিয়া নিশ্চয়ই নরকে যাইবে।

চেলা। আচ্ছা ঠাকুর, নরকের দ্বার কি প্রকারে ত্যাগ করা যায়?

ক্ষেপা। সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেই কাম মরিয়া যাইবে। কাম মরিলেই ক্রোধ থাকিবে না। সকল বস্তুর অসারতা চিন্তা করিলে লোভ থাকে না। শাস্ত্র-পথ অবলম্বন করিলে লোভ খুব সহজে নষ্ট করা যায়। ধর তোমার মাছ-মাংসে খুব লোভ আছে, কিন্তু তুমি প্রতিজ্ঞা করিলে, শাস্ত্রমত মাছ মাংস খাইবে; শাস্ত্র নিষেধ করিয়াছেন—অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা, সংক্রান্তি, রবিবার দশমী, একাদশী, দ্বাদশী উভয় পক্ষের হিসাব করিয়া ১৬।১৭ দিন মাছ-মাংস খাইতে নাই। অপ্রসাদী-মাংসের কথাই ত নাই। এইরূপ শাস্ত্র মত চলিলে মাছ মাংসের লোভ স্বতঃই নষ্ট হইয়া যাইবে। শুধু লোভ বলিয়া কেন, শাস্ত্রপথে চলিলে খুব শীঘ্র



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



নরকের দ্বার তিনটা রুদ্ধ করা যায়। হাঁ, আর একটা দ্বারের কথা ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

'দ্বারং কিমেকং নরকস্য—নারী'।

'কি এক নরক দ্বার রমণী রতন'—বুঝিলে বাবা, যতক্ষণ নারীতে আসক্তি আছে ততক্ষণ পোঁটলা পুঁটলি বাঁধিয়া নরকে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাক, যেমন মরিবে সঙ্গে সঙ্গে নরকে যাইবে। কি জান বাপু, যতদিন মাতৃ-জাতিকে মাতৃ-মূর্ত্তিতে না দেখিবে—'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা,' জানিয়া 'নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ' করিতে না পারিবে, যতদিন—'স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু' ঠিক না হইবে, ততদিন নিস্তার নাই। মরিলেই নরক, এ সম্বন্ধে—অলমিতি বিস্তরেণ।

চেলা। আচ্ছা ঠাকুর! কে কোথা হইতে আসিয়াছে কেমন করিয়া জানা যায়?

ক্ষেপা। মানুষকে দেখিলেই বুঝা যায় কে কোথা হইতে আসিয়াছে। নরকগত মানুষের চিহ্ন এইরূপ—

সরোগতা সাধুজনেষু বৈরং
পরোপতাপ দ্বিজবেদনিন্দা।
অত্যন্ত কোপ কটুকা চ বাণী
নরস্য চিহ্নং নরকে গতস্য।

—গর্গসংহিতা। অশ্বমেধ খণ্ড।

সরোগতা, সাধুজনে শত্রুতা, পরোপতাপ, ব্রাহ্মণ ও বেদের নিন্দা, অত্যন্ত কোপ এবং কটুবাক্য যাহাতে দেখিবে, বুঝিবে সে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



নারকী জীব। আবার স্বর্গ হইতে যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহাদের, লক্ষণ শুনিবে?—

স্বর্গগতানামিহ জীবলোকে
চত্বারি চিহ্নানি সদা বসন্তি।
দান প্রসঙ্গো মধুরা চ বাণী
দেবার্চ্চনং ব্রাহ্মণ পূজনঞ্চ ॥

—গর্গসংহিতা। অশ্বমেধ খণ্ড।

স্বর্গ হইতে যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহাদের এই চারিটি চিহ্ন থাকিবে—দান প্রসঙ্গ, মধুরবাণী, দেবতার অর্চ্চনা ও ব্রাহ্মণের পূজা। গরুড় পুরাণে, কর্ম্ম বিপাকে নরকাগত ও স্বর্গাগত জীবের লক্ষণ কিছু বেশী দেখা যায়। তাহা এইরূপ—নরকাগতের লক্ষণ—পর-নিন্দা, কৃতঘ্নতা, পরমর্ম্মাবঘাত, নিষ্ঠুরতা, নির্ঘৃণত্ব, পরদার সেবা, পরস্ব হরণ, অশৌচ, দেবতার নিন্দা, বঞ্চনা, কৃপণতা,—ইত্যাদি। স্বর্গাগতের লক্ষণ—সর্ব্বভূতে দয়া, পরলোকের জন্য কর্ম্মানুষ্ঠান, সত্য এবং ভূতহিতকর বাক্য, বেদ প্রামাণ্য—দর্শন, গুরু, দেব ও ঋষিগণের পূজা, কেবল সাধুসঙ্গ, সৎক্রিয়ার অভ্যাস ও মৈত্রী। বাবা, এই লক্ষণগুলি বেশ করিয়া জানিয়া রাখ, কাহার কোথা হইতে শুভাগমন হইয়াছে দেখিলেই বুঝিতে পারিবে।

চেলা। আর যায় কোথা? দেখিলেই চিনিয়া লইব। আচ্ছা ঠাকুর! যেমন নরকে যাইবার দ্বার আছে সেইরূপ স্বর্গে যাইবারও ত দ্বার আছে?

ক্ষেপা। আছে বৈকি! সাতটা দ্বার আছে—

তপশ্চ দানঞ্চ শমো দমশ্চ
হ্রীরার্জ্জবং সর্ব্বভূতানুকম্পা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



স্বর্গস্থ লোকস্থ বদন্তি সন্তঃ
দ্বারাণি সপ্তৈব মহান্তি পুংসাম্॥

তপ, দান, শম, দম, হ্রী, সরলতা, সর্ব্বভূতে দয়া—এই সাতটি যে মানবে দেখিবে, বুঝিবে তিনি স্বর্গ পথের যাত্রী। এই তপস্যা দানাদির কথা কালো ঠাকুরটী তাঁহার গীতায় বেশ করিয়া বুঝাইয়াছেন।

চেলা। আচ্ছা ঠাকুর, ধর্ম্মের কোন পথ আছে ?

ক্ষেপা। আছে বৈ কি গো—

ইজ্যাধ্যয়নদানানি তপঃ সত্যং ধৃতিঃ ক্ষমা।
অলোভ ইতি মার্গোঽয়ং ধর্ম্মশ্চাষ্টবিধঃ স্মৃতঃ ॥

যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, তপস্যা, সত্য, ধৈর্য্য, ক্ষমা, অলোভ—এই আটটি ধর্ম্মের পথ। তুমি যদি ধার্ম্মিক হতে চাও, তাহা হইলে এই আটটিকে আশ্রয় করিবার জন্য প্রাণপণ কর, তুমি ধার্ম্মিক হইলে ধর্ম্ম তোমায় সর্ব্বদা রক্ষা করিবেন। কালো ঠাকুরটি ধার্ম্মিককে বড় ভালবাসেন, সেইজন্য ধর্ম্মস্থাপনের নিমিত্ত বার বার তাঁহাকে যাতায়াত করিতে হয়। কখন কূর্ম্ম, কখন বরাহ, কখন নৃসিংহ, কখন বামন, কখন পরশুরাম, কখন রাম, কখন বলরাম, কখন বা বুদ্ধ, কখন কল্কীরূপ ধারণ করিতে হয় ; কখন কৃষ্ণরূপ ধারণ করিয়া আগমন করেন। এই সেইদিন একটি তাঁহার জন্মদিন গিয়াছে। এই ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে জন্মগ্রহণ করিয়া অনেক কীর্ত্তিই করিয়াছেন। মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, গর্গসংহিতা—এই সব গ্রন্থগুলিতে কালো ঠাকুরটির কীর্ত্তি কথাই বর্ণিত হইয়াছে। মানুষ যদি এই গ্রন্থগুলি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

পাঠ বা শ্রবণ করিয়া লীলা ধ্যান করে, তাহা হইলে লঘুপায়ে সংসার সাগর উত্তীর্ণ হইতে পারে। দেখ যুগে যুগে কালো ঠাকুরটির যাতায়াত আছে বলিয়াই আজ ভারত অধ্যাত্মরাজ্যের মুকুটমণি, জ্ঞানী ও যোগিগণের পুণ্য তপোবন।

চেলা। ধর্ম্মের কথা শুনিলাম। আচ্ছা ঠাকুর, মোক্ষের পথ আছে ?

ক্ষেপা। আছে বৈ কি। যেমন নরকের তিনটা দ্বার তেমনি মোক্ষের তিনটা পথ। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

মার্গাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তাঃ পুরা মোক্ষাপ্তি সাধকাঃ।
কর্ম্মযোগো জ্ঞানযোগো ভক্তিযোগশ্চ শাশ্বতঃ॥

—অধ্যাত্ম রামায়ণম্।

কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ—এই তিনটি মোক্ষ-প্রাপ্তির পথ।

চেলা। আচ্ছা ঠাকুর, কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি কাহাকে বলে ?

ক্ষেপা। যাহা করা যায় তাহাই কর্ম্ম, শ্রীভগবানের প্রীতির জন্য নিষ্কাম ভাবে যাহা করা যায় তাহাই কর্মযোগ। সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শনই জ্ঞান। জ্ঞানের পথ বিচার। ব্রহ্ম কি, আমি কি, জগৎ কি—জগৎ কোথা হইতে আসিল, ব্রহ্ম ভিন্ন জগৎ বলিয়া স্বতন্ত্র কিছু আছে কি না—এই সব বিচারের নাম জ্ঞান। এই বিচারের দ্বারা মানুষ সদ্যোমুক্তি লাভে সমর্থ হয়।

চেলা। আর তাহা যাহারা না পারে ?

ক্ষেপা। তাহারা ভক্তিপথ অবলম্বন করিবে। ঈশ্বরে পরম অনুরক্তিই ভক্তি— ইহা শাণ্ডিল্য বলেন। নারদ বলেন—'সা কস্মৈ পরম প্রেমরূপা'। ব্যাস বলেন—'পূজাদিষ্বনুরাগ'। 'কথাদিষ্বনুরাগ'—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



গর্গ। আরও ভক্তি সূত্র শুনিবে? 'সানুরাগরূপা' স্নেহ প্রেম 'শ্রদ্ধাতিরেকাদলৌকিকেশ্বরানুরাগরূপা'—এ কথা অঙ্গিরা বলেন। শঙ্কর বলেন—আত্মানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যভিধীয়তে। গোপাল-তাপিনী শ্রুতিতে দেখা যায়—ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধি নৈরাশ্যে নামুষ্মিন্ মনঃ কল্পনমেব তদেব নৈষ্কর্ম্ম্যং'—বুঝিলে?

চেলা। কিছু না। আপনি সংস্কৃত ছাড়িয়া সহজ করিয়া বলুন।

ক্ষেপা। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন—এই নববিধা ভক্তি। এই ভক্তি সাধনে মানুষ কৃতার্থ হইয়া যায়। ভক্তি লাভের আরও উপায় আছে—ভক্তসঙ্গ, নিরন্তর ভগবান ও ভক্তের সেবা, একাদশীর উপবাসাদি, ভগবৎ পর্ব্বানুমোদন—ইহার দ্বারা ভক্তি লাভ করা যায়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের যাহার যেরূপ সংস্কার, সে বর্ত্তমান জন্মে সেই পথই গ্রহণ করিবে।

চেলা। আচ্ছা ঠাকুর, মোক্ষের দ্বার আছে?

ক্ষেপা। আছে বৈ কি—মোক্ষের একটি দ্বার 'নিঃসঙ্গ'। এই দ্বারে চারিজন দ্বারপাল পাহারা দিতেছে। সেই চারিজনের নাম শম, বিচার, সন্তোষ, সাধুসঙ্গ। যদি একজনেরও সঙ্গে কোন প্রকারে ভাব করিয়া ফেলিতে পার তাহা হইলে আর কোন চিন্তা নাই, অনিবার্য্য মোক্ষ লাভ করিবে। ইহারা এত শক্তিসম্পন্ন যে প্রত্যেকের দ্বার মুক্ত করিয়া দিবার শক্তি আছে।

চেলা। আচ্ছা ঠাকুর, যে শম, দম, বিচার, সাধুসঙ্গ, কিছু পারে না তাহার মোক্ষ লাভ করিবার কোন উপায় কি আপনার জানা আছে? আপনাকে অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করিলাম কিন্তু আমি যে অকূল পাথার দেখিতেছি। আমি যে ভক্তির সাধন, জ্ঞানের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



সাধন কিছুই করিতে পারি না। আমি যে কোন প্রকারে নরকের দ্বার রোধ করিতে পারিতেছি না। দিন দিন নরকের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছি! আমি কেমন করিয়া নিস্তার পাইব? বলুন, বলুন ঠাকুর। আমার কি কোন উপায় আছে? আমায় রক্ষা করুন—আমি আপনার শরণাগত।

ক্ষেপা। আছে আছে, উপায় আছে। সে বড় কঠিন কিছু নয়, দুইটি অক্ষর সর্ব্বদা উচ্চারণ করিলে আর কোন চিন্তা থাকিবে না, সব হইয়া যাইবে। একজন বিখ্যাত দস্যু সেই দুইটি অক্ষর জপ করিয়া (তাহাও ব্যস্তাক্ষর) ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থই এই কলিযুগে সাধনকুণ্ঠ-জীবের লঘূপায়। সেই গ্রন্থ পাঠে, শ্রবণে মননে, মানব পরমগতি লাভ করে। আর ঐ ক্ষেপা ঠাকুর শ্মশানে মশানে সর্ব্বদা সেই দুইটি অক্ষর জপ করিতেছেন। এক মুখে বলিয়া তৃপ্তি না হওয়ায় পঞ্চমুখ হইয়া নাম করিতেছেন। ভোলা অবিরাম নাম করিয়া প্রেমে পাগল, বাহ্যজ্ঞান শূন্য। নামের বলে মৃত্যুকে পর্য্যন্ত জয় করিয়াছেন। আপনি অণুক্ষণ নাম লইয়া আছেন, আর কাশীতে মুমূর্ষুর দক্ষিণ কর্ণে নাম শুনাইয়া শুনাইয়া মুক্তি দিতেছেন। আবার ইঁহার যিনি অর্দ্ধাঙ্গিনী তিনি ত নামে পাগলিনী। এই ত গেল পাগল পাগলিনীর কথা। আর একজন চারিমুখে ঐ অক্ষর দুইটি জপ করিতেছেন, সেই জপের বলে তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা। আর একজন ঠাকুরটিকে বলিয়াছিলেন—ঠাকুর তোমার নাম জপ করিয়া আমার তৃপ্তি হইতেছে না, আমি যেন চিরকাল নামই জপ করিতে পারি। অদ্যাপি যে স্থানে নাম হয়, তিনি সেই স্থানে মস্তকে কৃতাঞ্জলি করিয়া, সজলনয়নে আসিয়া নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করেন। আর একজন স্ত্রী-সর্ব্বস্ব ব্যক্তি ঐ অক্ষর দুইটি সম্বল করিয়া দুস্তর ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া যাইবার সময়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



একখানি তরণী রাখিয়া গিয়াছেন। সেই তরণীতে আরোহণ করিয়া কত কোটি কোটি হিন্দুস্থানবাসী মুক্তিপথে যাত্রা করিতেছেন।

ঠাকুরের অন্ত নামের দুইটি অক্ষর জপ করিয়াই একজন ভক্তি-বন্যায় এই বঙ্গদেশকে প্লাবিত করিয়াছিলেন। শুধু বঙ্গদেশ বলি কেন, সে মহাপ্লাবনে কত মহাদেশ ভাসিয়া গিয়াছিল। নবদ্বীপ, শান্তিপুর, নীলাচল, বৃন্দাবন সে প্লাবনে একেবারে ডুবিয়া গিয়াছিল।

সেই অক্ষর দুইটির অধিক কি পরিচয় দিব—উপনিষদ্, পুরাণ, কাব্য, ইতিহাসাদি শাস্ত্র-গ্রন্থ সকল যদি তন্ন তন্ন করিয়া দেখ, তাহা হইলে পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে দেখিতে পাইবে ঐ অক্ষর দুইটিই মুক্তির বীজ। যে যাহা চাহিবে সে তাহাই পাইবে। সেই অক্ষর দুইটি কি জান? 'রাম' 'কৃষ্ণ'—

শ্রীরাম রামেতি জনা যে জপন্তি সর্ব্বদা।
তেষাং মুক্তিশ্চ ভুক্তিশ্চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥

এই নাম যাহারা জপ করে, তাহারা যে মুক্তি-ভুক্তি লাভ করিবে এ সম্বন্ধে কোন সংশয় নাই। যেমন জন্মিলে মরণ নিশ্চিত, যেমন দিনের পর রাত্রি নিশ্চিত, সেইরূপ সর্ব্বদা রামনাম জপ-কারীর ভুক্তি, মুক্তি নিশ্চিত; ভোগ প্রার্থনা করিতে হয় না, ভোগ স্বয়ং উপস্থিত হইয়া পুণ্য ক্ষয় করিয়া দিয়া যায়। সর্ব্বদা নাম কর, নরকের দ্বার আপনা আপনি বন্ধ হইয়া যাইবে। নাম যে করে, তাহার আর অজ্ঞাত কিছু থাকে না।

রাম নাম প্রভা দিব্যা বেদ বেদান্ত পারগা।
যেষাং স্বান্তে সদা ভান্তি তে পূজ্যা ভুবনত্রয়ে॥

—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



এই রাম নামের দিব্য প্রভা বেদ বেদান্তের পারে গমন করিয়াছে। যাঁহাদের হৃদয়ে এই নাম সর্ব্বদা থাকেন তাঁহারা ত্রিভুবনের পূজ্য।

চেলা। আচ্ছা ঠাকুর একটী কথা বলিব?

ক্ষেপা। বল না কি কথা।

চেলা। যদি নামের দ্বারা সব হয় তাহা হইলে বেদ, উপনিষদ, সংহিতা, পুরাণ, তন্ত্রাদি শাস্ত্রের কি প্রয়োজন?

ক্ষেপা। প্রয়োজন, নামে অনুরাগ আনয়ন। কেমন করিয়া নাম করিতে হয়, নামের দ্বারা কি হয়, নামীর স্বরূপ, নামীর লীলা এই সব শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। শাস্ত্র না পড়িলে নামে অনুরাগ আসিবে কেন? নামে বিশ্বাস হইবে কেন? নামে ডুবিতে পারিবে কেন? সেইজন্য শাস্ত্রপাঠের প্রয়োজন। দেখ, মানুষ ইচ্ছা করিলেই সদা সর্ব্বদা নাম করিতে পারে না যতক্ষণ পর্য্যন্ত চিত্তশুদ্ধি না হয়। সেই চিত্তশুদ্ধি করিবার জন্য স্মৃতি-শাস্ত্র। কখন উঠিতে হইবে কিরূপভাবে স্নান, সন্ধ্যা, পূজা, তর্পণ, অতিথিসেবা, গোসেবা করিতে হইবে, কিরূপ আহার-বিহার করিলে চিত্তশুদ্ধি হয়, চিত্ত ভগবন্ময় হয়—স্মৃতি-শাস্ত্র তাহাই বিস্তার করিয়া বলিয়াছেন। মানবের জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত কিরূপভাবে দিনযাপন করিতে হইবে স্মৃতি তাহা একটিও বাদ দেন নাই। কিরূপ বৃত্তি, কিরূপ আচার বিচার গ্রহণীয়, সবই বিস্তৃতভাবে স্মৃতিতে লিখিত আছে। তুমি যদি পুরাকালের পচা আইন বলিয়া ঋষিবাক্য অবজ্ঞা কর তাহা হইলে তোমার চিত্তশুদ্ধির ব্যাঘাত হইবে। তুমি সর্ব্বদা নাম করিতে পারিবে না। অহরহঃ তুমিই জ্বলিতে থাকিবে। বুঝিলে স্মৃতি-শাস্ত্রের প্রয়োজন?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



তাহার পর পুরাণ না থাকিলে লয়-বিক্ষেপ-ক্ষুব্ধ মনকে কে বলিত যে 'মরা' 'মরা' জপ করিয়া যখন রত্নাকর উদ্ধার হইয়াছেন মৃত্যুকালে পুত্রকে 'নারায়ণ' বলিয়া ডাকিয়া অজামিল পরমাগতি লাভ করিয়াছেন—তখন মন তোমার ভয় কি, তুমি যে কোন প্রকারে ডাকিয়া যাও তাহাতেই কাজ হইবে। তুমি তাঁহার কৃপা লাভে সমর্থ হইবে। ভগবান ভক্তকে সর্ব্বদা সুদর্শন চক্র দ্বারা রক্ষা করেন, পুরাণ না থাকিলে ইহা কে বলিত ? সুপ্ত প্রাণকে জাগরিত করিবার জন্য কে শুনাইত অম্বরীষ রাজার পুণ্য-কাহিনী ? মহাভারত না থাকিলে কে শুনাইত দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ ? কে শুনাইত দশ সহস্র শিষ্যসহ অভুক্ত দুর্ব্বাসার করে পাণ্ডবের পরিত্রাণ ? কে শুনাইত পদে পদে পাণ্ডবের রক্ষা ? কে বলিত মরণের পরপার হইতে পতিভক্তিবলে সাবিত্রীর স্বামী আনয়ন ? গীতার সুমধুর ঝঙ্কারে আজ সমগ্র জগৎ মুখরিত—কে তুলিত গীতার সে সুতান ? শাস্ত্রের সমস্ত পরিচয় দিবার শক্তি আমার নাই, কিছু কিছু বলিতেছি মাত্র। পুরাণ না থাকিলে কে বলিত অস্ত্রে শস্ত্রে, হস্তী পদতলে, গরলে-অনলে-সলিলে, পর্ব্বত-চাপনে ভক্ত প্রহ্লাদের প্রাণরক্ষা ? কে শুনাইত গজেন্দ্রমোক্ষণ ? কে বলিত পঞ্চমবর্ষীয় বালক ধ্রুবের অপূর্ব্ব হরিভক্তি ? কে শুনাইত কৃষ্ণ-সখা শ্রীদামের প্রতি ঠাকুরটীর কৃপার কাহিনী ? কে বলিত মার্কণ্ডেয়, নারদ, ব্যাস, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি মুনিগণের ভগবদনুরাগ ? কে শুনাইত হনুমান, সুগ্রীব, গুহক, জটায়ু, বিভীষণ শবরীর শ্রীভগবানের প্রতি অনন্যা ভক্তির কথা ? সুখে দুঃখে অযোধ্যার রাজভবনে, নিবিড় কাননে স্বামী সঙ্গে, স্বামী বিরহে পঞ্চবটী বনে, অশোক কাননে—সর্ব্বদা রাম রাম করিয়া কে শিখাইত ভক্তকে রাম রাম করিতে ? সেই জন্যই বলিতেছি—নাম করিবার জন্যই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



শাস্ত্রের প্রয়োজন, শাস্ত্র না পড়িলে নামে অনুরাগ আসিবে কেন? তাহার পর বেদ উপনিষদ না থাকিলে কর্ম্ম ও জ্ঞানের উপদেশ কে করিত? কে স্বরূপ-হারা জীবকে স্বরূপ দেখাইত? কে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের কথা বলিত? এখন বেদ বুঝিবার শক্তি নাই বলিয়া ঋষিগণ সংহিতা পুরাণের উপদেশ করিয়াছেন। ইতিহাস, পুরাণ; পঞ্চমবেদ, কোনটী ত্যাগ করিবার উপায় নাই।

উপনিষদ না থাকিলে কে বলিত 'ঈশ্বরের দ্বারা সব আচ্ছাদন কর'? দেবাসুর সংগ্রাম ছলে কে জানাইত যাহা কিছু মহিমা সে তাঁহারই, তোমাদের কর্ত্তৃত্বের অভিমান মিথ্যা, তৃণটী তুলিবার শক্তি পর্য্যন্ত তোমার নাই? কে বলিত সত্যকামের কাহিনী—শ্রদ্ধা ও তপস্যা দ্বারা তুষ্ট দেবগণের অযাচিতভাবে চতুষ্পাদ ব্রহ্মের ষোড়শকলার উপদেশ দান? কে জানিত একটীকে জানিলে সব জানা হইয়া যায়? বাবা, ত্যাগ করিবার কিছুই নাই—নিজ নিজ সাধনার অনুকূল শাস্ত্র আলোচনা না করিলে নামে একান্ত অনুরাগ আসে না। মানুষ ব্রহ্মসাগরে ডুবে একটী শব্দ লইয়া—যেখানকার শাস্ত্র সেইখানেই থাকে। কেবল সত্য নির্ণয় করিয়া একটিতে একাগ্র হইবার জন্য শাস্ত্র। ডুবিতে হইবে একটি শব্দে—ধর ওঁ—অ-উ-ম্। বেদ ও সমস্ত শাস্ত্র ছাড়িয়া গ্রহণ করিলে—গায়ত্রী, গায়ত্রী ছাড়িয়া প্রণব, শেষ পর্য্যন্ত তারপর অ-কে উ-তে, উ-কে ম-তে বিলোপ করিয়া তবে তুমি নিরোধ অবস্থা লাভে সমর্থ হইবে। শাস্ত্রের প্রয়োজন বুঝিলে ত?

চেলা। আচ্ছা এতদিনে সকল কথার মীমাংসা হইল?

ক্ষেপা। তবে আর কি? যাহাতে সর্ব্বদা রাম রাম করিতে পার এইরূপ শাস্ত্র পাঠ, শ্রবণ, মনন ও কীর্ত্তন কর, তাহাতেই কৃতার্থ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



হইবে। সর্ব্বদা নাম লইয়া থাকিতে পারিলে জীবন্মুক্ত হইয়া যাইবে।

শ্রীরামেতি মনুষ্যো যঃ সমুচ্চরতি সর্ব্বদা।
জীবন্মুক্তো ভবেৎ সো হি সাক্ষাৎ রামাত্মকঃ সুধী।

—আঙ্গিরস পুরাণ

বুঝলে বাবা? চালাও রাম রাম।

—০—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

# নরমুণ্ড

ক্ষেপা একদিন দেখিল গঙ্গাতীরে একটা নরমুণ্ড গড়াগড়ি যাইতেছে। সে যেমন তাহার কাছে গিয়াছে, তৎক্ষণাৎ নরমুণ্ড তাহার শুভ্র দশন-পঙ্‌ক্তি বিস্তার করত হাস্য করিতে লাগিল। ক্ষেপা জিজ্ঞাসা করিল—ও মড়ার মাথা, তুমি হাস কেন? মুণ্ড অল্পক্ষণ হাসিয়া বলিল—ও জ্যান্ত মানুষ, তুমি হাস কেন?

ক্ষেপা। আমরা হাসি আনন্দ হ'লে, তুমি কেন হাসছ?

মুণ্ড। আমি হাসছি তোমার কুটিরে অনুরাগ দেখে।

ক্ষেপা। অনুরাগ আর কি! যতক্ষণ দেহ আছে ততক্ষণ ত থাকবার একটা জায়গা চাই?

মুণ্ড। কতক্ষণ তোমার দেহ আছে বন্ধু?

ক্ষেপা। তা'ত জানি না।

মুণ্ড। তবে তোমার কুঁড়েতে দরকার কি? তুমি এই গঙ্গাতীরে বসে রাম রাম কর। আর ছাপ মেরো না বন্ধু। যখন ত্যাগের পথ ধরেছ তখন আর মমতার ছাপ মেরো না। যে জিনিষে 'আমার' ছাপ মারবে, নিশ্চয় জেনো বন্ধু তা'র জন্য অত্যন্ত যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে। কিছুই কিছু নয় বন্ধু, সব ফাঁকি! আমার দিকে একবার চেয়ে দেখ—আমার কি না ছিল! অতুল ঐশ্বর্য্য ছিল, সুন্দর নীরোগ শরীর, প্রতিপ্রাণা ভার্য্যা, পিতৃভক্ত পুত্র—জগতের সুখের উপাদান যা' কিছু সবই ছিল। একদিন আমার আদেশে শত শত লোক উঠত, বসত; আমার একটা আজ্ঞা পালন করতে পেলে কত লোক কৃতার্থ হ'য়ে যেতো। একদিন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



আমার প্রতাপে দেশবাসী কম্পিত হ'ত। আমার নাম শুনলে দস্যুদল পলায়ন করত। আমার রাজ্য, সম্পদ, ঐশ্বর্য্য আমাকে ভুলিয়ে রেখেছিল। উত্তম উত্তম দ্রব্য ভোগ করতাম, পালঙ্কের উপর দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করতাম, ইন্দ্রিয়-বিলাস ছাড়া সংসারে আর কিছু আছে তা জানতাম না। আমার দেহ যা'বে সে কথা ক্ষণিকের জন্য মানসে উদয় হ'ত না। ভাবতাম অনন্ত—অনন্তকাল ধ'রে এ সুখ ভোগ করব। তা'ও কি কথন হয়? শরীরে রোগ এল, ভার্য্যা-পুত্র গেল, তারপর আমার দেহও গেল। যেখানকার গৃহ-দ্বার-ঐশ্বর্য্য সেখানে প'ড়ে থাকল। আজ আমি এই গঙ্গাতীরে কতকাল প'ড়ে আছি। আমার মাংসগুলা শৃগাল-কুকুরে ভক্ষণ করল। তার পরদিন আমার মাংসগুলা তা'দের বিষ্ঠায় পরিণত হ'ল। আমি শরীরটা হ'তে বিচ্যুত হ'য়ে কতদিন এখানে পড়ে আছি! কত রৌদ্র-বর্ষা, কত প্লাবন, কত ঝড়, ঝঞ্ঝাবাত, বজ্র আমার উপর দিয়ে যাচ্ছে। আমি স্থির হ'য়ে এখানে পড়ে পড়ে আমার পুরাতন কথাগুলা ভাবি আর হাসি। আর আমার কাছ দিয়ে যারা যায় তা'দের বলি—ওরে তোদের দশাও একদিন আমার মত হবে—এখন থেকে ডাকতে আরম্ভ কর্। আমার কথা কেউ শুনতে পায় না, কেহ দেখে না, কেহ হয়ত দেখে বলে—এঃ, একটা মড়ার মাথা এখানে পড়ে রয়েছে। আমি বলি ওরে উন্মাদ মানুষ! একদিন এ মড়ার মাথাটা তোদের মত জীবিত মানুষেরই ছিল—এটা চিরদিন মড়ার মাথা নয়! কে কার কথা শোনে! আপনার তালে সবাই চলে। আমার কথা শুনতে না পেলেও আমাকে দেখে থমকে দাঁড়ায়, আমাকে দেখে সংসারের অসারত্ব ক্ষণেকের তরে চিন্তা ক'রে, এ স্থান হ'তে চ'লে যায়। তারপর তরঙ্গের উপর তরঙ্গের মত বিষয়-চিন্তা তা'র ক্ষণিক-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



বৈরাগ্যকে ভাসিয়ে দেয়। আমি কিন্তু একভাবেই চীৎকার ক'রে বলি—সব ফাঁকি—সব ফাঁকি! কেবা আমার কথা শোনে!

ক্ষেপা। আচ্ছা বন্ধু! তুমি এখানে পড়ে আছ, এর কি কোন উদ্দেশ্য নাই?

মুণ্ড। উদ্দেশ্য আছে বৈ কি! অকারণ একটা তৃণ পর্য্যন্ত থাকতে পারে না।

ক্ষেপা। তুমি এখানে প'ড়ে প'ড়ে জগতের কি কাজ করছ?

মুণ্ড। খুব বড় কাজে ঠাকুরটী আমায় নিযুক্ত রেখেছেন। আমি লোককে বৈরাগ্য দান করবার জন্য এখানে প'ড়ে আছি।

ক্ষেপা। এই ত বললে তোমার কথা কেউ শুনতে পায় না।

মুণ্ড। অনেকে না পেলেও তোমার মত দু'চার জন বন্ধু এসে আলাপ করে বৈ কি!

ক্ষেপা। আচ্ছা বন্ধু। তুমি কি বলতে চাও যে, বৈরাগ্য ভিন্ন সাধনা হয় না? এক অভ্যাসের দ্বারাই ত সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ হতে পারে।

মুণ্ড। না, তা' হয় না। অভ্যাস, বৈরাগ্য দুইই চাই। গীতায় ঠাকুর বলেছেন...'অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে'। আবার সাংখ্য-দর্শনেও বলেছেন...'অভ্যাসাৎ বৈরাগ্যাচ্চ'। যদি বৈরাগ্য না থাকে তা'হলে অভ্যাস কেহ রাখতে পারে না। সাধন কখন স্থায়ী হয় না। 'কৌপীনকা ওয়াস্তে মেরা এ্যাসা হাল হোয়া'—এ রকম ত্যাগের পথে গিয়েও ভোগী হ'য়ে পড়ে।

ক্ষেপা। তবে উপায়? কি প্রকারে সাধক হওয়া যায়?

মুণ্ড। তিনিই যথার্থ সাধক যিনি মৃত্যুকে সুমুখে রেখে' সাধনা করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



প্রাণে প্রাণে মৃত্যুচিন্তা ব্যতীত মানুষ সাধনার পথে অগ্রসর হ'তে পারে না। এই ধর তোমার সাধনার ব্যাঘাতক কে? এই স্থূল-দেহ এবং দেহ সম্বন্ধীয় যে সকল জিনিষ। যদি দেহটার উপর আস্থা না থাকে, সর্ব্বদা স্মরণ থাকে যে এ মাংসপিণ্ড নশ্বর—তা'হলে আর সাধনায় ব্যাঘাত কে করে?

স্থূলটাই ত গোলমাল বাঁধায়। কি জান বন্ধু! এ দেহটাকে ভুলেও ভুলতে পারা যায় না। নাম করতে করতে একটা ভাব এল, দেহ ভুল হ'য়ে গেল। আবার কিছু পরে ভাব-ভঙ্গে, দেহ ফিরে এল, রূপরসের আকাঙ্ক্ষা মনে জেগে উঠল—এই সময় তা'কে বৈরাগ্যের উপদেশ দেওয়া দরকার। তা'হলে সে আপনার অভ্যাসে গিয়ে রাম রাম করতে থাকবে। আবার শ্রীভগবানের সরস পরশ লাভে আপনাকে হারাবে।

ক্ষেপা। আচ্ছা বন্ধু! পরশ ত পাওয়া যায় কিন্তু সে পরশে চিরদিনের মত ডুবে' থাকতে পারা যায় না কেন? তা'র কারণ বলতে পার?

মুণ্ড। চেষ্টা যে করে সে পারে।

ক্ষেপা। চেষ্টাটা কিরূপ?

মুণ্ড। পরশ লাভের কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায়—জপই পরশ লাভের মুখ্য কারণ। যে যত জপ করে, সে ততক্ষণ তাঁ'তে ডুবে থাকতে পারে। পরশ লাভের কারণই জপ। বাড়াও জপ তুমি বেশীক্ষণ পরশ পা'বে। জপ ত্যাগ কোরো না—তুমি শ্রীভগবানেই ডুবে' থাকবে।

ক্ষেপা। এমন দেখা যায় জপ করলাম, মন পরশ পেলে না।

মুণ্ড। সে সময় চীৎকার করে' ডাকতে সাধুগণ বলেন। ঠাকুরটী তখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



দূরে সরে' গেছেন—ডাকতে ডাকতে কাছে আসেন। জপই এ যুগের একমাত্র উপায়। জপ করতে করতে ঠাকুরটীতে ডুবে' যাও। নির্গুণ-সগুণ যে ভাবে তাঁকে চাও, রাম রাম জপ করলে সেভাবেই তাঁকে পা'বে। জপরূপ ভিত্তির উপর ব্রহ্মজ্ঞানরূপ প্রাসাদ অবস্থিত। যদি ভিত্তি দৃঢ় হ'তে দৃঢ়তর না করে' জ্ঞানের প্রাসাদ তুলতে চেষ্টা কর, দেখবে তুমি মুখে ব্রহ্মজ্ঞানী হ'য়েছ। চালাও জপ। দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি নাম করতে করতে অতিবাহিত হ'ক। আসন স্থির হ'য়ে যাক। 'আসনজয়াৎ প্রাণজয়ঃ'—আসন জয় হ'লে প্রাণ জয় হ'বে। তারপর দেখবে ঠাকুর স্বয়ং এসে তোমায় দেখা দেবেন। ঠাকুরের চেয়ে ঠাকুরের নাম বড়। নাম কর—নির্গুণ-সগুণ যে রূপে তাঁকে চাও সে রূপেই তাঁকে লাভ করবে।

'অগুণ-সগুন দোউ ব্রহ্মস্বরূপা।
অকথ অনাদি অগাধ অনূপা।
মেরে মত নাম দুহুঁতে।
কিয়ে যে যুগ বশ, নিজ সুতে॥

ক্ষেপা। আচ্ছা বন্ধু! অন্য মনে ডাকলে কি তিনি কৃপা করেন? ধর, আমি তাঁকে মনে-প্রাণে ডাকতে চাই; ডাকছি—মন কিন্তু সরে গেছে, ইহা মিথ্যাচার নয় ত?

মুণ্ড। না মিথ্যাচার নয়। লোক বঞ্চনার জন্য সাধু সেজে সাধনার ভাণের নাম মিথ্যাচার। মনকে জয় করবার জন্য যে চেষ্টা তা' মিথ্যাচার হ'তে পারে না। লয়বিক্ষেপ জয় করবার জন্যই ত সাধনা। সাধক অবস্থায় মনের চাঞ্চল্য থাকবে বৈ কি! একভাবে

৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



অবস্থানের নাম সিদ্ধাবস্থা ? আর কৃপার কথা বলছ ? নিশ্চয়ই কৃপা করেন। আমার নাম গোবি, তুমি অন্যমনস্কভাবে গোবিন্দ গোবিন্দ বলে' ডাকছ—আমি উত্তর দিব না, না তোমার কাছে যাব না ? আমি তোমার কাছে গিয়েও যদি দেখি তুমি অন্য মনে আছ, তা' হলে'ও আমি বলব ও বন্ধু ! আমি এসেছি। সেইরূপ অন্য মনে ডাকলেও তিনি হাসতে হাসতে এসে বলেন—ওরে আমি এসেছি। এ কথা ত জান ?

ক্ষেপা। খুব জানি।

মুণ্ড। ভাইরে ! রত্নাকর 'মরা মরা' জপ করেছিলেন, অজামিল পুত্রকে নারায়ণ বলে' ডেকেছিলেন—তা'তেই তাঁরা কৃতার্থ হ'য়ে গেছেন তবে অন্য মনে ডাকলে কেন পাওয়া যাবে না ?

প্রমাদাদপি সংস্পৃষ্টো যথানলকণো দহেৎ।
তথোষ্ঠপুটসংস্পৃষ্টং হরিনাম দহেদঘম্ ॥

—ব্রহ্মপুরাণ।

শাস্ত্রে তিনি অতি পাতকীকেও খুব আশা দিয়েছেন। কি জান বন্ধু ! নাম হ'ল সরিষাপড়া। সাপ যেখানে থাকুক না কেন, সরিষাপড়া যেমন তা'কে টেনে আনে, সেইরূপ মন যেখানে থাকুক না কেন—নাম তাঁকে টেনে আনবেই। যে যত আসক্ত হ'ক, পাপী হ'ক—তথাপি তা'র ভয় নাই। সে যদি তাঁর আশ্রয় লয়, কাতর কণ্ঠে যদি বলে—ঠাকুর ! আমি বড় পাপী, বড় গতিহীন, আমায় তুমি নিজ গুণে কৃপা কর। তা'হলে তিনি তাকে বুকে করে' তুলে নেন। ভাইরে, তাঁর নাম পতিতপাবন, অধমতারণ—অতি পাতকীও তাঁর কৃপা লাভে বঞ্চিত হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



ক্ষেপা। বন্ধু। তোমার কথাগুলি বড় মিষ্ট। তোমার এই উৎসাহপূর্ণ বাণীতে নিরাশ হৃদয়েও আশার সঞ্চার হয়। তোমার সঙ্গলাভে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে, তোমার সঙ্গে দিবারাত্র কথা কইতে ইচ্ছা করছে।

মুণ্ড। মহাপুরুষ বলেন—কথা কওয়া বড় সাধনা। ঠাকুরের সহিত কথা কইলে উন্মত্ত চিন্তাগুলিকে দূর করে' দিতে পারা যায়। কথা কওয়াও হয় এবং ভবপারের উপায়ও হয়।

ক্ষেপা। বন্ধু তোমার কাছেই থাকব, তোমার সঙ্গেই কথা ক'ব।

মুণ্ড। বেশ। দেখ বন্ধু! মানুষ কিছুতেই সুখী হ'তে পারে না—যতদিন পর্য্যন্ত না সর্ব্বত্র স্মরণ অভ্যাস হয়।

ক্ষেপা। আচ্ছা বন্ধু সকলেই কি ঈশ্বর বিশ্বাস করে? সকল জাতিই কি ঈশ্বরকে ডাকে?

মুণ্ড। হাঁ, তবে নাম ভেদ আছে। যেমন দেখতে পাওয়া যায় বৈদান্তিক ঈশ্বরকে ব্রহ্ম বলেন, যোগী পরমাত্মা বলেন, ভক্ত ভগবান বলেন। শৈব 'শিব', শাক্ত 'শক্তি', গাণপত্য 'গণেশ', সৌর 'সূর্য্য', বৈষ্ণব 'বিষ্ণু', সাংখ্য বলেন 'আদি বিদ্বান সিদ্ধ কপিল', পাতঞ্জল মতে 'ক্লেশাদি সম্পর্করহিত, শ্রুতি সম্প্রদায়ের উপদেশক ও অনুগ্রহ-কারী পুরুষ বিশেষ', মহাপাশুপত মতে 'লৌকিক বৈদিক বিরুদ্ধ ধর্ম্মযুক্ত হইয়াও নির্লিপ্ত জগৎকর্ত্তা,' পৌরাণিক মতে 'পিতামহ', যাজ্ঞিক বলেন 'যজ্ঞপুরুষ', দিগম্বর মতে 'নিরাবরণ'; অর্থাৎ অজ্ঞান অদৃষ্ট দেহাদি রহিত। মীমাংসক মতে উপাস্য ভাবে কল্পিত 'মন্ত্রাদি' নৈয়ায়িক মতে 'প্রমাণ দ্বারা যতদূর সম্ভব ধর্ম্মযুক্ত', চার্ব্বাক মতে লোক ব্যবহার সিদ্ধ 'রাজা' প্রভৃতি। এইত গেল আর্য্য জাতির। তারপর অনার্য্যজাতির হিসাব শোন—ইংরাজের 'গড', মুসলমানের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



'আল্লা' পার্শীদের 'ব্রাহ্ম', গ্রীকের 'জুপিটর', নিগ্রোর 'অঙ্কুলুঙ্কুলু', বেকুয়ানা ও বসুটোদিগের 'নিয়ামী', বা 'নিয়াম্বী', নব থেব্রিডিস দ্বীপবাসীর 'সুকী', টরী দ্বীপবাসীর ও উত্তর আমেরিকার লাল ইণ্ডিয়ানদের 'মনিতু', পলিনেশিয়াদের 'আতুয়া' বা 'আম্বা', বাস্ক দ্বীপের 'কাৎ', সলেমান দ্বীপের 'ডেঙ্গী' গিলবার্ট দ্বীপের 'তাবুজারিক' বাতায়ীদের 'ঐহমী', হুয়াইীনদের 'তানে', বোলবোলাদের 'তাও', মানক্রুয়াদের 'তু' টাহায়াদের 'ওরো', নব জীল্যাণ্ডের 'রাঙ্গী', ইত্যাদি। শুনলে একজনকে কত লোকে কত নামে ডাকে? সকলে একজনকেই কিন্তু ডাকছে। একটি ছাড়া দু'টী নেই বন্ধু! একমেবাদ্বিতীয়ম্

একেই ভেসেছে বিশাল বিশ্ব
একেতেই হ'বে লয়।
অথবা বিশ্ব ভাসে নাই কভু
নির্ব্বিকার সে চিন্ময়।

ক্ষেপা। বন্ধু! বন্ধু! নীরব হ'য়ো না, আরও বল—

মুণ্ড। ডুবে যারে ক্ষেপা আমার মাঝারে
আমি শুধু আছি হেথা,
মড়ার মাথা চুপ করে থাকে
কহে নাক কোন কথা।

ক্ষেপা। বটে! তোমার কীর্ত্তি? কথা কও! যখন পাগল করেছ তখন ভাল করে'ই কর। বল দিনগুলা কি ক'রে কাটাব!

মুণ্ড।—

আত্মাম্ভোধেস্তরঙ্গোঽস্ম্যহমিতি গগনে ভাবয়ন্নাসনস্থঃ।
সংবিৎ সূত্রানুবিদ্ধোঃ মণিরহমিতি বা চেন্দ্রিয়ার্থ প্রতীতৌ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu  Trust. Funding by MoE-IKS



হৃষ্টোঽস্ম্যাত্মাবলোকাদিতি শয়নবিধৌ মগ্ন আনন্দসিন্ধোঃ।
অন্তর্নিষ্ঠো মুমুক্ষুঃ স খলু তনুভৃতাং যোনয়ত্যেব আয়ুঃ॥

আত্ম সাগরে তরঙ্গ আমি
ভাবিস্‌রে তুই গমনে
(আমি) জ্ঞান সুত্রেতে গ্রথিত মণি
মনে রেখো উপবেশনে॥
বিষয় দেখিয়া আত্মা দেখিনু
ভাবিয়া হইও হৃষ্ট।
শয়নে মগ্ন আনন্দ নীরে
ভেবে থেকো সদা তুষ্ট॥
এমনি ভাবে দিবস গুলা
হ'ক তোর অবসান।
নামটী মোর জিহ্বায় রেখে
যথেচ্ছ কর অবস্থান্॥

ক্ষেপা। বড় মধুর—মধুর। রাম রাম সীতারাম।

—•—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

# শালগ্রামের গঙ্গাযাত্রা

ক্ষেপা যখন রাম রাম করিতে করিতে গঙ্গাস্নান করিয়া উঠিতেছিল, সেই সময় দেখিল একজন ভদ্রলোক হাতে একটি শালগ্রামশিলা লইয়া আসিতেছে। তাহাকে দেখিয়া বলিল—এই দেখুন না মশাই! বাপ পিতামো'র কাজ ছিল না, ঠাকুর পুষে রেখে গেছেন। কে এর সেবা করে? কে এর ভাত রাঁধে? তাই আজ ঠাকুরকে গঙ্গায় দিতে এসেছি। এই বলিয়া ব্রাহ্মণ শালগ্রাম টিকে গঙ্গায় ফেলিবার উদ্যোগ করিল। ক্ষেপা বাধা দিয়া বলিল—কে তুমি! —ব্রাহ্মণ?

ভদ্রলোক—হাঁ বাবা, ব্রাহ্মণ বৈ কি!

ক্ষেপা। ব্রাহ্মণ কি কখন শালগ্রাম জলে ফেলতে পারে?

ভদ্রলোক। পারে পারে, সব পারে। ও নোড়ানুড়ি পাথর পূজা করে' লাভ কি? শুধু অপব্যয়! তাই আজ জলে ফেলতে এসেছি। শালগ্রাম কি বাবা—বামুন জাতিকে থলের ভিতর পুরে, মায় তা'দের অস্ত্র-শাস্ত্রকে পর্য্যন্ত সঙ্গে দিয়ে, মোট বেধে বঙ্গোপসাগর পার ক'রে 'অ্যাটল্যান্টিক' মহাসাগরে ফেলবার ব্যবস্থা হ'য়েছে। শীঘ্রই অভিযান বেরুবে।

ক্ষেপা। কতদিন তোমার মাথা খারাপ হ'য়েছে বাবা?

ভদ্রলোক। তুমি কি আমাকে পাগল ঠাওরালে? না বাবা আমি পাগল নই। আমি প্রকৃতিস্থ, বড় চাকরী করি, সংসার প্রতিপালন করি।

ক্ষেপা। কথাটা পাগলের মতই বলছ, তাই বলছি। ব্রাহ্মণ! শাস্ত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



কি তুলো যে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেবে? না বাবা—এ তুলো নয়—এ সনাতন জাতি। এ শাস্ত্রের রক্ষক শ্রীভগবান। কা'র সাধ্য একে দলিত করতে পারে? অগ্নি চিরদিন অগ্নি। তা'কে যে লাথি মারবে তা'রই পা পুড়বে।

ভদ্র। যাক তোমার সঙ্গে তর্ক ক'রে লাভ নেই। বাবা শালগ্রাম, তুমি গঙ্গায় গিয়ে বিশ্রাম করগে।

ক্ষেপা। দেখি তোমার শালগ্রাম? (শালগ্রাম দেখিয়া) এ যে লক্ষ্মীনারায়ণ শিলা, মহা সুলক্ষণ। যা'র গৃহে এ শিলা থাকবেন তার গৃহে লক্ষ্মী অচলা হ'য়ে বিরাজ করবেন। ব্রাহ্মণ! কে তোমায় দুর্ব্বুদ্ধি দিয়েছে? জলে ফেলো না। নিত্য শালগ্রাম পূজা না ক'রে অন্ন ভোজন করতে নাই।

শালগ্রাম শিলা পূজাং বিনা যোঽশ্নাতি মানবঃ।
স চণ্ডালাদি বিষ্ঠায়ামাকল্পো জায়তে কৃমিঃ॥

শালগ্রাম পূজা না ক'রে যে ব্যক্তি অন্ন ভোজন করে, সে চণ্ডালাদির বিষ্ঠায় আকল্পকাল কৃমি হয়ে থাকে। এ কথা পদ্মপুরাণ বলেছেন।

ভদ্র। আরে, স্মৃতি-পুরাণাদি শাস্ত্র ত ঈর্ষ্যাপরায়ণ মানুষের রচিত। ও কথার দাম কি?

ক্ষেপা। কে বলে শাস্ত্র মানুষের রচিত? মানুষ ইঁহার স্মারক বটে, কিন্তু ভগবানই শাস্ত্রকর্ত্তা। ঋষিগণের সমাধি-পূত হৃদয়ে শ্রীভগবান শাস্ত্র প্রকাশ করেছেন।

ভদ্র। যিনি এ কথা বলেছেন তিনি একজন দিগ্‌বিজয়ী প্রকাণ্ড সাধু।

ক্ষেপা। বুঝলাম না তিনি কেমন সাধু! 'ইতিহাসপুরাণঞ্চ পঞ্চমো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



বেদ উচ্যতে'। ছান্দোগ্য উপনিষদেও পুরাণের কথা আছে। তিনি সাধু! পুরাণ মানেন না তা'হলে শ্রীভগবানকেও মানেন না। কি মানেন?

ভদ্র। বেদকে মানেন। যাক্ কি বিপদেই পড়লাম, ঠাকুর ফেলতে এলাম, এ কোথাকার ব্যাঘাত এসে জুটল!

ক্ষেপা। তুমি ত শালগ্রাম ফেলবেই—আমার গোটাকতক কথা শোন। একটু অপেক্ষা কর, ও শালগ্রাম আমিই নেব।

ভদ্র। বল, শীগ্‌গির বল, কি বলবে।

ক্ষেপা। দেখ বাপু! তোমার বংশে যিনি এই শিলাটী প্রতিষ্ঠা করে গেছেন তিনি একজন মহাপুরুষ। এই শালগ্রামের কৃপায় তোমার ধন-ধান্যের অভাব নাই। দেখ, ব্রাহ্মণের শিবপূজা, বিষ্ণুপূজা, নিত্য কর্ত্তব্য। পাছে বংশধরগণ সেই কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হয়, সেইজন্য পূর্ব্বতন মনীষিগণ শিব ও বিষ্ণু প্রতিষ্ঠা ক'রে গেছেন। তাঁরা বুঝেছিলেন, যে-যুগ আসছে তা'তে দেহ পোষণ ছাড়া আর কেহ কিছু করবে না। সেই হেতু বংশধরগণকে শুভপথে চালিত করবার জন্য, হেলায়-শ্রদ্ধায় যে কোন প্রকারে শালগ্রামশিলা ও শিবলিঙ্গ পূজা করে সন্তানগণ যাতে ধর্ম্মার্থ-কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ লাভ করতে পারে—এই জন্যই তাঁদের এই প্রয়াস। পিতৃপুরুষের অসম্মান ক'রে শালগ্রাম ত্যাগ করত নিজের সর্ব্বনাশ কোরো না। শাস্ত্র শালগ্রাম সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা বলেছেন তা' শুনলে বুঝতে পারবে আজ কি ভয়ানক অন্যায় কর্ম্ম করতে এসেছ!

ভদ্র। আরে শাস্ত্রে ও সব বাড়ান কথা। ঋষিরা যখন যা'র কথা বলেছেন তাকে একেবারে স্বর্গে তুলে দিয়েছেন।

ক্ষেপা। দেখ বাপু কারণ ব্যতীত কার্য্য হয় না। শালগ্রামশিলা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



ব্রাহ্মণগণের কি উপকার করেন যে, তার জন্য তাঁরা তোষামোদ করেছেন? তা'তে তাঁদের লাভ কি! শালগ্রামশিলা কি উৎকোচাদির দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে বশ করেছেন? শুধু শুধু একটা প্রস্তরের মাহাত্ম্য ঘোষণা করেছেন কেন? কোন উপকার নাই! এমন কি বাটনা বাটা পর্য্যন্ত যায় না। তবে তাঁরা এত কেন বলেন?

ভদ্র। ঐ ত মজা! সকলে শালগ্রাম প্রতিষ্ঠা কর, আর ব্রাহ্মণেরা পূজা ক'রে দিন গুজরান করুক। এই ত মতলব! এই সোজা কথাটা বোঝনি বাপু?

ক্ষেপা। ব্রাহ্মণের ত্রিসন্ধ্যা ও শিবপূজা, বিষ্ণুপূজা, শ্রাদ্ধ, তর্পণ, নিত্য কর্ত্তব্য—এ কথা বলেছেন। স্বয়ংই পূজা করতে হয়—ইহাতে আর কা'র দিন গুজরান হবে? তুলসী, গঙ্গা, গায়ত্রী, গীতা শ্রীভগবানের নামের কথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। তুমি কি বলতে চাও—ইঁহারা ঋষিগণকে উৎকোচ দিয়ে গুণকীর্ত্তন করিয়ে নিয়েছেন? ঋষিরা যা' বলেছেন পরীক্ষা কর। তোমাকে অন্ধ বিশ্বাস করতে বলছি না। তুমি নিত্য, নিষ্ঠাপূর্ব্বক স্বহস্তে শালগ্রামের সেবা কর—দেখ আনন্দ পাও কি না? তা'তে তোমার কি হয়।

ভদ্র। আচ্ছা বলত বাপু, তুমি কি বলতে চাও? তবে সংস্কৃত বেশী ব'লে বিরক্ত কোরো না। তর্জ্জমা ক'রে বলে যাও।

ক্ষেপা। শালগ্রাম শিলা স্পর্শে কোটি জন্মের পাপ নাশ হয়। পুনর্জ্জন্ম হয় না। হরির সান্নিধ্য প্রাপ্ত হয়।—

শালগ্রামশিলাস্পর্শাৎ কোটিজন্মাঘনাশনম্।
কিং পুনর্জ্জননং তত্র হরেঃ সান্নিধ্যকারণম্॥

—পদ্ম পুঃ, পাতালখণ্ড।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



সদা কাষ্ঠে স্থিতো বহ্নিঃ মন্থনে চ প্রকাশতে।
যথা তথা হরির্ব্ব্যাপী শালগ্রামে প্রকাশতে॥

যেমন সর্ব্বদা কাষ্ঠস্থিত অগ্নি মন্থনের দ্বারা প্রকাশিত হয় সেইরূপ জগৎব্যাপী হরি শালগ্রামে প্রকাশিত হন।

ভদ্র। সে কেমন?

ক্ষেপা। আতসী কাঁচ জান ত?

ভদ্র। হাঁ তা'তে সূর্য্যরশ্মি পড়লে আগুন হয়।

ক্ষেপা। শালগ্রাম শিলাটীও সর্ব্বব্যাপী হরির আতসী কাঁচ। ইহার ভিতর তাঁহার জ্যোতি সর্ব্বদাই বর্ত্তমান। যাঁহারা ইঁহার পূজা করেন তাঁহাদের হৃদয়ে আগুন ধরিয়ে দেন। সমস্ত মালিন্য দগ্ধ হয়। তাঁহারা স্বরূপ লাভে কৃতার্থ হন। বুঝতে পেরেছ?

ভদ্র। হাঁ। আজ অনেকদিন পূর্ব্বের কথা মনে পড়ছে।

ক্ষেপা। তোমার শালগ্রাম শিলা কে পূজা করেন?

ভদ্র। একজন উড়ে বামুন।

ক্ষেপা। তুমি কখন নিজ হাতে পূজা করেছ?

ভদ্র। হাঁ, ৫।৭ বৎসর পূর্ব্বে নিজেই পূজা করতাম। মাতাঠাকুরাণী পূজার ও ভোগের ব্যবস্থা করে' দিতেন। নিতাই প্রসাদ গ্রহণ করে' অফিস যেতাম। সংসারে যা কিছু আসত ইঁহাকে না দিয়ে আমরা কেহ কিছু ভোজন করতাম না। তারপর মাতৃদেবী ও প্রথমা স্ত্রীর কাল হ'ল। দ্বিতীয় পক্ষে যাঁহাকে বিবাহ করলাম তিনি শিক্ষিতা। সংসারে ঢুকেই ঠাকুরের জন্য একপোয়া চাল ও একজন উড়ে বামুনের ব্যবস্থা করলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



ক্ষেপা। বেশ, আচ্ছা বাপু তুমি ব্রাহ্মণ ; সত্য করে' বল দেখি অতীত ও বর্ত্তমান অবস্থায় কোনটীতে তুমি সুখী হয়েছ ?

ভদ্র। যখন ত্রিসন্ধ্যা, স্বহস্তে ঠাকুরের সেবা এবং শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করতাম তখন যথেষ্ট আনন্দ পেয়েছি। ঠাকুর আমার পূজায় প্রীত হচ্ছেন—ইহা স্মরণে চোখে জল আসত। শরীর রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠত। সে আনন্দের সীমা ছিল না। তারপর ঐ স্ত্রী আমার এই অবস্থা দেখে' বললে—ও সব কিছু নয়; ঐ যে চোখে জল আসা, শরীর রোমাঞ্চিত হওয়া—ও সব স্নায়ুদৌর্ব্বল্যের লক্ষণ ; তুমি চিকিৎসা করাও। পাথর পূজা করে' তোমার ঐ ব্যারাম হয়েছে। সন্ধ্যা, পূজা ওসব কুসংস্কার ছেড়ে দাও। তখন হ'তে আমার অনিচ্ছা সত্ত্বে ঠাকুরের এক পোয়া চাল ও উড়ে বামুনের ব্যবস্থা হ'ল।

ক্ষেপা। হরি হরি! মন যখন ঈশ্বর স্পর্শ করে তখনই চোখে জল আসে, শরীর রোমাঞ্চিত হয়—ভক্তি শাস্ত্রে তা'র যথেষ্ট প্রমাণ আছে। পাতঞ্জল দর্শনেও তা দেখা যায়। পাশবিকতাই কি স্নায়ুর সবলতার লক্ষণ ? যাক! যিনি শালগ্রাম শিলাতে গহ্বর দর্শন করেন—কল্পান্তকাল তাঁর পিতৃগণ তৃপ্ত হ'য়ে স্বর্গে বাস করেন। যে স্থানে শালগ্রাম শিলা বা দ্বারাবতী শিলা থাকেন—তা'র তিন যোজন পুণ্যভূমি। যে স্থানে মৃত্যু হ'লে বিষ্ণুপুরে গমন করে। জপ, পূজা শিলা সমীপে করলে কোটিগুণ ফল হয়। যিনি নিত্য চক্রযুক্ত শিলা পূজা করেন তিনি আর জননী জঠরে প্রবেশ করেন না। যদি অত্যন্ত পাপী—ব্রহ্মহত্যাকারীও হয়, শালগ্রাম শিলার জল পান করলে পরমা ভক্তি লাভ করে। যে স্থানে পুরুষোত্তমগণ কর্ত্তৃক শালগ্রাম শিলা পূজিত হন তা'র এক যোজন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



স্থান কোটি তীর্থ যুক্ত হয়। ব্রাহ্মণ, ত্যাগি-ভক্ত ও শালগ্রাম শিলা—এই তিনটী আমার স্বরূপ। হৃষ্ট মানসে যাহা কর্ত্তৃক শালগ্রাম শিলা স্থাপিত ও পূজিত হয় শ্রীভগবান তাহাকে কোটী যজ্ঞের ফল দান করেন। শিব বলেছেন—হে মহাসেন! তার সুদারুণ গর্ভবাস ছিন্ন হয়, যে শিলারূপী বিষ্ণুর পাদোদক পান করে। ভক্তিভাব-বিবর্জ্জিত, কামাসক্তও যদি নিত্য শালগ্রাম শিলা দর্শন করে তা হলে তার পাপক্ষয় হয়। স্মরণ করলে, কীর্ত্তন করলে, ধ্যান করলে—শালগ্রামশিলা কোটী ব্রহ্মহত্যা পাপ নিবারণ করেন। যেমন বনে সিংহ দেখে মৃগগণ ভয়ে পলায়ন করে, শালগ্রামশিলা দর্শন করে দেহিগণের পাপ সকল সেইরূপ পলায়ন করে। ভক্তি অথবা অভক্তির সহিত যে ব্যক্তি শালগ্রাম পূজা করে সে মুক্তি লাভ করে। বোধ হয় তোমার বিরক্তি আসছে। দাও তোমার শালগ্রাম আমাকে দাও।

ভদ্র। না, আপনি বলুন।

ক্ষেপা। যিনি নিত্য শালগ্রাম শিলার সেবা করেন তাঁর মরণে ও জন্মে যমের ভয় থাকে না। একবার যিনি শালগ্রামস্থিত বিষ্ণুকে পূজা করেন তাঁকে হরি সর্ব্ব-সঙ্গবিবর্জ্জিত মুক্তি দান করেন। যে বিদ্বান বৈষ্ণব শালগ্রামশিলা চক্র নিত্য দর্শন ও পূজা করেন তাঁর পুণ্যের কথা শ্রবণ কর। গঙ্গাতীরে সহস্র কোটী শিবলিঙ্গ পূজা করলে এবং অষ্টযুগ কাশীধামে বাস করলে যে ফল হয়, একদিন শালগ্রাম পূজাতে সেই ফল লাভ হয়। সেজন্য হে পুত্র! আমার প্রীতির জন্য আমার ভক্তগণের, ভক্তিভরে সর্ব্বদা শালগ্রামশিলা পূজা করা উচিত। শালগ্রামশিলারূপী কেশব যে স্থানে অবস্থান করেন, সে স্থানে দেবতাগণ, যক্ষগণ ও চতুর্দ্দশ ভুবন অবস্থান করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



শালগ্রামশিলাগ্রে যৈঃ সকৃচ্ছ্রাদ্ধং কৃতং ভবেৎ।
বসন্তি পিতরস্তেষাং বিষ্ণুলোকে ন সংশয়ঃ ॥

শালগ্রামশিলার নিকটে যারা পিতৃশ্রাদ্ধ করে তাদের পিতৃগণ বিষ্ণুলোকে অবস্থান করেন, এ সম্বন্ধে সংশয় নাই। যে স্থানে শালগ্রামশিলা থাকেন সেই স্থানে হরি এবং সর্ব্বতীর্থসমন্বিতা লক্ষ্মী বাস করেন। ব্রহ্মহত্যাদি যে কোন পাপ হৌক না কেন—শালগ্রামশিলা পূজা করলে সে সমস্ত পাপ নষ্ট হয়। পাছে তুমি বিরক্ত হও এইজন্য মূল না বোলে শ্লোকার্থ বললাম। পদ্ম পুরাণ, শব্দকল্পদ্রুম, প্রাণতোষিণী তন্ত্র, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, তন্ত্রসার ও দেবী ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে শালগ্রাম সম্বন্ধে বহু প্রমাণ আছে। তোমায় সামান্য কিছু বললাম। দাও, তোমার শালগ্রামশিলা দাও।

ভদ্র। আপনি আরও বলুন।

ক্ষেপা। আচ্ছা শোন। চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে তেমনি এই শালগ্রামশিলা লৌহময় হৃদয়কে আকর্ষণ করে' সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী পুরুষের কাছে লয়ে যান—আর হৃদয় সেখানে গিয়ে, আপনাকে হারিয়ে ফেলে জ্যোতির সাগরে ডুবে যায়।

শালগ্রামশিলাসংজ্ঞে যঃ করোতি মমার্চ্চনম্।
তেনার্চ্চিতং কার্ত্তিকেয় যুগানামেক সপ্ততি ॥

শিব বলছেন—হে কার্ত্তিকেয়! শালগ্রামশিলায় যে ব্যক্তি আমার অর্চ্চনা করে তা'র এক সপ্ততি যুগ অর্চ্চনা করা হয়।

যঃ পূজয়েদ্ধরিং চক্রে শালগ্রামশিলোদ্ভবে।
রাজসূয় সহস্রেণ তেনেষ্টং প্রতি বাসবম্ ॥

—পদ্ম পুরাণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



যে ব্যক্তি শালগ্রামশিলায় হরির পূজা করে, সহস্র রাজসূয় যজ্ঞের দ্বারা তাহার পূজা করা হয়।

বহুভির্জন্মভিঃ পুণ্যৈ র্যদি কৃষ্ণশিলাং লভেৎ।
গোষ্পদেনৈব চিহ্নেন তেন জন্ম সমাপ্যতে॥

বহু জন্ম পুণ্যের ফলে যদি কেহ কৃষ্ণশিলা লাভ করে, গোষ্পদ চিহ্ন যুক্ত সেই শিলার দ্বারা পুনর্জন্ম নিবৃত্তি হয়।

কামক্রোধপ্রলোভৈশ্চ ব্যপ্তোঽসৌ বৈ নরাধমঃ।
সোঽপি যাতি হরেলোকং শালগ্রামশিলার্চ্চনাৎ।
অশুচির্বা দুরাচারঃ সত্যশৌচবিবর্জ্জিতঃ।
শালগ্রামশিলাং স্পৃষ্ট্বা সদ্য এব শুচির্ভবেৎ॥

—হারীত সংহিতা।

কাম, ক্রোধ, লোভ যুক্ত নরাধম ব্যক্তিও শালগ্রামশিলা পূজা করে হরিলোকে গমন করে। সত্য-শৌচ-বিবর্জ্জিত দুরাচার অথবা অশুচি ব্যক্তি শালগ্রামশিলা স্পর্শে সদ্যই শুচি হয়। বিনা তীর্থ, বিনা দান, বিনা যজ্ঞ, দ্বারাও মানুষ শালগ্রামশিলা স্পর্শে সদ্যই শুচি হয়।

ব্রাহ্মণৈঃ সর্ব্বৈঃ পূজ্যোঽহং শুচৈরপ্যশুচৈরপি।
স্ত্রীশূদ্রয়োঃ করস্পর্শং বজ্রাদপি সুদুষ্করম্॥

শুচি অথবা অশুচি ব্রাহ্মণগণের আমি পূজ্য। স্ত্রী এবং শূদ্রের করস্পর্শ বজ্র হতেও সুদুষ্কর। স্ত্রী ও শূদ্রকে যাঁরা শালগ্রাম পূজা করবার বিধি দেন, তাঁরা অতিশয় পাপ কর্ম্ম করেন।

শালগ্রামশিলাতোয়ং নিত্যং ভুঙ্‌ক্তে যো নরঃ।
সুরেপ্সিত প্রসাদঞ্চ জন্মমৃত্যুজরাপহম্॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



তস্য স্পর্শঞ্চ বাঞ্ছন্তি তীর্থানি নিখিলানি চ।
জীবন্মুক্তো মহাপূতোঽপ্যন্তে যাতি হরেঃ পদম্‌॥

যে মানব শালগ্রামশিলা-জল নিত্য পান এবং জন্ম-মৃত্যু-জরা-বিনাশক, দেবতাবাঞ্ছিত প্রসাদ নিত্য ভোজন করে, নিখিল তীর্থ সকল তার প্রসাদ বাঞ্ছা করে থাকে। সে ব্যক্তি মহা পবিত্র ও জীবন্মুক্ত হ'য়ে দেহান্তে শ্রীহরির পরমপদ লাভ করে। শুনলে বাবা? দাও তোমার ঠাকুর দাও। একি তোমার চোখে জল কেন? কাঁপছ কেন।

ভদ্র। হে মহাপুরুষ! কে আপনি আজ আমায় মহাপাপ হ'তে রক্ষা করলেন আজ আমার মহা ভুল ভেঙে দিলেন। আর একটু হ'লে কি সর্ব্বনাশ ক'রে ফেলেছিলাম।

ক্ষেপা। আমি একটা ক্ষেপা। এই ঘুরে ঘুরে রাম রাম করে বেড়াই। যাক্‌, ঠাকুর আমায় না দাও জলেই ফেলে দাও।

ভদ্র। মহাপুরুষ! আর লজ্জা দেবেন না। আমি শাস্ত্র ও দেব-দ্বিজে ভক্তিহীন, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা স্ত্রীর প্ররোচনায় এমন দুষ্কর্ম্ম করতে এসেছিলাম। নারায়ণ সেবায় মাসে এক টাকা ও দৈনিক এক পোয়া চাল ব্যয় হ'ত—তা তা'র সহ্য হ'ল না। কয়দিন হতেই বলছে—ঠাকুর জলে ফেলে দিয়ে এসো, ও ঘরটায় আমি কুকুর রাখব, ঐ টাকায় মাংস এবং চাল কুকুরকে খাওয়ালে উপকার হ'বে। চোরের ভয় থাকবে না। ও পাথর পূজো করে' স্বার্থপর বামুনের পেট ভরিয়ে লাভ কি! আমি এমন স্ত্রৈণ, স্ত্রীর বাক্যে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়েছিলাম। শুধু স্ত্রীর বাক্যে বলি কেন, আজ কাল দেবতা, ব্রাহ্মণ ও শাস্ত্রের বিদ্বেষমূলক যেরূপ প্রবল আলোচনা হচ্ছে, হিন্দু নামধারী বিধর্ম্মীগণ শাস্ত্র, মূর্ত্তিপূজা ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



যেরূপ অজস্র নিন্দাবাদ করছে—তা'তে আমাকে ঠিক রাখতে পারিনি। আমায় ক্ষমা করুন। আমি ঠাকুর দিব না। স্বহস্তে আমি ইঁহার সেবা করব। আজ আমার চোখের ঝাপসা কেটে গেল। আপনি আমার গুরু, আপনাকে প্রণাম করি।

ক্ষেপা। এ সব নূতন কিছু হচ্ছে না বাবা। এ সব হ'বে—ঋষিরা তা' বলে গেছেন। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে ঋষিবাক্য অভ্রান্ত। কবে কোন যুগে ব'লে গেছেন—কলিযুগে মানুষ পুণ্যবৰ্জ্জিত, দুরাচাররত হ'বে, সত্য কথা বলবে না। পরদ্রব্য ও পরস্ত্রীর অভিলাষী, পরনিন্দা, পরহিংসা পরায়ণ হ'বে। দেহকে আত্মা মনে ক'রে তাহারই পোষণ করবে। মূঢ়, পশুবুদ্ধি, নাস্তিক হবে। পিতামাতাকে ভক্তি করবে না। স্ত্রীকে দেবতার আসনে বসিয়ে কাম-কিঙ্কর-পুরুষ তা'র সেবা করবে। ব্রাহ্মণগণ লোভ-ভয়গ্রস্ত, বেদ বিক্রয়ের দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করবে। সকলে স্বজাতি-কর্ম্ম ত্যাগ ও প্রায়ই পরকে বঞ্চনা করবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র নিজের নিজের ধর্ম্ম ত্যাগ করবে। সেইরূপ কোন কোন শূদ্র ব্রাহ্মণের ন্যায় আচরণ তৎপর হ'বে। স্ত্রীগণ প্রায়ই ভ্রষ্টা হ'বে, স্বামীকে অবজ্ঞা করবে, শ্বশুর শ্বাশুড়ীর হিংসা করবে। মানুষ শাস্ত্রনিন্দক, যথেচ্ছচারী হ'বে, বিষ্ণুদ্বেষী, সর্ব্বখাদক, ম্লেচ্ছাচাররত, পশুবুদ্ধি-মানবগণ শাস্ত্রকে দলিত ক'রে নূতন নূতন স্বকপোল-কল্পিত পাষণ্ড ধর্ম্মের সৃষ্টি করবে। দেখ দেখি বাবা, ঋষিগণের এই সব কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য কি না! যাক্, কলির প্রাবল্যে এরূপ হ'লেও—সনাতন-ধর্ম্ম ধার্ম্মিককে রক্ষা করবেন। এই ভারত মহাশ্মশানে ভূতপ্রেতগণের ভীষণ চীৎকারে ভয় কোরো না। রাম রাম কর, সব উৎপাত স'রে যাবে। ঐ দেখ ব্রাহ্মণ! সূর্য্যমণ্ডল মধ্যে, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী জ্যোতির্ম্ময়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



পুরুষ, ঐ শোন জলদ-গম্ভীর স্বরে তিনি বলছেন—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

—মাভৈঃ মাভৈঃ। জয় রাম সীতারাম বলিতে বলিতে ক্ষেপা দ্রুতপদে প্রস্থান করিল, আর সেই ভদ্রলোকটী শালগ্রামশিলা হস্তে, রোমাঞ্চিত কলেবরে, কেমন বিহ্বল হইয়া সূর্য্যমণ্ডল পানে চাহিয়া রহিল।

—০—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

# সাধনা ও সিদ্ধি

ক্ষেপা যখন কুটির হইতে সবেমাত্র বাহির হইয়াছে এমন সময় দেখিতে পাইল একটী বাবু আসিয়া দুয়ারে বসিয়া আছে। ক্ষেপাকে প্রণাম করিয়া বাবুটী বলিল—আপনার কাছে উপদেশ নেবার জন্য এসেছি।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম! তা' বেশ।

বাবু। আমায় ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দিন।

ক্ষেপা। (হাসিয়া) ঈশ্বরতত্ত্ব সাক্ষাৎকার হয়েছে?

বাবু। হাঁ তা' একপ্রকার হয়েছে। প্রথমে কুলগুরুর নিকট দীক্ষা লই। তিনি গৃহস্থ; বিশেষ কিছু জানেন না। তারপর স্বয়ং পাঁচ জায়গা ঘুরে ফিরে, চেষ্টা চরিত্র করে, সাধনা করতে আরম্ভ করি। ক্রমে যখন সাকার স্তর অতিক্রম ক'রে নিরাকার স্তরে পৌঁছাই এমন সময় একজন সাধুর সঙ্গে দেখা হয়, তিনি আমাকে ব্রাহ্ম দীক্ষা দেন, এখন আমি নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করছি।

ক্ষেপা। নিরাকার উপাসনা কি?

বাবু। আজ্ঞে, তা' ত বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না।

ক্ষেপা। বাক্য, মন যদি সেখানে না যায় উপাসনা কি প্রকারে করছ?

বাবু। আজ্ঞে সে এক অপূর্ব্ব আনন্দময় ভাব, সেই ভাবে ডুবে থাকি। এক সে সীমাশূন্য-আকাশের মত উদার, গভীর, বিরাট ভাব।

ক্ষেপা। তোমার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। বড় বড় কথা বলছ ত—তোমার মন্ত্রসিদ্ধি হয়েছে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



বাবু। আমি সিদ্ধি চাই না।

ক্ষেপা। সিদ্ধি পাবে কোথায়? সিদ্ধি ত পথের ধুলা নয়! কি কাজ কর?

বাবু। কাপড়ের দোকান আছে।

ক্ষেপা। তার লাভ চাও ত? কেউ যদি তোমায় দশ টাকা দেয়, তুমি নাও কিনা, সত্য ক'রে বলবে?

বাবু। আজ্ঞে আমি গৃহী—টাকা চাই বৈ কি! সংসারটা তাঁর, ব্যবসাও তাঁর; আমি উপলক্ষ্য মাত্র।

ক্ষেপা। কেবল সিদ্ধিটুকু তাঁর হবার উপায় নাই—কেমন? জামা, জুতা, গিলে দিয়ে কোঁচান চাদর—এ সব কা'র?

বাবু। আমি ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ নিতে এসেছি, আপনি এ সব কি বলছেন?

ক্ষেপা। আমি বলছি তুমি কুলগুরুর নিকট যে মন্ত্র নিয়েছ তা' সিদ্ধ হয়েছে কি না?

বাবু। আজ্ঞে তা' হ'য়েছে।

ক্ষেপা। উত্তম মধ্যম, অধম—মন্ত্রসিদ্ধি তিন প্রকার। তোমার কোন প্রকার হয়েছে?

বাবু। প্রথমে শরীর রোমাঞ্চিত হ'ত, চোখে জল আসত, জ্যোতির মধ্যে ছায়া ছায়া যেন ইষ্টমূর্ত্তি দেখতাম। এখন শরীরটা হালকা হ'য়ে যায়, একটা আনন্দময় ভাবে প্রাণটা ভ'রে যায়।

ক্ষেপা। ও হরি! মন্ত্রসিদ্ধি কাকে বলে তা' তুমি জান না দেখছি। চোখে জল, আনন্দময় ভাব—শরীর রোমাঞ্চ—ইহা ত জীবনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



কতবার হ'য়েছে। ইহা কি মন্ত্রসিদ্ধি? মন্ত্রসিদ্ধি কা'কে বলে শোনো।

মনোরথানামক্লেশসিদ্ধিরুত্তমলক্ষণম্।
মৃত্যুনাং হরণং তদ্বদ্ দেবতা দর্শনং তথা॥
প্রয়োগস্যাক্লেশ সিদ্ধিঃ সিদ্ধেস্তু লক্ষণং পরম্।
পরকায়ং প্রবেশনং পুরপ্রবেশনং তথা॥
উর্দ্ধোৎক্রমণমেবং হি চরাচর পুরে গতিঃ।
খেচরী মেলনঞ্চৈব তৎকথা শ্রবণাদিকম্॥
ভূচ্ছিদ্রাণি প্রপশ্যেত্তু তদুত্তমস্য লক্ষণম্।
খ্যাতির্বাহনভূষাদিলাভঃ সুচিরজীবনম্॥
নৃপাণাং তদ্‌গণানাঞ্চ বশীকরণমুত্তমম্।
সর্ব্বত্র সর্ব্বলোকেষু চমৎকারকরঃ সুখী॥
রোগাপহরণং দৃষ্ট্যা বিষাপহরণং তথা।
পাণ্ডিত্যং লভতে মন্ত্রী চতুর্ব্বিধমযত্নতঃ॥
বৈরাগ্যঞ্চ মুমুক্ষুত্বং ত্যাগিতা সর্ব্ববশ্যতা।
অষ্টাঙ্গ যোগাভ্যাসনং ভোগেচ্ছা পরিবর্জ্জনম্॥
সর্ব্বভূতেম্বনুকম্পা সার্ব্বজ্ঞাদি গুণোদয়ঃ।
ইত্যাদি গুণসম্পত্তির্মধ্যসিদ্ধেস্তু লক্ষণম্॥
খ্যাতির্বাহনভূষাদিলাভঃ সুচির জীবনম্।
নৃপানাং তদ্‌গণানাঞ্চ বাৎসল্যং লোকবশ্যতা।
মহৈশ্বর্য্যং ধনিত্বঞ্চ পুত্রদারাদি সম্পদঃ।
অধমাঃ সিদ্ধয়ঃ প্রোক্তা মন্ত্রিণাং প্রথম ভূমিকা।
সিদ্ধমন্ত্রস্তু যঃ সাক্ষাৎ স শিবো নাত্র সংশয়ঃ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



বাবু। বাংলা করে বলুন।

ক্ষেপা। বিনা ক্লেশে অভীষ্টসিদ্ধিই মন্ত্রসিদ্ধির উত্তম লক্ষণ। মৃত্যু নিবারণ করিতে পারা, দেবতাকে দেখিতে পাওয়া, বিনা ক্লেশে প্রয়োগসিদ্ধ করা মন্ত্রসিদ্ধির প্রধান লক্ষণ। পর শরীরে প্রবেশ করিতে পারা, শূন্যমার্গে উঠিতে পারা, সর্ব্বত্র অবাধ গতি, খেচরী-দিগের সহিত মিলন, তাহাদিগের কথা শ্রবণ ও ভূবিবর দর্শন মন্ত্রসিদ্ধির উত্তম লক্ষণ। মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিলে খ্যাতি লাভ, বাহন ভূষণাদি লাভ করা যায়—সুচির কাল বাঁচিয়া থাকিতে পারে। রাজা ও রাজপরিবারগণকে বশীকৃত করিতে পারে। সকল স্থানে সকল লোকের নিকট অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য দেখাইয়া সুখে থাকিতে পারে, সকল প্রকার রোগ আরোগ্য করিতে পারে। দৃষ্টি প্রদানে বিষদোষ নিবারণ করিতে পারে। চতুর্ব্বিধ বিদ্যায় অনায়াসে পারদর্শী হইতে পারে। বৈরাগ্য, মুমুক্ষুতা, ত্যাগশীলতা, সকলকে বশীকৃত করিবার শক্তি, অষ্টাঙ্গযোগের অভ্যাস, ভোগবাসনা পরিত্যাগ, সকল জীবের প্রতি দয়া, সর্ব্বজ্ঞতা প্রভৃতি গুণের বিকাশ —এই সকল গুণ মধ্যবিধ সিদ্ধির লক্ষণ। খ্যাতি লাভ, বাহন ভূষণাদি লাভ, দীর্ঘজীবন লাভ, রাজা ও রাজপরিবারগণের বাৎসল্য প্রাপ্তি, লোক বশীকরণ শক্তি, অতুল ঐশ্বর্য্য, ধনসম্পদ, স্ত্রী-পুত্রাদি সম্পদ—এই সকল অধম সিদ্ধির লক্ষণ। মন্ত্রসিদ্ধির প্রথম অবস্থায় এই সব গুণের বিকাশ হইতে থাকে। যিনি প্রকৃত মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন, তিনি সাক্ষাৎ শিব হইয়া থাকেন—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। [ তর্করত্ন মহাশয় সম্পাদিত তন্ত্রসার ]

সিদ্ধির লক্ষণ শুনলে ত? তুমি কি ইষ্টদেবতার দর্শন লাভ করেছ? তোমার পূর্ব্ব গুরুদত্ত মন্ত্রোচ্চারণ করিবার শক্তি আছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



কি না! দেবতা ভাবে, ধ্যানে নয়—সাক্ষাৎ দর্শন। যেমন তুমি আমাকে স্থূল চক্ষে দেখছ—এইরূপ।

বাবু। এইরূপ দর্শন হয়?

ক্ষেপা। নিশ্চয়ই হয়। তন্ত্রবাক্য কখনও মিথ্যা হ'তে পারে না। পাতঞ্জল দর্শনও বলেছেন—'স্বাধ্যায়াদিষ্ট দেবতা সম্প্রয়োগঃ'। মন্ত্র জপের দ্বারা ইষ্ট দর্শন হয়।

বাবু। দেখুন আমার এ সম্বন্ধে মনে হয়, বিশ্বাসসহকারে সাধনা করতে করতে, অবিদ্যার অপগমে, ব্রহ্মতত্ত্বই ফুটে উঠে, স্থূল-রূপে দর্শন হয় না।

ক্ষেপা। আগে স্থূলরূপে দর্শন দেন, বর দেন, তারপর ব্রহ্মজ্ঞান হয়। ধ্রুব, প্রহ্লাদ দর্শন করেছিলেন একথা শাস্ত্র বলেন। এযুগেও তুলসী দাস গোস্বামী, রামপ্রসাদ সেন, রামকৃষ্ণদেব প্রভৃতি ভক্তগণ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ভার্গব শিবরাম কিঙ্কর একথা খুব জোর করে' বলেছেন। দয়াল ঠাকুর, স্বামিজী মহারাজও এই কথাই বলেন। সে বেশী দিনের কথা নয়—মগরায় করুণাময়ীকেও কালো ঠাকুরটী দর্শন দিয়েছিলেন। আরও কত ভক্ত এ যুগে দর্শন পেয়েছেন। স্থূলরূপে দর্শন হয়, এ সম্বন্ধে কোন সংশয় নেই। যাক্ তোমার মনোরথ অক্লেশে সিদ্ধ হয়ত?

বাবু। আজ্ঞে না।

ক্ষেপা। সর্ব্বজ্ঞতা এসেছে?

বাবু। আজ্ঞে না।

ক্ষেপা। তা'হলে মধ্যম সিদ্ধিও হয়নি। কীর্ত্তি, ভূষণ, বাহন—ইত্যাদি লাভ হয়েছে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



বাবু। আজ্ঞে না।

ক্ষেপা। সবই যদি আজ্ঞে না, তবে কুল-মন্ত্র ছেড়ে দিয়ে নৈরাকার করে' ফেল্লে কেন? দেখ বাপু,—'অব্যক্তব্রহ্মসেবী চ নির্ব্বিঘ্নং ন পরং ব্রজেৎ। দুর্জ্জয়ো হ্যরিষড়্বর্গো মূর্ত্ত ব্রহ্ম ততো ভজেৎ'॥ অব্যক্ত ব্রহ্মোপাসনা সহজ কথা নয়। এক সাধে সব হয়, সব সাধে সব যায়। আগে দীক্ষা নিয়ে প্রাণপণে মন্ত্রসিদ্ধির চেষ্টা করতে হয়। প্রণালী মত সাধনা করলে মন্ত্র অবশ্যই সিদ্ধ হয়। তা' নয়, আমি শাস্ত্রোপদেশ মত কিছু করব না, ভোগ-বিলাস, যথেচ্ছাচারিতা ত্যাগ করব না, খেয়াল মত উপাসনা করব, আর একেবারে 'সোঽহং' হয়ে পড়ব—তা' হয় না। 'কলৌ ব্রহ্ম বদিষ্যন্তি ন করিষ্যন্তি কেচন' কলিতে মুখে ব্রহ্মাস্মি অনেকে বলবে কিন্তু তাহার সাধন কেহ করবে না।

বাবু। আচ্ছা, মধ্যম সিদ্ধির মধ্যে বৈরাগ্য ও মুক্তি কামনা বললেন ত?

ক্ষেপা। হাঁ, তা বাপু তোমার সাজ পোষাক, সিগারেটের বাক্স দেখে তোমার যে মুক্তি কামনা আসেনি তা' বেশ বুঝতে পারছি। মাথায় যা'র আগুন জলে—তা'র কি জামাজোড়া, সংসার করা ভাল লাগে? যাকে অন্তর্জ্জলি করা হয়েছে, সে কি আর ষোড়শীর পাণিগ্রহণ করতে চায়? তা' নয় বাপু! "প্রাণগতে যথা দেহ সুখং দুঃখং ন বিন্দতি। তথা চেৎ প্রাণযুক্তোঽপি স কৈবল্যাশ্রমে বসেৎ॥" প্রাণ গেলে যেমন দেহ সুখ দুঃখ জানতে পারে না, সেইরূপ প্রাণযুক্ত অবস্থায় সুখ দুঃখ যা'র না থাকে, তিনিই মোক্ষাশ্রমে বাস করবার উপযুক্ত। তা' কি তোমার হয়েছে?

বাবু। আজ্ঞে না।

ক্ষেপা। তবে ও সব বড় বড় কথা ছেড়ে দাও। যা'তে মন্ত্রসিদ্ধি হয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



তার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা কর। লক্ষ্য—ইষ্ট সাক্ষাৎকার লাভ—তবে আনুষঙ্গিক এই সব সিদ্ধি না চাইলেও আসবে। ভিক্ষুকের যেমন লক্ষ টাকা চাই না বলাটা কিছু নয়—কেন না, লক্ষ টাকা পথে পড়ে থাকে না, তেমনি ভোগ ত্যাগে অসমর্থ, গুরুবাক্যে শ্রদ্ধাহীন, সাধনকুণ্ঠ ব্যক্তির আমি সিদ্ধাই চাই না—এরূপ বলা নিরর্থক। ঠিক ঠিক সাধনা হচ্ছে, সিদ্ধিই তা' জানিয়ে দেবে। সাধনা করলে অবশ্যই সিদ্ধি আসবে। সে সিদ্ধি উপেক্ষা ক'রে, মূল লক্ষ্যে যতক্ষণ না যাওয়া যায় ততক্ষণ প্রাণপণে সাধনা করতে হ'বে, নিশ্চয়ই ইষ্ট সাক্ষাৎকার হ'বে—হ'বেই। সামান্য ধনজন, লোক বশীকরণাদি সিদ্ধি প্রাপ্ত হ'য়ে মেতে গেলে সবটাই ব্যর্থ হ'য়ে যাবে। আবার যাতায়াত বাড়বে। শিব হ'বার আগে শিব সাজলে, বিষের জ্বালা ও সাপের কামড়ে অস্থির ক'রে দেবে।

বাবু। তা'হলে আমি কি করব?

ক্ষেপা। জপ কালে হৃদয়গ্রন্থির ভেদ, সর্ব্ব অবয়বের বর্দ্ধিষ্ণুতা, আনন্দাশ্রু রোমাঞ্চ, দেহাবেশ, গদ্‌গদ্ ভাষণ—এ সব মন্ত্রচৈতন্যের লক্ষণ। তোমার শ্রীগুরুদেবের নিকট মন্ত্রের অর্থ, মন্ত্র-চৈতন্য, যোনি-মুদ্রা জেনে নিয়ে পুরশ্চরণ কর। "নিষ্কামনামনেনৈব সাক্ষাৎকারো ভবেদিতি। অর্থসিদ্ধিঃ সকামনা ভবেদেব ন সংশয়।" পুরশ্চরণ দ্বারা নিষ্কামগণের দর্শন লাভ হয়, সকামগণের অর্থসিদ্ধি হয়। যদি তা'তে মন্ত্রসিদ্ধি না হয়—তা'হলে আবার করবে, তা'তে যদি সিদ্ধি না হয় তৃতীয়বার করবে। তিনবার করেও যদি সিদ্ধি না হয়, শিব কথিত ভ্রামণ, রোধন, বশীকরণ, পীড়ন, পোষণ ও দাহন—ক্রমশঃ এই সপ্তবিধ উপায় অবলম্বন করবে। ইহার একটা একটা করলেই কার্য্যসিদ্ধি হয়। মন্ত্রসিদ্ধির আর একটা উপায় এই যে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



অনুলোম-বিলোমে মাতৃকাবর্ণের দ্বারা পুটিত মন্ত্র জপ ক'রে তারপর কেবল জপ করতে হয়। এইরূপ প্রত্যহ জপ করবে—যতদিন না লক্ষ জপ পূর্ণ হয়। লক্ষ জপ পূর্ণ হ'লেই মন্ত্রসিদ্ধি হ'বে। গুরুদেবকে জানাও তিনি সব ক'রে দেবেন।

বাবু। দেখুন আমার গুরুদেব সাধক নন। তিনি এ সব কিছুই জানেন না। আপনি আমার একটা ব্যবস্থা করে দিন।

ক্ষেপা। ছি ছি, তুমি ওসব কি বলছ! গুরুদেব সাক্ষাৎ শঙ্কর—তিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনি সব জানেন। তোমার মলিন হৃদয়-দর্পণে শ্রীগুরুদেবের মলিন মূর্ত্তি দেখেছ, কিন্তু তা' নয়। তুমি তাঁকে বিশ্বাস কর, তিনি তোমার সব ব্যবস্থা ক'রে দেবেন। গুরুদেবে দৃঢ় বিশ্বাস ছাড়া মন্ত্রসিদ্ধি হয় না। একটা গল্প বলি শোন—

বীরভূম জেলায় বিরূপাক্ষ নামে এক সাধক ছিলেন। তিনি যে-মন্ত্র জপ করতেন সে মন্ত্র ভুল ছিল। কিন্তু গুরু, মন্ত্র ও ইষ্টে দৃঢ় বিশ্বাসসম্পন্ন বিরূপাক্ষের কঠোর সাধনায় মা স্থির থাকতে পারলেন না, অন্তরূপে এসে বললেন—"ওরে তোর মন্ত্রে ভুল আছে—তুই গুরুর কাছে ঠিক ক'রে নে।" বিরুপাক্ষ বললেন—"কে তুই? আমার গুরুদেবের ভুল?—না, তা' হ'তে পারে না। যা—দূর হ'য়ে যা।" আবার জপ করেন, মা আবার এসে বললেন—"বল আমাকে তোর কি করতে হবে?" বিরূপাক্ষ ভাবলেন কে ইনি! ইষ্টদেবী নন! বার বার কেনই বা আসছেন! তিনি বললেন—"এক কাজ করতে পারবি? আমার আসনে এই বড় পাথরখানা আমি যেখানে যা'ব ব'য়ে নিয়ে যেতে পারবি? আমার আর কোন কাজ নেই।" মা বললেন—"তথাস্তু।" সেই বিরূপাক্ষের আসনের প্রকাণ্ড পাথরখানা বয়ে বয়ে মা'র আমার কোমরে ঘাঁটা পড়ল। এইরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



কতদিন গেল। মা বিরূপাক্ষের গুরুর নিকট গিয়ে বললেন—"বাবা"! বিরূপাক্ষের মন্ত্রটী ঠিক করে দাও, আমি তা'কে নিজ মূর্ত্তিতে দেখা দিতে পারছি না, পাথর বয়ে বেড়াতে হচ্ছে।" গুরুদেব বিরূপাক্ষের নিকট এসে বললেন—"বাবা! তুমি এই মন্ত্র জপ কর।" বিরূপাক্ষ গুরুদত্ত সেই মন্ত্র জপ ক'রে মাকে দেখে কৃতার্থ হ'য়ে গেলেন। তাঁ'র জ্বালা-যন্ত্রণা, যাতায়াত চিরদিনের মত দূর হ'ল। বাবা, গুরু বিষ্ণু-ব্রহ্মা-মহেশ্বর, গুরু পরমব্রহ্ম। 'অবিদ্যো বা সবিদ্যো বা গুরুরেব চ দৈবতম্। অমার্গোস্থোঽপি মার্গস্থো গুরুরেব সদাগতিঃ॥ গুরু মূর্খ হোন, বিদ্বান হোন, সৎপথবর্ত্তী হোন অথবা কুমার্গগামী হোন তথাপি তিনি দেবতা—একমাত্র গতিস্বরূপ। মোটামুটি জেনে রাখ—সদাচার ও সাত্ত্বিক আহার সাধকের খুব দরকার। পূজা করে' তবে জপ করতে হয়।

বাবু। আচ্ছা, সাধুজী বলেছেন—

উত্তম ব্রহ্ম সদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতি জপোঽধমো ভাবো বাহ্যপূজাধমাধমা॥

আমার বাহ্য পূজার প্রয়োজন আছে ?

ক্ষেপা। খুব আছে। বাহ্য পূজা অধমাধমা হ'লেও তা'রও অধিকারী এখন বড় মেলে না। তোমার দেহটাকে বেশভূষাদির দ্বারা সজ্জিত করেছ, সংসার প্রতিপালনের জন্য দোকান করছ, স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে বেশ আনন্দে আছ,—এত বাহ্যভাব, অধমাধম ভাবের সঙ্গ দিবারাত্র করছ, তা'তে অসুবিধা বোধ হয় না—পূজার সময়েই যত উচ্চাধিকার এসে উপস্থিত হয়? তা' নয়।

যতক্ষণ বাহ্যবস্তুর সৌন্দর্য্য বোধ আছে ততক্ষণ বাহ্য পূজারও প্রয়োজন আছে। আর বাহ্য পূজা করতে হ'লে ভূতশুদ্ধির দরকার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



ভূতশুদ্ধির মধ্যে উত্তম, মধ্যম সব ভাবই আছে এবং মানস পূজা করে' তবে বাহ্য পূজা করতে হয়। ঠিক ঠিক কাজ করলে বাইরের কাজ বেশী দিন থাকে না, ভিতরে স্থিতি লাভ শীঘ্র হয়। পূজককে পূজা ছাড়তে হয় না, পূজাই পূজককে ছেড়ে যায়। পূজক বাহ্য পূজা করতে করতে আবেশে বিভোর হ'য়ে যান। পূজা করবার আর সামর্থ্য থাকে না, হাতের ফুল হাতেই থাকে। ত্রৈলঙ্গ স্বামী বলেছেন—"মনের স্থূলতায় ঈশ্বরের স্থূলভাব, মনের সূক্ষ্মতায় ঈশ্বরের সূক্ষ্মভাব এবং মনের বিলয়ে ঈশ্বরের স্বরূপ লাভ হয়।"

বাবু। সাকার-নিরাকার, দ্বৈত-অদ্বৈত, কোনটা সত্য ঠিক বুঝতে পারি না।

ক্ষেপা। সবই সত্য। অত গোলযোগে প্রয়োজন কি বাপু! সোজা কথা—ডাকতে বলেছেন, ডেকে চল। ডাকতে ডাকতে—ঠাকুরকে ত আসতেই হ'বে। যেদিন আসবেন সেদিন পা দুটী জড়িয়ে পড়ে থেকো। তাঁর যেখানে খুসী নিয়ে যাবেন।

হাঁ, তারপর পূজার কথা। পঞ্চাঙ্গ শুদ্ধি ব্যতীত পূজা হয় না। আত্মা, স্থান, পাত্র, দ্রব্য ও দেবতা এই পঞ্চশুদ্ধির নাম পঞ্চাঙ্গ শুদ্ধি। তীর্থাদি বিশুদ্ধ জলে স্নান, ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম ও ষড়ঙ্গ ন্যাস করলে আত্মশুদ্ধি হয়। পূজার স্থানকে মার্জ্জন, অনুলেপন এবং চন্দ্রাতপ, ধূপ-দীপ ও পুষ্পমাল্য দ্বারা সুশোভিত করে', পঞ্চবর্ণ চূর্ণ দ্বারা চিত্রিত করলেই স্থান শুদ্ধ হয়। মাতৃকাবর্ণ দ্বারা অনুলোম-বিলোমে মন্ত্রবর্ণ পুটিত করে' দুবার পাঠ করলেই মন্ত্রশুদ্ধি হয়। পূজার দ্রব্য কুশাগ্র দ্বারা মূল ও ফট্ এই মন্ত্রে প্রোক্ষণপূর্ব্বক ধেনু মুদ্রা দেখালে দ্রব্য শুদ্ধি হয়। পীঠ শক্তির পূজা করে' মূল-মন্ত্রে সকলীকরণমুদ্রায় সকলীকরণ এবং মূল-মন্ত্রে মাল্যাদি ধূপ-দীপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



প্রোক্ষণ করলেই দেবশুদ্ধি হয়। পূজার পর পঞ্চাঙ্গ সেবন করতে হয়—

> গীতা সহস্রনামানি স্তবঃ কবচমেব চ।
> হৃদয়ঞ্চেতি পঞ্চৈতে পঞ্চাঙ্গং প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥
> স্বোপাসনানুসারেণ গীতায়াঃ পঠনাদ্ ধ্রুবম্।
> সহস্রনামাধ্যয়নাৎ স্বপদ্ধত্যনুসারতঃ॥
> স্তোত্রস্য কবচস্যাপি হৃদয়স্য চ পাঠতঃ।
> যোগসিদ্ধিমবাপ্নোতি যোগী বিগত কল্মষঃ॥
>
> —মন্ত্রযোগ সংহিতা

গীতা, সহস্রনাম, স্তব, কবচ এবং হৃদয় এইগুলিকে বুধগণ পঞ্চাঙ্গ বলেন। স্ব-স্ব উপাসনা, সম্প্রদায় অনুসারে গীতা, সহস্রনাম স্তব, কবচ এবং হৃদয় প্রতিদিন পাঠ করতে হয়। তারপর জপের পূর্ব্বে মস্তকে কুল্লুকা, হৃদয়ে সেতু, কণ্ঠে মহাসেতু, নাভিতে নির্ব্বাণ, মূলাধারে মহাকুণ্ডলিনী, স্বাধিষ্ঠানে রাকিনী, মস্তকস্থিত কাম বীজ চিন্তা করবে। মূলমন্ত্রকে সুষুম্নার মূল দেশে জীবরূপে চিন্তা করত মন্ত্রার্থ এবং মন্ত্র চৈতন্য পরিজ্ঞানপূর্ব্বক জপ করবে। জপের পূর্ব্বে মন্ত্রের জাতাশৌচ-মৃতাশৌচ দূর করবার জন্য প্রণব-পুটিতে ইষ্টমন্ত্র সপ্তবার জপ করত প্রকৃত জপ করবে।

বাবু। এ যে বহু ব্যাপার?

ক্ষেপা। এতবড় জগৎটা সুমুখ থেকে সরে' গিয়ে এক দিগন্ত বিস্তৃত জমাট-বাধা আনন্দের মহাপারাবারে ডোবাটা কি এক কথায় হয়? এত যদি না পার—রাম রাম কর। ঠাকুর ঠিক নিয়ে যাবেন। এক কথায় যদি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হ'ত, তা'হলে ঘরে ঘরে ব্রহ্মজ্ঞানী বিরাজ করত। খাটতে হ'বে—প্রাণপণে খাটতে হ'বে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



শ্রীগুরুচরণে দৃঢ়া মতি রেখে, তাঁর আদেশ মত মন্ত্র পুরশ্চরণ আরম্ভ করে' দাও। অভীষ্ট লাভ করতে পারবে। আর উঠতে-বসতে, খেতে-শুতে, সর্ব্বদা রাম রাম কর, অর্থাৎ যা'র যা' ইষ্ট সেই নাম কর। ঠাকুর যখন দূরে থাকবেন তখন চেঁচিয়ে ডাকবে, যখন কাছে আসবেন তখন আস্তে-আস্তে ডাকবে। যখন অন্তরের অন্তঃস্থলে আসবেন তখন গুরুদত্ত বীজের দ্বারা মনে মনে ডেকো। ডাকা চাই। তারপর ডাকা আপনি ফুরিয়ে যাবে। সে-ই ডাকবে। তাঁর ডাকায় কুলমানে জলাঞ্জলি দিয়ে, অকূল পাথারে অবশ ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়বে। আহা! সে যে আনন্দের মহাপারাবার! এই দেখনা, তোমার সঙ্গে কথা কইতে গিয়ে আমি ডাকতে ভুলে' যাচ্ছিলাম। জয়রাম সীতারাম রাম রাম হরে কৃষ্ণ হরে রাম।

—০—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

# তত্ত্ব বিভ্রাট

জয় রাম সীতারাম, জয় জয় রাম সীতারাম, জয় জয় রাম সীতারাম—ধ্বনিতে ক্ষেপার কুটির মুখরিত, ক্ষেপা আপন মনে নাম করছে, এই সময় নিরঞ্জন ভট্টাচার্য্য এসে বললেন—"ও ক্ষেপা মহারাজ! কেবল রাম রাম করে' কি হ'বে—তত্ত্ব বিচার করো।"

ক্ষেপা। তত্ত্ব বিচার করে' তুমি যেথানে পৌছাবে, আমি রাম রাম করে সেইথানেই পৌছাব বাবা।

নির। তত্ত্ব-বিচার ছাড়া মুক্তি হয় না।

ক্ষেপা। হয় বাবা হয়, রাম নামই পরম তত্ত্ব, রাম নাম জপ কর্‌লে জ্ঞান স্বতঃই হয়।

নির। হাঃ হাঃ হাঃ—

ক্ষেপা। হাসছ? শ্রুতি মান ত?

নির। নিশ্চয়ই।

ক্ষেপা। এই শোন শ্রুতি কি বলেছেন—

রাম এব পরং ব্রহ্ম রাম এব পরং তপঃ।
রাম এব পর তত্ত্বং শ্রীরামোব্রহ্মতারকম্॥

—শ্রীরামরহস্যোপনিষদ্।

ধর্ম্মমার্গং চরিত্রেন জ্ঞানমার্গং চ নামতঃ।
তথা ধ্যানেন বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যং স্বস্য পূজনাৎ॥

—শ্রীরামপূর্ব্বতাপনী

শুনলে বাবা, নামের দ্বারা জ্ঞানমার্গ লাভ হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



নির। ও ঠিক মূল শ্রুতি নয়।

ক্ষেপা। তোমার মতের সঙ্গে মিললো না বলে? জয় রাম সীতারাম।

নির। শাস্ত্র বলেছেন—'জ্ঞানাদেব মোক্ষঃ'।

ক্ষেপা। জ্ঞান হ'তে মোক্ষ যেমন বলেছেন তেমন তা'র অধিকারীর কথাও ত বলেছেন! উপাসনা দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা হলে, প্রাণ সহস্রারে স্থিতি লাভ করলে—বিন্দু স্থির হ'লে তবে জ্ঞানের কথা বলা উচিত; নচেৎ কামিনী-কাঞ্চন-লুব্ধ, অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির—জ্ঞানের কথা উন্মত্তের প্রলাপ, বকবাদ মাত্র। সে জ্ঞানে বোধচঞ্চু তাপিত জীবের কোন উপকার হয় না। মাথায় আগুন জ্বললে যেমন লোক ছুটে বেড়ায় তেমনি জ্বলিত-মস্তিষ্ক হ'য়ে, সংসার ত্যাগ করে, ব্রহ্মজ্ঞ আচার্য্যের কাছে আশ্রয় নিলে তিনি তত্ত্বোপদেশ করেন—তারপর শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনের দ্বারা তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার ক'রে মুমুক্ষু স্বরূপ লাভে সমর্থ হয়, এই ত?

নির। হাঁ।

ক্ষেপা। তোমার মাথায় কি আগুন জ্বলেছে? তুমি ত গৃহী, তোমার স্ত্রী-পুত্র আছে, স্ত্রী-পুত্র পরিবেষ্টিত হয়ে 'সোঽহং', 'ব্রহ্মাস্মি' এই সব বিচার কর ত?

নির। হাঁ, গৃহী ব'লে কি চোরের দায়ে ধরা পড়েছি—বিদ্যাভ্যাসে অধিকার নাই?

ক্ষেপা। জয় রাম সীতারাম, আমি তা' কি বলছি। খুব আছে, বিদ্যা মানে কি?

নির। আমি দেহ নই—চিদাত্মা, এই বুদ্ধি—বিদ্যা।

ক্ষেপা। তা' বাবা চিদাত্মা, তুমি যদি দেহ নও তবে ঘর-দ্বার, স্ত্রী-পুত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



এগুলা কার? এ সব কেন?

নির। আমি এখনও ঠিক হ'তে পারিনি, অভ্যাস করছি।

ক্ষেপা। অভ্যাস কি?

নির। এক কর্ম্মের পুনঃ পুনঃ করণের নাম অভ্যাস।

ক্ষেপা। গৃহে থেকে তুমি ত 'আমি দেহ' এই অভ্যাসই করছ।

নির। কি ক'রে?

ক্ষেপা। তোমার স্ত্রী-পুত্র, তোমার গৃহ-দ্বার, আত্মীয়-স্বজন, মান-সম্ভ্রম —কেবল তোমাকে 'তুমি দেহই' এই অভ্যাস করাচ্ছে, বুঝলে বাপু?

নির। তবে তুমি বলতে চাও জ্ঞানাভ্যাসে কোন ফল নাই?

ক্ষেপা। রামঃ, তা' কি বলতে পারি? ভক্তিহীন অনধিকারী, জ্ঞানের দ্বারা, নিরীহ, সরল-বিশ্বাসী ভক্তগণের বিশ্বাসে লাঠি মেরে, তা'দের প্রাণে আতঙ্কের সঞ্চার করতে পারে।

নির। ভক্তি চাই বৈ কি, ভক্তি চাই বৈ কি!

ক্ষেপা। ছিটেফোঁটা ভক্তির কর্ম্ম নয় বাবা, ভক্তির বন্যায় সংসার ভাসিয়ে দিতে পারলে তবে মুক্তি ছুটে এসে বুকে ক'রে তুলে নেন।

নির। ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলেছেন—'জ্ঞানান্ মোক্ষঃ'।

ক্ষেপা। ভগবান শঙ্করাচার্য্য কে?

নির। আরে উন্মাদ, সাক্ষাৎ শিবাবতার শঙ্করাচার্য্যকে জান না?

ক্ষেপা। শিব থেকে তিনি এসেছিলেন?

নির। হাঁ।

ক্ষেপা। আমার মহাবীর ত শিব থেকে এসেছিলেন, তিনি অদ্যাপি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



রাম রাম কচ্ছেন এবং রাম নামে সব হয়—এ কথা বলেছেন।

নির। হাঃ হাঃ হাঃ—

ক্ষেপা। বানর ব'লে তাঁর কথায় বিশ্বাস হ'ল না! আচ্ছা যে শঙ্করাচার্য্য শঙ্করের অবতার, সেই অবতারী দয়াময়, করুণানিধান, ভক্তবৎসল, অগতির গতি, দীনশরণ, দীনবন্ধু, পার্ব্বতিপতি কি বলেছেন শোনো—

অহং ভবন্নাম গৃণন্ কৃতার্থো
বসামি কাশ্যাং সহিতো ভবান্যাঃ।
মুমূর্ষুমানস্য বিমুক্তয়েঽহম্
দিশামি মন্ত্রং তব রাম নাম॥

তোমার নাম ক'রে আমি কৃতার্থ হ'য়ে কাশীতে ভবানীর সহিত বাস করি, আর তোমার রাম নাম মুমূর্ষুগণের কর্ণে মুক্তির জন্য দান ক'রে থাকি। বল বাবা! আমার শঙ্কর যে নামে কৃতার্থ হয়েছেন—আমি সে নামে কৃতার্থ হ'তে পারব না?

নির। ও সব পুরাণের কথা।

ক্ষেপা। ইতিহাস বিশ্বাস করতে পার—আমার ভগবান শঙ্করাচার্য্যকে শিবাবতার বিশ্বাস করতে দ্বিধা আসে না,—আর 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' বিশ্বাস করতে পার না? তোমার বিশ্বাসকে ধন্যবাদ। অধ্যাত্ম রামায়ণে তত্ত্বের কথা আমার শঙ্কর যা বলেছেন, আমার শঙ্করাচার্য্যও তাই বলেছেন। অধিকারী হও, তবে গ্রন্থের রস পাবে—নচেৎ দর্শনশাস্ত্ররূপ ইক্ষুদণ্ডের দ্বারা পরের মাথা ভাঙবে, আর বয়ে বয়ে নিজের ঘাড়ে ঘাঁটা পড়বে। শোন আমার শঙ্কর কি বলেছেন—



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



আদৌ স্ববর্ণাশ্রমবর্ণিতাঃ ক্রিয়াঃ
কৃত্বা সমাসাদিতশুদ্ধমানসঃ।
সমাপ্য তৎপূর্ব্বমুপাত্তসাধনম্
সমাশ্রয়েৎ সদ্‌গুরুমাত্মলব্ধয়ে॥

আগে আশ্রম বিহিত কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ক'রে তারপর সংসার ত্যাগ করত সদ্‌গুরুর আশ্রয় নিতে হবে, তবে জ্ঞানাভ্যাস—বুঝলে বাপু! ভক্তি চাই—হরিতোষণ ব্রত চাই—তবে চিত্তশুদ্ধি হবে—তবে সংসার ত্যাগ। তরপরে জ্ঞানাভ্যাস।

নির। ভক্তি ভক্তি করছ ত, বল ত বাপু ভক্তির দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান হয় এ কথা শ্রুতি কোথায় বলেছেন?

ক্ষেপা। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ পড়েছ ত? সেখানে প্রণব-উপাসনা গায়ত্রী-উপাসনা প্রভৃতির নামই ভক্তি।

নির। ভক্তির দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান হয় এ কথা কোন্ উপনিষদে সুস্পষ্টভাবে আছে—বল ত বাপু?

ক্ষেপা। সুখে হয়—সুখে হয়, আমার ঠাকুর তত্ত্বের মালা গেঁথে এনে ভক্তের গলায় পরিয়ে দেন। শ্রুতি বলেছেন—

তস্মাৎ সর্ব্বেষামধিকারিণামনধিকারিণাম্ ভক্তিযোগঃ প্রশস্যতে। ভক্তিযোগঃ নিরুপদ্রবঃ। ভক্তিযোগান্মুক্তিঃ বুদ্ধিমতামনায়াসেনাচিরাদেব তত্ত্বজ্ঞানং ভবতি। তৎ কথমিতি। ভক্তবৎসল স্বয়মেব সর্ব্বেভ্যো ভক্তিনিষ্ঠান্ সর্ব্বান্ পালয়তি। সর্ব্বাভীষ্টান্ প্রযচ্ছতি, মোক্ষং দাপয়তি। চতুর্ম্মুখাদীনাং সর্ব্বেষামপি বিনা বিষ্ণুভক্ত্যা কল্পকোটিভির্মোক্ষ ন বিদ্যতে। কারণং বিনা কার্য্যং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



নোদেতি। ভক্ত্যা বিনা ব্রহ্মজ্ঞানং কদাপি ন জায়তে তস্মামপি সর্ব্বোপায়ান পরিত্যজ্য ভক্তিমাশ্রয়। ভক্তি-নিষ্ঠো ভব ভক্তিনিষ্ঠো ভব। ভক্ত্যা সর্ব্বসিদ্ধয়ঃ সিদ্ধন্তি ভক্ত্যাসাধ্যং ন কিঞ্চিদস্তি। ওঁ তৎসৎ ওঁ।

[—ত্রিপাদবিভূতি মহানারায়ণোপনিষদ্ অষ্টম অধ্যায়ঃ।]

সীতারাম—সীতারাম।

নির। তা'হলে তুমি বলতে চাও ভক্তির দ্বারাই মানুষ মোক্ষলাভে সমর্থ হয়?

ক্ষেপা। আমি শুধু বলব কেন, শ্রুতি এ কথা বলেছেন।

নির। তবে গৃহীর মোক্ষশাস্ত্র পাঠের আবশ্যকতা নাই?

ক্ষেপা। খুব আছে।

নির। তা'তে লাভ?

ক্ষেপা। বাজারে দার্শনিক পণ্ডিত ব'লে পসার, অর্থাগম, তারপর ২।১ ঘণ্টা আসনে বসতে পারলে ত কথাই নাই—একেবারে জনক। রাম রাম সীতারাম। শাস্ত্র—সাধনের অনুকূল হওয়া দরকার নচেৎ সে শাস্ত্রের দ্বারা দুঃখ দূর হয় না, গৃহী যদি সন্ন্যাসীর শাস্ত্র পড়ে, তা তার কোন উপকারে লাগবে না, অধিকন্তু অহঙ্কার বেড়ে যাবে।

নির। একজন ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশ করেছে—তাকে যদি এম্.এ. পরীক্ষার সন্ধান দেওয়া না হয়, তা'হলে সে কোন লক্ষ্যে জীবনকে চালিত করবে?

ক্ষেপা। এম্.এ. পরীক্ষার কথা তাকে শোনাতে হবে, উৎসাহ দিতে হবে—কিন্তু এম.এ. ক্লাসের পুস্তক তাকে পড়তে দিলে তা'তে তার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



কি উপকার হবে ? সবটা মিলিয়ে নাও—দীক্ষা গ্রহণ হ'ল ম্যাট্রিক পাশ করা, গুরুদেব দীক্ষা দান ক'রে সাধনার পথ দেখিয়ে দিলেন, আই.এ. ক্লাসের পাঠ আরম্ভ হ'ল, তার পাঠ্য—প্রথম ফলাকাঙ্ক্ষা-শূন্য হ'য়ে ঈশ্বরপ্রীতির জন্য কর্ম্ম করা। দ্বিতীয়—'শ্রীভগবান আছেন'—এই বিশ্বাসে শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন বন্দন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন—এই নববিধা ভক্তির সাধনা। ইহার দ্বারা ভগবানে ভক্তি জন্মায়। অচলা ভক্তি জন্মিলেই আই.এ. পাশ করা হ'ল। তারপর বি. এ. ক্লাসের পাঠ্য গুরু দেন—অভ্যাস যোগে বিশ্বরূপের উপাসনা, বাইরে শ্রীবিগ্রহ এবং অন্তরে ভগবন্মূর্ত্তি ধ্যান এবং তা'ই চতুর্দ্দশ ভুবন ব্যেপে আছেন ইহা চিন্তা করা। এইরূপ সাধনা করতে করতে বৃক্ষ-লতা, কীট-পতঙ্গ, পশু-পক্ষী—ভক্ত যা দেখেন তা'তেই তাঁর ইষ্টমূর্ত্তির স্ফূর্ত্তি হ'তে থাকে। ফুলটি দেখে, ফলটি দেখে, পাতাটি দেখে—তাঁর ইষ্টমূর্ত্তি মনে পড়ে। বিহগের কলতান, মধুকরের গুঞ্জন, মলয়ানিলের চাপল্য তাঁর ইষ্টকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কলনাদিনী ভাগীরথীর কুলুকুলু ধ্বনিতে তাঁর ইষ্টের চরণ দু'খানি মনে পড়ে! পূর্ণিমার পূর্ণশশধরকে দেখে তাঁর ইষ্টের মুখখানি মনে ভাসে। ভক্ত নবদূর্ব্বাদল দেখে ইষ্টের অঙ্গকান্তি স্মরণ ক'রে নেত্রনীরে ভাসতে থাকেন। সমুদ্র দেখে সেই নীলকান্তমণি মনে ক'রে ভক্ত ত'াতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। নব মেঘ দেখে—হাঁ একটা গান গাই শোনো, আমার প্রেমের ঠাকুরের কথা—

আমি দেখেছিরে তায়—
গৌরবরণ সন্ন্যাসী এক এসেছে হেথায়,
আমি দেখেছিরে তায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



ও যার হরি বলতে নয়ন ঝুরে
আপনি কেঁদে কাঁদায় পরে,
রূপে ভুবন আলো করে
ধুলি মাথা গায়
বলে কোথা শ্যামরায়।
হেরিয়া গগনে ঘেরা নব জলধর
মেঘেরে ডাকিয়া বলে এ মুরলিধর।
দেখা যদি নাহি দিলে কেন বা বাজালে বাঁশী?
তুমি কি জান না নাথ আমি চরণের দাসী?
বলিতে বলিতে কাঁদে ধুলিতে মুরছা যায়;
বলে কোথা শ্যামরায়—
আমি দেখেছিরে তায়।

ক্ষেপা দুইবার তিনবার গাহিল।

ক্ষেপা। আহা! আহা! ওরে এমনি হয় রে, এমনি হয়। আর এমন না হ'লে সংসার ছুটে না।

নির। গানটি বেশ।

ক্ষেপা। হাঁ, এই বিশ্বরূপ দর্শন করতে করতে ভক্ত দেহ, গেহ, আত্মীয়-স্বজন সব ভুলে গিয়ে ভগবৎ-সাগরে ডুবে যায়। সংসার চলে যায়। এইখানেই বি. এ. ক্লাসের পাঠ শেষ। তারপর সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে এম. এ. ক্লাসের পাঠ অভ্যাস করতে হয়। গুরুমুখে তত্ত্বমস্যাদির বিচার শ্রবণ করত মনন, নিদিধ্যাসনের দ্বারা 'আমিই সমস্ত' এই ভাবে স্থিতি লাভ করাই এম্. এ. ক্লাসের পাঠ্য সাধনা। এম. এ. ক্লাসের ছাত্র বিশ্বরূপ বা সগুণ ব্রহ্মের উপাসক। তারপর রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ পরীক্ষার পাঠ্য অব্যক্ত, অক্ষর, নির্গুণ-ব্রহ্মে স্থিতি লাভ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



এ ক্রমনির্ণয় ক্ষেপার কথা ব'লে উড়িয়ে দিও না—এ একজন মহাপুরুষের বাণী—বুঝলে বাপু! উপরে উঠতে হ'লে ধাপে ধাপে উঠতে হয়, একবারে লাফিয়ে ওঠা যায় না। চাল নেই, ডাল নেই, তেল চাই, নুন চাই, হুঁকোরে, কল্কেরে, নস্যিরে করব—আর অবসর মত আমি ব্রহ্ম, আমি দ্রষ্টা, আমি আত্মা—এ বুলি বলব। তা'তে কিছু হবে না। চালাও রাম রাম। মন থেকে সংসার মুছে যাক্, তারপর ইচ্ছা হয় আত্মবিচার কর।

নির। আত্মার কথা যদি মোটেই শোনা না হয় তবে তা' লাভের স্পৃহা হবে কেন? আমি কি, কি হ'য়ে আছি, কি হ'তে হবে—এ সব জানার দরকার নাই কি?

ক্ষেপা। তা'তো গুরুদেব দীক্ষার সময় ব'লে দিয়েছেন, নিত্য স্বাধ্যায় গ্রন্থে সে সংবাদ তো পাওয়া যায়। তারপর ভূতশুদ্ধি করলে আত্মা কুণ্ডলিনী শক্তি, চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব, কোথায় গিয়ে সব বিলীন ক'রে দিয়ে শিবত্ব প্রাপ্তি হবে—সবই ত গুরুদেব মোটামুটি ব'লে দেন। ক্রমে সাধন করতে করতে সাধক সব প্রত্যক্ষ দর্শনে সমর্থ হয়।

নির। তত্ত্ব বিচার না করলে সংসারে বৈরাগ্য আসবে কি করে?

ক্ষেপা। এতক্ষণ কি শুনলে? তত্ত্ববিচার গদির উপর শুয়ে, স্ত্রী পুত্রের শ্রীমুখ পানে চেয়ে চেয়ে করতে হ'বে—এ কথা কোথায় আছে? বৈরাগ্য—নিষ্কামকর্ম্ম, হরিতোষণ ব্রতাদির দ্বারা আসবে।

নির। যা'ই বল, বিচারের একটা স্বতন্ত্র শক্তি আছে, মনকে উচ্চস্তরে নিয়ে যায়। ধর আমি দশ বৎসর আত্মবিচার করছি—আমি বেশ বুঝতে পারছি আমি নিত্য-মুক্ত, শুদ্ধ-বুদ্ধ, অখণ্ড-সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম।

ক্ষেপা। বটে? একবার দেখি কেমন ব্রহ্ম? (ক্ষেপা একটি দেশলাই-এর কাটি জ্বালাইয়া নিরঞ্জনের কাপড়ের নিকট ধরিল।)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



নির। (তাড়াতাড়ি উঠিয়া) আরে কর কি, কর কি? পুড়ে যাবে যে!

ক্ষেপা। সীতারাম সীতারাম—আরে পালাও কেন? অদাহ্য, অক্লেদ্য অশোষ্য, অভেদ্য, নির্গুণ, নির্ব্বিকার পরমাত্মা একটা দেশলায়ের কাটিতে পুড়ে যাবে—এও কি সম্ভব? 'তত্ত্বমসি' 'ব্রহ্মাস্মি' 'শিবোঽহং'—সেই সব পাকা পাকা বুলি ছেড়ে দিয়ে লাফিয়ে উঠলে যে? তোমার দশ বৎসরের আত্মবিচার একটা দেশলায়ের কাটিতে ভস্ম হয়ে গেল বাবা! শুধু কথায় চিঁড়ে ভেজে না—জলের দরকার। ভক্তিশূন্য শুধু শুষ্ক-বিচারে কিছু হবে না, মহাভাবের দরকার। মন্ত্রযোগীর মহাভাব, লয়যোগীর মহালয়, হঠযোগীর মহাবোধরূপ সিদ্ধি যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ রাজযোগে অধিকার নাই। বিচারের দ্বারা মন উচ্চস্তরে উঠবে বটে, ধ্রুবাস্মৃতির অভাবে তখনই বিষয়ের পায়ে লুটিয়ে পড়বে।

নির। রাজযোগের অধিকারী আবার কি, যার যেটা ভাল লাগে সেই ত তার অধিকারী?

ক্ষেপা। রোগীর কুপথ্য ভাল লাগে, কামীর পরস্ত্রী ভাল লাগে—তুমি কি বল যে তারা তার অধিকারী?

নির। না।

ক্ষেপা। মুদ্রাযন্ত্রের অপার করুণায়, আজ পথে পথে তত্ত্ব বিচার ছড়াছড়ি যাচ্ছে, দু' আনাতেও তত্ত্বগ্রন্থ পাওয়া যায়, পাঁচ টাকা খরচ করলে ত একেবারে তত্ত্বনিধি হওয়া যায়। স্কুলের ছাত্র হতে আরম্ভ ক'রে মায়েরা পর্য্যন্ত তত্ত্বগ্রন্থ পাঠ করেন। যখন এত তত্ত্ববিচারের প্রাচুর্য্য ছিল না তখন পুত্র পিতার বশ্য ছিল, স্ত্রী স্বামীকে নারায়ণবোধে সেবা করতেন, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ছিল, গৃহস্থের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



শান্তি ছিল, দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরুকে লোকে ভক্তি করত, জাতি বিচার ছিল। এখন প্রায় সকলেই তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত। "শুনি চৈব শ্বপাকে চ"—সবাই সমদর্শী। অনেকে গীতার শ্লোক কণ্ঠস্থ ক'রে অন্যায় কর্ম্ম করতে সঙ্কুচিত হন না। আমি এক ব্রাহ্মণ বিধবার কথা জানি তিনি গো-দুগ্ধ বিক্রয় করেন বা আর যা' কিছু অন্যায় কর্ম্ম করেন তা' জ্ঞানাগ্নির দ্বারা ভস্ম ক'রে ফেলেন। এঁরা নিজের পাপ শাস্ত্রের দ্বারা সমর্থন করছেন। এটা জ্ঞান, না জ্ঞানের বিকৃতি? ব্রহ্মবিদ্যা কুলবধূর ন্যায় গোপনীয়া। তাঁর দুর্গতি একবার দেখ, আজ ঘরে ঘরে ব্রহ্মবিদ্। কেহ ছোট সাধনা করতে চান না। সবাই নির্গুণব্রহ্মের উপাসক। কর্ম্মহীন, মোক্ষ শাস্ত্রপাঠী পণ্ডিত হন সত্য, কিন্তু হৃদয়ের জ্বালা যায় না। কিছুদিন পূর্ব্বে এক প্রখ্যাতনামা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের সহিত দেখা হয়েছিল, তাঁর শিষ্যেরাও বেদান্তাদি শাস্ত্রের অধ্যাপক। তিনি একজন ভাল বক্তা, কবি এবং শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশক। তিনি বললেন—'আমি সভায় বক্তৃতা করি, লোকে আমায় প্রশংসা করে, বৈদান্তিক ব'লে। কিন্তু হায়! আমি হৃদয়ের জ্বালায় জ্বলে পুড়ে মরছি। কেহ যদি আমায় শান্তির পথ ব'লে দেয় আমি তাঁর শিষ্যত্ব স্বীকার করতে প্রস্তুত আছি।' বলত বাবা এ কেমন জ্ঞান? এ পণ্ডিতজীকে কি তুমি মোক্ষশাস্ত্রের অধিকারী বলতে চাও? এঁর বেদান্ত ভাল লেগেছে, শাস্ত্র আয়ত্ত করেছেন, 'ব্রহ্মাস্মি' 'সোঽহং' কত বলেছেন—তবু এত জ্বালা কেন?

নির। সংসারীর মধ্যেও তো মোক্ষশাস্ত্রপাঠী তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ দেখা যায়।

ক্ষেপা। ক্বচিৎ ২।১ জন ক্ষণজন্মা পুরুষ জগৎকে উদ্ধার করবার জন্য সংসারীর সাজে কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি প্রচার করতে আসেন। তাঁরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



'দুর্ব্বল অধিকারীর ভক্তিই অবলম্বনীয়' একথা ভূয়ো ভূয়ো বলেন। জয় রাম সীতারাম।

নির। ধর আমি মুমুক্ষু, তেমন ব্রহ্মজ্ঞ গুরু পাচ্ছি না ব'লে সন্ন্যাস লওয়া হচ্ছে না, আমার তত্ত্ববিচারে দোষ কি?

ক্ষেপা। প্রথমে তুমি মুমুক্ষু কি না বিচার কর, মৃতদেহে যেমন সুখ দুঃখ বোধ থাকে না, প্রাণমুক্ত অবস্থায় সেরূপ হ'লে কৈবল্যাশ্রমী হ'তে পার। তা' কি তোমার হ'য়েছে?

নির। না।

ক্ষেপা। যেখানে যেখানে তোমার চক্ষু পড়ে সেখানে কি ভাবময় প্রাণের দেবতার স্মরণে আপনহারা হ'য়ে যাও?

নির। না।

ক্ষেপা। তবে তোমার এখন প্রথম পাঠই শেষ হয়নি। চিত্তশুদ্ধি হয়নি। গুরূপদিষ্টমার্গে চল।

নির। গুরূপদিষ্টমার্গ মানে গুরু যা' তা' বলবেন—আমার সেই পথে চলতে হবে?

ক্ষেপা। 'কলাবাগমসম্মতঃ'—কলির জন্য আমার শঙ্কর তন্ত্রপথ বলেছেন এবং গুরু সেজে এসে তান্ত্রিক দীক্ষা দিয়েছেন। তোমার দীক্ষা হ'য়েছে ত?

নির। হাঁ।

ক্ষেপা। গুরুদেব বললেন—বাবা তুমি 'রাম' এই মন্ত্রটি জপ কর এবং নিত্য রামগীতা, রাম সহস্র নাম, রাম কবচ, রামস্তোত্র, রাম হৃদয় পাঠ কর। ইষ্টে গাঢ় নিষ্ঠা হ'ক। লীলা ধ্যান কর এবং মন্ত্রসিদ্ধির, জন্য পুরশ্চরণ কর। পুরশ্চরণের দ্বারা মন্ত্রসিদ্ধি হয়। উত্তম, মধ্যম,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



অধম—সিদ্ধি তিন প্রকার। উত্তম মন্ত্রসিদ্ধি হ'লে ইষ্টদেবতার দর্শন লাভ করবে। নির্গুণ-সগুণ সবই অপরোক্ষ করতে পারবে। তুমিই শিব হয়ে যাবে। তুমি ২।১ মাস বা বৎসর অনিয়মিতভাবে জপ করলে জপানন্দ কিছু হ'ল, লীলা-ধ্যানে কিছু আনন্দ পেলে, তোমার গাঢ় ইষ্ট-নিষ্ঠা জন্মাবার পূর্ব্বেই তুমি মনে করলে সব দেবতাই এক—তুমি তত্ত্ববিচারের অধিকারী—ব্যস। তোমার স্বাধ্যায়, তোমার লীলা ধ্যান ত্যাগ ক'রে তুমি ছুটলে সাংখ্য বেদান্ত গীতা, ভাগবৎ, উপনিষৎ এই সব নানা শাস্ত্র ধরে টানাটানি করতে। বহু শাস্ত্র পড়ে তুমি পণ্ডিত হলে বটে কিন্তু কাজে কিছু হ'ল না। জ্বালা গেল না, অভয় এল না।

নির। রামগীতাতে ত তত্ত্ববিচার আছে।

ক্ষেপা। সেটা করে দেখ—চিত্তশুদ্ধির পর, গৃহত্যাগের পর। তবে মোটামুটি নির্গুণ, সগুণ আত্মা ও অবতার তত্ত্ব জেনে নিয়ে, ভক্তি যাতে বাড়ে তার চেষ্টা করতে হবে; নিষ্কাম কর্ম্ম, ভগবৎ সেবা, পুরশ্চরণাদির অনুষ্ঠানের দ্বারা মন্ত্রসিদ্ধি করতে হবে। তা' না ক'রে যদি—'আমি নির্গুণ ব্রহ্ম' 'আমি আত্মা' 'আমিই দেহ নই'—এইরূপ কেবল মুখে বলতে অভ্যাস করা যায় তা'হলে একুল-ওকুল দুকুল যাবে। ভক্তির সাধন ব্যতীত ভক্তি হবে না, আর বিনা ভক্তিতে কোটীকল্পেও জ্ঞান হ'তে পারে না।

নির। যখন সকল দেবতাই ব্রহ্ম—তখন খণ্ড করে—রাম লীলার ধ্যান করতে হবে, রামগীতাই পড়তে হবে—এর মানে কি?

ক্ষেপা। এই যে পঞ্চ দেবতার উপাসনা পদ্ধতি তাহা পঞ্চতত্ত্বের অন্তর্গত। যা'র শরীরে যে তত্ত্বের আধিক্য সে সেই তত্ত্বাধিষ্ঠাত্রী দেবতার উপাসক হবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



আকাশস্যাধিপো বিষ্ণুরগ্নেশ্চাপি মহেশ্বরী।
বায়োঃ সূর্য্যো ক্ষিতেরীশো জীবনস্য গণাধিপঃ॥

—মন্ত্রযোগ সংহিতা

আকাশের বিষ্ণু, অগ্নির মহেশ্বরী, বায়ুর সূর্য্য, ক্ষিতির শিব, জলের গণপতি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। যতদিন গুরুদত্ত মন্ত্র শেষ না হবে ততদিন বুঝতে হবে এখনও আমি তত্ত্বাতীত হ'তে পারিনি। যে দিন মন্ত্র শেষ হয়ে যাবে, মন্ত্ররূপী গুরু ব্রহ্মোপাসনার নব মন্ত্র দান ক'রে চলে যাবেন—তখন সব দেবতা এক ইহা স্থির হয়ে যাবে।

নির। মন্ত্র চলে যাবেন মানে?

ক্ষেপা। সতত প্রাণ পূর্ণ হয়ে থাকবে—মন্ত্র উচ্চারণের শক্তি থাকবে না।

নির। তা' আবার হয় নাকি?

ক্ষেপা। সব—সব—বেদ, উপনিষৎ, সন্ধ্যা, গায়ত্রী তাঁদের কাজ মিটলে চলে যাবেন।

নির। এ পাগলের মত কি বলছ? আমার জিভ রয়েছে, কথা কইতে পাচ্ছি, অন্য কাজ করতে পারি আর আমার সন্ধ্যা-গায়ত্রী চলে যাবেন! বদ্ধ পাগল! বদ্ধ পাগল!

ক্ষেপা। সীতারাম সীতারাম। আমি শুধু পাগল নই—আমার বাবা পাগল, মা পাগল। বাবা বেটা ক্ষেপে গিয়ে পঞ্চমুখে রামনাম করে আর ডমরু বাজিয়ে নাচে। বাবা বড় শান্ত ছিল, ওই মা বেটীর জন্য ক্ষেপে গেল। মা বেটী নেংটা হয়ে ধেই ধেই করে বাবার বুকে নাচে। বাবার অমন বুকখানা পেয়েছিল তাই নেচে বাঁচলো। বেটীর লজ্জা সরম নেই, কাপড় পরবার অবকাশ নেই। ক্ষণে ক্ষণে যাকে অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড প্রসব করতে হয়, সে কাপড়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



পরে কখন ? মা আমার গৌরীশঙ্কর মা, মা আমার সীতারাম মা, মা আমার সদানন্দময়ী মা। জয় গুরু জয় রাম। জয় মা জয় মা।

ক্ষেপার নয়নে জলধারা, সে কেমন বিহ্বল হয়ে পড়ল। নিরঞ্জনও ক্ষেপার মুখ পানে চেয়ে বসে রইল।

জয় সীতারাম।

—০—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

# শ্রীশ্রীঠাকুর রচিত পুস্তকাবলী

১। শ্রীশ্রীগুরুমহিমামৃত১—॥০ ; ২। শ্রীশ্রীনামামৃত লহরী—( ১ম প্রকরণ ১ম ভাগ )—১॥০ ; ৩। শ্রীশ্রীনাম-মহিমামৃত—১॥০ ; ৪। ক্ষেপার ঝুলি ( ১ম খণ্ড )—১॥০ ; ৫। ঐ ( ২য় খণ্ড )—১॥০; ৬। শ্রীশ্রীতুলসীমহিমামৃত—১॥০; ৭। পাগলের খেয়াল ( ৪র্থ সং )—১।০ ; ৮। মহারসায়ন ( ৪র্থ সং )—১৲ ; ৯। শ্রীশ্রীগুরুগীতা ( ৩য় সং )—১৲ ; ১০। শ্রীশ্রীনামরসায়ন ( ২য় সং )—১৲ ; ১১। চোখের জলে মায়ের পূজা—১৲ ; ১২। শ্রীশ্রীমহামন্ত্র সংকীর্ত্তন ( গুণ্টুর পত্র )—॥৶০ ; ১৩। পুষ্প-চন্দন—॥০ ; ১৪। বর্ণাশ্রম বিপ্লব—॥০ ; ১৫। সুধার ধারা ( ২য় সং )—॥০ ; ১৬। কথা রামায়ণ ( ১ম খণ্ড )—৩৲, ৩॥০ ; ১৭। ঐ ( ২য় খণ্ড )—৪৲, ৪॥০ ; ১৮। অভয়বাণী ( পুস্তক )—।/০ ; ১৯। শ্রীশ্রীরামনাম লিখন মহিমা—।০ ; ২০। ত্রৈকালিক স্তবমালা ( ৪র্থ সং )—।০ ; ২১। শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম—।০ ; ২২। ভক্তি দর্শন ( শাণ্ডিল্য সূত্র )—১।০ ; ২৩। শ্রীশ্রীমহামন্ত্র কল্পতরু—৸০ ; ২৪। শত পঞ্চ চৌপাই ; ২৫। গণেশের সন্ধ্যা ; ২৬। শ্রীশ্রীগোপীগীতা ; ২৭। আঁধারে আলো—৶১০ ; ২৮। শ্রীশ্রীবিষ্ণু সহস্র নাম ; ২৯। মহাব্রত ; ৩০। দাস্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



মধুর—২৲ ; ৩১। পত্রাবলী (১ম খণ্ড)—৸০ ; ৩২। বাণীমালা (১ম খণ্ড, ২য় সং)—৷৷৵০ ; ৩৩। যুগবাণী—৶০ ; ৩৪। পূজার ফুল ; ৩৫। ফুলমালা ; ৩৬। কলির পথ—।০ ৩৭। শ্রীশ্রীওঙ্কারসহস্রগীতি—১৲ ; ৩৮। শিব-বিবাহ—১।০ ৩৯। ছুটি কথা—।৵৹ ; ৪০। শ্রীশ্রীগীতামাহাত্ম্য—৸০ ; ৪১। শ্রীশ্রীনাদলীলামৃত—৪৲, ঐ (বাঁধাই)—৪৷৷০; ৪২। মুমুক্ষুর প্রাতঃকৃত্য—৶০ ; ৪৩। শ্রীবৈষ্ণব মতাব্জভাস্কর—২।০, ২৷৷০ ; ৪৪। গুরুরত্নম্—৶০ ; ৪৫। হরিরত্নম্—৶০ ৪৬। রাম সহস্রনাম—৶০ ; ৪৭। মুমুক্ষু শ্রীরামানন্দীয় শ্রীবৈষ্ণবগণের প্রাতঃকৃত্য—৶০ ; ৪৮। শাক্ত ও শৈব মুমুক্ষুর প্রাতঃকৃত্য প্রকরণ—৶০ ; ৪৯। মাতৃপূজা—১৸০ ; ৫০। প্রপন্ন পথিক (১ম খণ্ড)—১৲ ; ২য় খণ্ড—১।০ ; ৫১। শ্রীশ্রীশিবনামামৃত লহরী—২৷৷০, ৩৲ ; ৫২। শ্রীগীতা—১৲, ১।০ ৫৩। নারদীয় ভক্তিসূত্র—৷৷৵০ ; ৫৪। বিরক্ত পূজা—১৷৷০ ; ৫৫। বড় অতিথি—।০ ; ৫৬। সই—৶০ ; ৫৭। শ্রীউদ্ধব গীতা—(১ম খণ্ড)—২৷৷০; ৫৮। ঐ (২য় খণ্ড)—২০। প্রেমামৃত —।/০, ৫৯। শ্রীশ্রীকৃষ্ণনাম মহিমা—।৵০ ; ৬১। শ্রীশ্রীসীতারাম সহস্রনাম—।৵০ ; ৬২। শিব সহস্র নাম—।০ ; ৬৩। মাতৃগাথা —৩৲ ; ৩।০ ; ৬৪। শ্রীশ্রীভগবন্নাম মহিমা—১৲ ; ৬৫। তুলসী চন্দন ; ৬৬। তুমি-আমি ; ৬৭। শ্রীনামামৃত—।/০ ৬৮। প্রেমগাথা—।/০ ; ৬৯। নামাবতার—।৵০ ; ৭০। পরম পথ—।০ ; ৭১। শ্রীউজ্জীবন—৷৷০।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



## সম্প্রদায়ের অন্যান্য পুস্তক

১। সুধা-সঙ্গীত—শ্রীমদ্ দাশরথি দেব যোগেশ্বর—৷৹ ; ২। ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী (স্বরলিপি)—কিঙ্কর শ্রীপ্রণবানন্দ —১৷৹ ; ৩। শ্রীশ্রীনাম মাহাত্ম্য (৩য় সং)—কিঙ্কর শ্রীশান্তিনাথ ৪। নামের জয়—স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যারত্ন—√৹ ; ৫। দাক্ষিণাত্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম প্রচারলীলা—কিঙ্কর গোবিন্দ-দাস—৮৹ ; ৬। স্তবকুসুমাঞ্জলি—(২য় প্রবাহ) শ্রীসদানন্দ চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত—৪৲ ; ৭। নামপ্রেমী ঠাকুর শ্রীশ্রীসীতারাম দাস ওঙ্কারনাথ—শ্রীপুরঞ্জয় রায় বন্দ্যোপাধ্যায়—৩৲ ; ৮। পরিচিতি—শ্রীনীরজাকান্ত চৌধুরী এম্-এ, এল্-এল্-বি, (আই-পি) —√৹ ; ৯। ঐ হিন্দী (পরিচয়)—√৹ ; ১০। ঐ উর্দ্দু —√৹ ; ১১। ঐ (গুজরাটী)—।৹ ; ১২। ঐ (মারাঠী) ; ১৩। অচ্যুতানন্দের ভবিষ্যদ্‌বাণী ( উড়িয়া )—।/৹ ; ১৪। A Short Biography of Sri Sitaramdas—S. Sil (অনূদিত); ১৫। ঠাকুর শ্রীশ্রীসীতারাম—কিঙ্কর আত্মানন্দ—।৹; ১৬। দিব্যজীবন—অধ্যাপক শ্রীশশাঙ্কশেখর বাগচি ১৲ ১৭। Our Master — Prof. Sadananda Chakrabarty—Rs. 4/- ; ১৮। দয়াল-গাথা—।৹ ; ১৯। পরিচয় (উড়িয়া) শ্রীসরলা দেবী—।৹ ; দয়াল-গাথা (২য় খণ্ড)—।√৹; ২০। Saint of Dumurdaha — Prof. S. Chakrabarty—2 Annas ; ২১। (সীতারাম বাবা ও আনন্দময়ী মার) একটি মিলন—শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন গুপ্ত—।৹ ; ২২। Glimpses of My Master — N. K. Chowdhury – 75 nP.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



অনুবাদ—

১। Road to life Divine (মহারসায়ন)—S. Sil ১৲; ২। Pages from a Grazy-man's Life (ক্ষেপার ঝুলি) S. Sil—১৷৹ ; ৩। মহারসায়ন ( হিন্দী ) নূতন ২য় সংস্করণ —অধ্যাপক শ্রীসুশীলকুমার বাজপেয়ী এম্ এ,—৷৹; ৪। ঐ ( তেলেগু ) শ্রীমৎ দাসশেষজী মহারাজ—২৲; ৫। (উড়িয়া) ১৲; ৬। ঐ (মারাঠী)—॥৹ ; ৭। অভয়বাণী (হিন্দী) —।৹ ; ৮। ঐ (মারাঠী)—⁄৹ ; ৯। Upset in our Social Order (বর্ণাশ্রম বিপ্লব)—॥৵৹ ; ১০। বর্ণাশ্রম বিপ্লব (তেলেগু) শ্রীমৎদাসশেষজী মহারাজ; ১১। শ্রীশ্রী-মহামন্ত্র সংকীর্ত্তন (হিন্দী)—শ্রীহরিপ্রসাদ তেয়ারী; ১২। ঐ (তেলেগু) শ্রীমৎ দাসশেষজী মহারাজ; ১৩। বাণীমালা (হিন্দী) —৷৹ ; ১৪। ঐ (উড়িয়া)—॥৹ ; ১৫। শ্রীশ্রীমহামন্ত্র কল্পতরু —(তেলেগু) শ্রীমৎ দাসশেষজী মহারাজ ১৬। ঐ (উড়িয়া)—৸৹; ১৭। আঁধারে আলো (হিন্দী)—৵১০ ; ১৮। ঐ (মারাঠী) —৵৹ ; ১৯। তুমি ও আমি (হিন্দী)—/৹।

মাসিক পত্রিকা ঃ—দেবযান—৫৲ ; Mother (ইংরাজী)— ৮৲ ; প্রণব-পারিজাত—সংস্কৃত—8৲ ; পরমানন্দ (হিন্দী)— ৪৲ ; জয় জগন্নাথ (উড়িয়া)

পাক্ষিক ঃ—জয়গুরু—৩৲ (বার্ষিক মূল্য)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi